উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৯২৬.৭৫ (+১৩৬.৬৩)
নিফটি : ২৫,১০৮.৩০ (+৩০.৬৫)

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এখনও সংশয়
রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। » ৫

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি
কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩২°	২৪°	৩১°	২৪°	৩০°	২১°

বিহার নির্বাচনে চিরাগ-পিকে জোট নিয়ে জল্পনা » ৭

২১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 138

ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই দফায় দফায় বৈঠক করেছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে তার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে।

কিরেন রিজিজু

দুর্যোগ 'পর্যটন'

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আশ্বাস আর সান্ত্বনা। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এটুকুই শুনল মিরিক। শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরের শীর্ষ নেতাদের আনাগোনায় অবশ্য দিনের শেষে আশ্বস্ত হতে পারলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। মিরিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে দুধিয়ায় মঙ্গলবার শেষ হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় যাত্রা। দু'দিন শিলিগুড়িতে থাকলেও তিনি শেষপর্যন্ত মিরিকমুখী হননি। দুধিয়ায় তাঁর কর্মসূচি বলতে ধসে চাপা পড়ে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক বিলি ও হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দান।

বিজেপি নেতারাও কল্পতরুর ঢংয়ে 'সব হবে' প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেলেন। কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মিরিক পৌঁছেছিলেন। যেখানেই গিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা শুনেছেন 'ত্রাণ চাই না, বাড়িঘর তৈরি করে দেওয়া হোক।' বিধ্বস্ত মিরিকে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু শুধু ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেছেন, 'হবে, হবে, সব হবে।'

অল্প কথার মানুষ রিজিজু যেন আরও অল্প কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এসে তাঁর দায়িত্ব সেরে গেলেন। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'কেন্দ্রীয় সরকার পাশে থাকবে।' কীরকম পাশে থাকা? তাঁর ব্যাখ্যা কোনও বিজেপি নেতাই দেননি। দুধিয়ায় সেতু ভেঙে থাকায় সোজা পথে মিরিক যাওয়ার উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী না গেলেও বিজেপি নেতারা সেখানে গিয়েছেন ঘুরপথে। যে মিরিকেই শুধু মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। পালটা শুভেন্দু বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেটা স্বীকার করছে না। এ রাজ্যে নৈরাজ্য চলছে। ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব বুঝে নেব।'

দুধিয়ায় পৌঁছে মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মিরিকের পাশাপাশি সুখিয়াপোখরি ও বিজনবাড়ির মোট ১৬ জন মৃতের পরিবারকে। দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের হাতে তিনি ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। তিনি অবশ্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অস্থায়ী সেতু তৈরি করে মিরিকের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের আশ্বাসও দিয়েছেন।

এর আগে প্রশাসন বলেছিল, ওই কাজে এক মাস সময় লাগবে। সেই দুর্ভোগের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে যেন মমতা ১৫ দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করার নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ কংক্রিটের সেতুটিও এক বছরের মধ্যে তৈরি করে ফেলার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু এবং নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন তিনি।

সেখানে মমতা বলেন, 'ভুটান, নেপালের দুজনের মৃত্যু হয়েছে পাহাড়ে। দুই দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে মুখ্যসচিবকে বলেছি।' ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করা ও তাঁদের পাশে থাকার বার্তার পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বের কথায় ঘুরেফিরে এসেছে তাদের নেতাদের ওপর হামলার নিন্দা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিরেনের বক্তব্য, 'এই অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত রিপোর্ট তিনি দিতে বলেছেন। তাছাড়া আমাদের সাংসদ এবং

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) মিরিকের কমিউনিটি হলে দুর্গতদের কথা শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার। -পিটিআই

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুঝতে ভুল হয়নি যে, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি বেগতিক। ডুয়ার্সের দুর্গত এলাকায় সোমবার বুড়িছোঁয়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুধিয়া পর্যন্ত গিয়েই তাঁর যাত্রা শেষ হল। ৭২ ঘণ্টা আগের দুর্যোগে সবচেয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ে গেলেনই না। বদলে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন ড্যামেজ কন্ট্রোলের উদ্দেশ্যে। তারপরই উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক সাফাই দিতে মরিয়া হলেন।

গত শনিবার রাতে পাহাড়-সমতলে ওই দুর্যোগ সত্ত্বেও রবিবার কলকাতায় কার্নিভালের জাঁকজমক উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় কার্যত ছ্যা ছ্যা পর্যায়ে চলে গিয়েছে। বিদেশ সফর বাতিল করিয়ে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের লাগাতার পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা তেমন কাজে আসেনি। একে ৩৬ জনের মৃত্যুর পরেও কার্নিভালে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নাচ ও একদিন পর উত্তরবঙ্গে পৌঁছানোয় কার্যত ফুঁসছে উত্তরবঙ্গ।

তৃণমূলের মাটি উত্তরবঙ্গে এমনিতেই ঝুরঝুরে। এই ধাক্কা সেই মাটিকে আরও আলগা করে দিয়েছে। পাহাড়ের ধসের মতো জনমানসে তৃণমূল সম্পর্কে প্রবল বিরূপ মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার আসার পরের ২৪ ঘণ্টায় সেই সত্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি মমতার। বিজেপি সাংসদ খগেনের ওপর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের হামলাকে প্রাথমিকভাবে জনরোষ বলে চালানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। বরং বিজেপি বিরোধী বাম-কংগ্রেস, এমনকি সাধারণ মানুষ ওই ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার।

এরপর দশের পাতায়

ত্রাণ দিতে গিয়ে ফের আক্রান্ত মনোজ

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৭ অক্টোবর : দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির পর এবারে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ফের আক্রান্ত হলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ত্রাণ বিতরণে বাধা দিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে বলে অভিযোগ। বচসা ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। একটা সময় উভয়পক্ষ মেজাজ হারালে সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় দলের কর্মী-সমর্থকরা জখম হন। বিধায়কের দেহরক্ষী দুই সিআইএসএফ জওয়ানও আহত হন। জবাবে সিআইএসএফ জওয়ানরা পালটা লাঠিচার্জ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে বিধায়ক এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ত্রাণসামগ্রী রেখে গ্রাম ছাড়েন। তখন বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে গালমন্দ করার পাশাপাশি তৃণমূলের নেতা সহ কর্মী-সমর্থকদের একাংশ গো ব্যাক স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। ফেরার সময় পাথর ছুড়ে বিজেপি নেতাদের গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি।

মনোজ বলেন, 'যেখানে যেখানে বন্যার জল ঢুকছে, সেখানে গিয়ে আমরা দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ত্রাণ বিলি করছিলাম। সোমবার মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগরে ত্রাণ বিতরণে বাধা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবেছিলাম। *এরপর দশের পাতায়*

ফুল বদলালেন তারকেশ্বরের পুত্র

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও ভাস্কর শর্মা

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : এখনও এক বছরও হয়নি। গত বছরের নভেম্বর মাসে মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়েছিলেন রাহুল লোহার।

তার ১১ মাসেই বদলে গেল রং। এবছর অক্টোবর মাসের ৭ তারিখ, অর্থাৎ মঙ্গলবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। সেই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোর কাছে ২৮,১৬৮টি ভোটে পরাজিত প্রার্থী ছাড়াও রাহুলের আরেকটি পরিচয়ও আছে। তিনি হলেন তারকেশ্বর লোহারের ছেলে।

এরপর দশের পাতায়

প্রকৃতির কাছে সকলেই যে অসহায় তা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মিরিকে। দুর্যোগের সবথেকে বেশি ক্ষত বইছে পাহাড়ি শহরটি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই দুর্দশার কথা।

প্রলয়ের সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মিরিক, ৭ অক্টোবর : পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ ছুঁতে চায় চোখ। যতই ওপরে তাকাই, গড়িয়ে আসা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। চোখ দু'খানা মাটিতে ফেলতেই বিস্ময় জাগে। এ তো রীতিমতো ধ্বংসস্তূপ!

মিরিক শহরের ঠিক গা ঘেঁষেই ফুগুরি চা বাগানের মেচি ডিভিশন। জায়গাটার নাম ডারাগাঁও। পথের ঢাল বেয়ে মূল রাস্তা থেকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাশাপাশি গোটা ছয়েক বাড়ি। ইতিউতি আরও বেশ কয়েকটা। প্রতিটিই এখন জনমানবহীন। খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয় কাদামাখা লেপতোশক কিংবা পড়ে থাকা খেলনায়। যেন বেড়ি হয়ে বলতে চায়, 'আমায় আর মাড়িয়ে যেও না প্লিজ...।'

ঠিক মাঝখানে ধ্বংসের দগদগে ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে টিনের চাল দেওয়া একটা ঘরের অর্ধেক অংশ। ধসে যাওয়া পাশের ঘরেই 'মৃত্তিকাসমাধি' হয়েছে একই পরিবারের চারজনের। কেউই অবশ্য বাড়ির সদস্য নন। স্বজন। বেড়াতে এসেছিলেন দশেরায়। কিন্তু প্রলয় প্রাণ কেড়েছে তাঁদের। কেউ বাঁচাতে পারেননি।

যে ঘরটা এখনও মাটি আঁকড়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে, সেই ঘরের দরজার বাইরে টাঙানো আরাধ্য দেবতার ছবি। সামনে ছোট্ট কাঠের পাটাতনে পোড়া সলতে বুকে নিয়ে প্রলয়ের সাক্ষী মাটির প্রদীপ।

এরপর দশের পাতায়

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মিরিক। মঙ্গলবার। ছবি : দীপ সাহা

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপ সাহা

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আটপৌরে তক্তপোশের উপর জমেছে কয়েকশো সাদা খাদা। একঝলক দেখলে মনে হচ্ছে সুন্দর করে যেন কেউ সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। তার পাশেই রাখা তুলসী গাছের তলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটি তেলের প্রদীপ। যেন ঠাকুরঘর। অবশ্য, ঈশ্বরের দেশে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের ঠাকুরঘরেই থাকার কথা। তক্তপোশটা বিজেন্দ্র রাই ও ঊষা রাইয়ের বিয়ের স্মৃতি। টিনের চালাঘর ভেঙে পাকা দোতলা বাড়ি তৈরির সময় অনেককিছুই বদলেছে মিরিকের রাই পরিবারে, কিন্তু বদল হয়নি তক্তপোশটির। বড় মেয়ে নিশার আবদারে শনিবার রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বিজেন্দ্র ও ঊষা। তখনও জানতেন না প্রিয় তক্তপোশে আর ঘুমোনোর সুযোগ মিলবে না। ধসে চাপা পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ছোট মেয়ে সতমা। বাবা-মাকে আর ফিরে পাবেন না নিশা। প্রিয় তক্তপোশই এখন তাঁর কাছে স্মৃতিচিহ্ন।

মঙ্গলবারও মিরিক লেকের ধারে থানা লাইনের রাই হাউসে দগদগে ছিল ধসের ক্ষত। কাদামাটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছিলেন এনডিআরএফ-এর কর্মীরা। শোকের আবহে সান্ত্বনা দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ আর একবার করে মাথা ঠেকাচ্ছিলেন তক্তপোশে। সেই তক্তপোশই যেন রাই দম্পতির জীবাশ্ম।

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রীর স্মৃতিতে শ্মশানে বাগান

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : এ যেন এক অন্য দশরথ মাঝির গল্প। বালুরঘাটের ৬০ বছরের গণেশ বর্মন। না, তিনি স্ত্রীর স্মৃতিতে দশরথের মতো পাহাড় কাটেননি। তবে শ্মশানের ভেতরে তৈরি করে চলেছেন বিশাল ফুল ও ফলের বাগান। এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে গণেশ অন্তত ৮০০টি গাছের চারা রোপণ করেছেন বালুরঘাট ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা শ্মশানে। এই বাগানই যেন হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত স্মৃতিসৌধ। এখানেই শেষ নয়, একসময় এই শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গল নিজের হাতে পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণ করেছেন গণেশ।

গল্পের শুরু ৩ মাস আগে। যখন বালুরঘাটের বাওধারা গ্রামের বাসিন্দা গণেশের স্ত্রী সীতা বর্মন মারা যান। পরিজন ও প্রতিবেশীরা শেষকৃত্য করতে শ্মশানে দেহ নিয়ে যান বটে। কিন্তু দাহকার্যের জায়গায় পৌঁছাতে বেগ পেতে হয়েছিল সকলকে। কারণ তখন ভরা বর্ষা। বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। এর মধ্যে দিয়ে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দুজনের কাঁধে করে তাঁর স্ত্রীর শব নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিরা সাপ ও পোকামাকড়ের ভয়ে আর যেতে চাননি। বিষয়টি গণেশের মনে গভীর দাগ কাটে। স্ত্রী যখন চিতায় জ্বলছে, ঠিক তখনই সংগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন- স্ত্রীর স্মৃতিতে এই শ্মশানে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলবেন তিনি। দূর করবেন শ্মশানে যাতায়াতের সমস্যা।

দেরি করেননি তিনি। কয়েকদিন পরই গণেশকে দা, কোদাল হাতে শ্মশানে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। যখন কয়েকদিনের মধ্যেই শ্মশানের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেল, কারণটি আন্দাজ করতে পারলেন স্থানীয়রা। সকলের চোখের সামনেই শ্মশানের মধ্যে দিয়ে এক রাস্তা তৈরি করে ফেললেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি গণেশ। তার পরে শুরু হয় শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন। একে একে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ নিয়ে শ্মশানে হাজির হতে থাকেন গণেশ। এমন উদ্যোগ দেখে তাঁর দু'তিনজন বন্ধুও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই তিনি বকুল, শেফালি, গাঁদা সহ নানান ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। সঙ্গে আম, রাজকুল সহ বিভিন্ন ফলের গাছ। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করেই তাঁর এই উদ্যোগ।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে গণেশের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির ৩ ছেলে। কেউ রাজমিস্ত্রি, তো কেউ কৃষিজীবী। এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েছেন। অভাবের সংসারে নামসংকীর্তন, গানবাজনা করেই দিন কাটত তাঁদের। ঈশ্বরে মগ্ন দুই প্রাণে ভালোবাসা ছিল অটুট। কিন্তু বিধি বাম। চলতি বছরেই সীতাদেবীর ক্যানসার ধরা পড়ে। তারপর আর বেশি সময় পাওয়া যায়নি।

শ্মশানে বাগান তৈরিতে ব্যস্ত গণেশ বর্মন।

> কোনও ফুলের চারা ১০০ টাকায় তো কোনও ফলের গাছ ২০০ টাকায় কিনে লাগিয়েছি। অর্থ শেষ হয়ে এলে ভিক্ষা করে হলেও স্ত্রীর স্মৃতিতে বাগান তৈরি করে যাব।
>
> **গণেশ বর্মন**

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID	BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/05/2025-26	176	WBMAD/DHUPGURI/20/2025-26
	2025_MAD_910463_1		2025_MAD_916231_1
	2025_MAD_910463_2		2025_MAD_916231_2
208	WBMAD/DHUPGURI/06/2025-26		2025_MAD_916231_3
	2025_MAD_912434_1		2025_MAD_916231_4
	2025_MAD_912434_2	183	WBMAD/DHUPGURI/21/2025-26
209	WBMAD/DHUPGURI/07/2025-26		2025_MAD_916425_1
	2025_MAD_912550_1		2025_MAD_916425_2
	2025_MAD_912550_2		2025_MAD_916425_3
210	WBMAD/DHUPGURI/08/2025-26	184	WBMAD/DHUPGURI/22/2025-26
	2025_MAD_914628_1		2025_MAD_916465_1
	2025_MAD_914628_2		2025_MAD_916465_2
205	WBMAD/DHUPGURI/09/2025-26		2025_MAD_916465_3
	2025_MAD_914727_1		2025_MAD_916465_4
	2025_MAD_914727_2	173	WBMAD/DHUPGURI/23/2025-26
206	WBMAD/DHUPGURI/10/2025-26		2025_MAD_916550_1
	2025_MAD_914795_1		2025_MAD_916550_2
207	WBMAD/DHUPGURI/11/2025-26		2025_MAD_916550_7
	2025_MAD_915070_1		2025_MAD_916550_8
	2025_MAD_915070_2		2025_MAD_916550_9
178	WBMAD/DHUPGURI/12/2025-26		2025_MAD_916550_10
	2025_MAD_915339_1	174	WBMAD/DHUPGURI/24/2025-26
	2025_MAD_915339_2		2025_MAD_916859_1
179	WBMAD/DHUPGURI/13/2025-26		2025_MAD_916859_2
	2025_MAD_915365_1		2025_MAD_916859_3
	2025_MAD_915365_2		2025_MAD_916859_4
188	WBMAD/DHUPGURI/14/2025-26		2025_MAD_916859_5
	2025_MAD_915420_1		2025_MAD_916859_6
	2025_MAD_915420_3		2025_MAD_916859_7
189	WBMAD/DHUPGURI/15/2025-26	187	WBMAD/DHUPGURI/25/2025-26
	2025_MAD_915481_1		2025_MAD_916945_1
	2025_MAD_915481_2		2025_MAD_916945_2
177	WBMAD/DHUPGURI/16/2025-26		2025_MAD_916945_3
	2025_MAD_915656_1		2025_MAD_916945_4
	2025_MAD_915656_2		2025_MAD_916945_5
	2025_MAD_915656_3		2025_MAD_916945_6
193	WBMAD/DHUPGURI/17/2025-26		2025_MAD_916945_7
	2025_MAD_916111_1		2025_MAD_916945_8
	2025_MAD_916111_2	172	WBMAD/DHUPGURI/26/2025-26
194	WBMAD/DHUPGURI/18/2025-26		2025_MAD_916996_1
	2025_MAD_916122_1		2025_MAD_916996_2
	2025_MAD_916122_2		2025_MAD_916996_3
	2025_MAD_916122_3		2025_MAD_916996_4
195	WBMAD/DHUPGURI/19/2025-26		2025_MAD_916996_5
	2025_MAD_916127_1		2025_MAD_916996_6
	2025_MAD_916127_2		2025_MAD_916996_7
			2025_MAD_916996_8

Sd/ -Chairperson.
BOA, Dhupguri Municipality

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय
(नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)
शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
बारोबिशा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल-736207 Barobisha, Alipurduar, West Bengal-736207
Email: jnvalipurduar@gmail.com UDISE: 19220707304

F.No.F.1-3/JNVA/2025-26/ Dated: - 07.10.2025

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 14.10.2025 at 10:30 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	PGT (Mathematics)	Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component OR Master degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject concerned. AND B.E/d degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR Three year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50 % Marks. OR Four years integrated degree with at least 50% marks form NCTE recognized institution including B.Ed. component. Desirable:- 1. Experience as PGT in the recognized institution in concerned subject. 2. Experience of working in a residential school. 3. Knowledge of Computer application.	35,750/-PM	The contract will be for a period up to 31.03. 2026 or till the regular incumbent joins whichever is earlier

PRINCIPAL

সাফারি খুলতেই পর্যটকদের ভিড়

ডলোমাইটে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাসজঙ্গল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফের জঙ্গল সাফারি শুরু হল। মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুই কাউন্টার থেকে সাফারি হয়। সকাল ও বিকেলে সাফারিতে প্রায় সবগুলি গাড়ি পর্যটকে ভর্তি ছিল। তবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি ও জিপসি সাফারি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কবে সাফারি খুলবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জঙ্গল পর্যবেক্ষণের পর সাফারি চালু নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কারণ জলদাপাড়ায় যেমন সাফারির রাস্তা বৃষ্টিতে বেহাল হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গাছ ভেঙেছে। এছাড়া হলং নদীর উপর সেতু ভেঙে গিয়েছে।

জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় ঘাসজঙ্গল নষ্ট হয়েছে। শিলতোর্ষা, শিসামারা, হলং ও কালজানি নদীতে ভুটান থেকে আসা ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ঘাসজঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ঘাসজঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবকিছু দেখার পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার যেসব বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এখনও কয়েকটি বুনো থাকতে পারে বলে অনুমান। সোমবার সারারাত অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ঢোকা তিনটি গন্ডার বনকর্মীরা জঙ্গলে ফিরিয়েছেন।

বক্সায় ২৭ মাইল, ২৬ মাইল ও শিকারি রোডের সাফারির আরও বেশি বেহাল হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মার কথায়, 'কোনও জায়গায় কী ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সায় ফের জঙ্গল সাফারি।

বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরা রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য জানান, রাস্তা খারাপের বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে এদিন বক্সায় সাফারি খুলতেই পর্যটকরা তা উপভোগ করেন। বেশ কয়েকজন পর্যটক সাফারি চালুর অপেক্ষা করছিলেন। এদিন সকালে সাফারি চালুর খবর আসতেই সাফারি কাউন্টারগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। এদিকে, জলদাপাড়ার বিভিন্ন কাউন্টারে দ্রুত সাফারি চালুর দাবি উঠছে।

অন্য রুটে ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : ভারী বৃষ্টি ও রেইনকাটজনিত সমস্যার জন্য বুধবার তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, অমরনাথ এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল, ডিব্রুগড় লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত সহ ১১টি ট্রেন রুট বদল করে চালানো হবে। ট্রেনগুলিকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে মেইন লাইনের বদলে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংরাবান্ধা রুট দিয়ে চালানো হবে বলে খবর। অন্যদিকে, আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ায় রেইনকাটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বুধবার পরিদর্শন করবেন রেল আধিকারিকরা।

ইঞ্জিন বিকল

ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর : ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় গুঞ্জরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিষয়টি জানতে পেরে রেল কর্তৃপক্ষ অন্য একটি ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেয়। সেই ইঞ্জিন লাগানো হলে ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনের ম্যানেজার বিকে সিং বলেন, 'ইঞ্জিনের পাওয়ারে সমস্যা হয়েছিল। ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে অন্য ইঞ্জিন পাঠিয়ে ট্রেনটি আবার রওনা করানো হয়।'

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্মের সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লুৎফা বিবি থাকায় দিনহাটা JM (1st cl.) কোর্টে 26/09/25, 1189 নং অ্যাফিডেভিট বলে গোলো বেওয়া হল। রমজান আলী, বড় ফলিমারী, দিনহাটা। (S/M)

●

আমি সাব্বির হোসেন মোল্লা, পিতা মাহাবুর মোল্লা, গ্রাম দাউদপুর, পোঃ আঙ্গিনা, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে নাম সঠিক আছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট, সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার বাবার নাম মাহাবুর রহমান মোল্লা লেখা রয়েছে। এই অবস্থায় গত 18.08.2025 বালুরঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুরের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা মাহাবুর মোল্লা ও মাহাবুর রহমান মোল্লা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। (C/118482)

●

I, Sikha Das (good name), W/o Suvash Chandra Das, am a resident of Shyam Sree Maa Sarani Road, near St Joseph School, Nabagram Road, Nabagram, Ward No. 33 of S.M.C., P.O. Bhaktinagar, P.S. Bhaktinagar, Dist Jalpaiguri, Pin 734007. I am also known as Rama Das (nick name). I declare before the court of Ld. Executive Magistrate Public at Siliguri vide affidavit no. 13AB 036456 dated 10.11.2017 that Sikha Das (good name) & Rama Das (nick name) both are same & one identical person. (C/118483)

NOTICE

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No. 20/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 dated 05.10.2025 Last date for Submission of Bids- 21/10/2025 at 03.00 P.M. And NIT No 21/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 NIT No- 22/DEV/PHD/APAS/PBGP/2025-26, Date- 06/10/2025. Last date for Submission of Bids- 24/10/2025 at 03-00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F লোক চাই, লোকেসান শিবমন্দির -শিলিগুড়ি-বিধাননগর। M- 9679368850. (M/M)

●

শিলিগুড়ি লোকালে ও রায়-গঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি + খাওয়ার ব্য-বস্থা)। M -8797633557, 9832489908 (C/118327)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Priyanka Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

আমার পুত্র Sangram Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

ভুলবশতঃ রেশন কার্ডে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. [illegible] গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। -Kasim Ali.(S/N)

●

আমি রফিকুল ইসলাম। পিতা স্বর্গীয়, বিঃ মহম্মদ, গত 26.09.2025 শিলিগুড়ি নোটারি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে রফিকুল রহমান এবং পিতা স্বর্গীয় বিসারত মহম্মদ হলাম। Licence No-WB 7319900241847. (C/118481)

●

আমার পুত্র Anal Kumar Biswas-র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra (Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

●

ভোটার কার্ড নং WB/01/004/327083 আমার নাম ভুল ছাপায় গত 26.9.25, J.M, 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nani Gopal Bir এবং Gopal Chandra Bir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Nani Gopal Bir উল্লেখিত ভোটার কার্ডে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। বনচুকামারী, পোঃ খারিজা, কাকড়িবাড়ী, থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা-কোচবিহার। (C/118130)

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৫ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- চালখোয়া-ধামালগাঁও-মোরানহাট(এসএল)-টিএসআর(পি)-৪২.০০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ১১,৯২,৯৭,৪৫৯ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৪৬,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত http//www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৬ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- ডিব্রুগড়-ধামালগাঁও-মোরানহাট-টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি)-৯১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন-তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএসটিডব্লিউএস+ ডব্লিউসিএমএসসি)-৭৪ সেট। টেন্ডার মূল্য: ১২,২০,০০,৯৮৬ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৬০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৭৬ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/পি-ওয়ে/নর্থ লখিমপুর/ওয়েস্ট-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে ১৫.২ কিমি কাজের সেস মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯১,৬৭,২৫৬.৯৯ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৪৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৪.১০.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নং : ৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে গুমানিহাট(?), গঙ্গওয়ারা, পথধাম(?) ও পাঞ্জওয়ারা রোড স্টেশনে হল্ট স্টেশনকে ক্রসিং স্টেশনে পরিবর্তনের জন্য আর্থওয়ার্ক ইন এমব্যাঙ্কমেন্ট, ব্ল্যাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রীজের, ফুট ওভার ব্রীজের সম্প্রসারণ এবং পি.ওয়ে কাজের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৪৩,৫৯,৬৬,৭৪০.৯৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ২৮.১০.২০২৫। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in
(MLD-190/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। কাজের নাম: নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)-টিএসআর (পি) র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বণ্ডের ব্যবস্থা করা- আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৬.০০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশি: ১৯,১৬,৩২৬.০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড ডিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

১) ই-টেন্ডার নম্বর : ডিবি২৫৫৬৬২, তারিখ : ২৬-০৯-২০২৫; আইটেমের বর্ণনা : প্রেরকের স্থানে কোচগুলিতে অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সহ (স্থানের তালিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংযুক্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে) ০৬ কেজি পোর্টেবল স্টোরেজ প্রেসার ডিসিপি টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সম্পূর্ণভাবে আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস-৪৬২৭০ 'রেভ-০৩' অনুসারে যেটি নথি হিসেবে সংযুক্ত। দ্রষ্টব্য: দরদাতাদের আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস ৪৬২৭০ রেভ-০৩ -এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চাওয়া অফার ডকুমেন্ট সহ জমা দিতে হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৮৪ মাস]। পিএল কোড (গ্রুপ) : ৮৬০১০৮৪৫০০১৩; মোট পরিমাণ : ২০০০ টি। বায়না মূল্য : ২,৪২,১৪০/- টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২২-১০-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি/ডিব্রুগড় টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রবিনা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : বলিউড আইকন রবিনা ট্যান্ডন ও তাঁর মেয়ে রাশা থাদানিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করল দেশের অন্যতম গয়না ব্র্যান্ড, রিলায়েন্স জুয়েলস। দীপাবলির আগে এই ঘোষণার মাধ্যমে রিলায়েন্স জুয়েলস বাজারে তাদের উৎসব সংগ্রহের সূচনা করতে চলেছে।

এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে গয়নার ব্যবহারকে তুলে ধরতে মা ও মেয়ের এই জুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১২.০০ গুরুদক্ষিণা, ২.৩০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১১.০০ শিবপুর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ পরিবার, দুপুর ১২.৩০ মহাগুরু, বিকেল ৫.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ ক্র্যাক, দুপুর ২.২২ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৫৮ হিন্দুস্তানি জানবাজ, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.২২ ভূতমামা

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.০৮ সঙ্গম, বিকেল ৪.০৭ অন্ধেরি রাত মেঁ দিয়া তেরে হাত মেঁ, সন্ধে ৭.০০ পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ, রাত ৯.৫৯ চলতি কা নাম গাড়ি

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ ট্রেসার্স, ২.৩৩ এজ অফ টুমরো, বিকেল ৫.৪১ স্ট্রিট ডান্স-টু, সন্ধে ৭.০৬ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, রাত ৯.০০ স্পেকচার, ১১.২৩ গিয়ালো

পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ
সন্ধে ৭.০০ জি ক্লাসিক

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি রাত ৮.২৯
সোনি বিবিসি আর্থ

মহাগুরু দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : লটারিতে অর্থ নষ্ট। কোনও কারণে কাছের লোকের দ্বারা হেনস্তা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ থেকে সাবধান। ব্যবসায় অর্থলগ্নি না করাই ভালো। কর্কট : জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে সমস্যা হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান বাড়লেও খুব মেপে কথা বলুন। নিজের অধিকার লাভের জন্য সংসারে অশান্তি হবে। কন্যা : কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। তুলা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও, সুখবর পাবেন। বৃশ্চিক : বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। ধনু : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। কুম্ভ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। মীন : কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। সম্পদ নিয়ে কেনাবেচায় লাভবান হতে পারেন। সর্দিজ্বরে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১ আহিন, সংবৎ ১/২ কার্ত্তিক বদি, ১৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৭।২৬ পরে দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৫।১০। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৮।৫১। কৈলবকরণ দিবা ৭।২৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।১০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ২।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।২৬ গতে শেষরাত্রি ৫।১০ মধ্যে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৭।২৬ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৫।১০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ধারে দাঁতাল। মঙ্গলবার নীহাররঞ্জন ঘোষের ক্যামেরায়।

সাফাইয়ে বিধায়ক

হাসিমারা, ৭ অক্টোবর : সুভাষিণী চা বাগানের বন্যাকবলিত নদী লাইনের শ্রমিকদের বাড়ি সাফাই করলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। মঙ্গলবার তিনি একাধিক শ্রমিক আবাসন থেকে কোদাল হাতে পলিমাটি সাফ করেন। রবিবার এই বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন তিনি। এছাড়াও বাঁধ মেরামতে সেচ দপ্তরের পাশাপাশি তিনি একটি আর্থমুভার কাজে লাগান। বিধায়ক বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে সবার কাজ করা উচিত।' বাগানের শ্রমিকদের সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

দুর্ঘটনায় মৃত চালক

শামুকতলা, ৭ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দূরপাল্লার পণ্যবাহী গাড়ির চালকের। ৩১সি জাতীয় সড়কের দুর্গাবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোররাতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উলটে গিয়ে গুরুতর জখম হন ওই গাড়িচালক। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কালজানিতে ঝাঁপ

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ কালজানি সেতু থেকে এক তরুণের ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই তরুণ সেতুর মাঝ বরাবর জায়গা থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন। জলে পড়ার পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। তারপরই আলিপুরদুয়ার থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনায় সেতুর ওপর ভিড় জমে যায়। তরুণের খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রতিবাদ সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দলের ৭৯ বছর বয়সি কর্মী কেদারনাথ সাহার ওপরে বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁয়ের হামলার প্রতিবাদে বারবিশা চৌপথিতে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এদিনের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারি প্রমুখ।

নদীতে কঙ্কাল

বীরপাড়া, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার বীরপাড়ার কাছে গ্যারগান্ডা নদী থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার করে পুলিশ। এই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। কঙ্কালটি পুরুষ না মহিলার, নিশ্চিত নয় পুলিশ। তবে পুলিশের অনুমান, নদীর ভাঙনের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত কোনও কবরস্থান থেকে কঙ্কালটি ভেসে এসেছে। কঙ্কালটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস।

পথবাতি মেরামত

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ অক্টোবর : রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে উচ্চস্তম্ভ পথবাতিটি ২ মাস ধরে বিকল ছিল। সন্ধ্যার পর রাঙ্গালিবাজনা বাজার অন্ধকারে ডুবে থাকত। কন্ট্রোল ইউনিট বিকল হয়ে পড়ায় সমস্যা হয়েছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা। মঙ্গলবার ৩-৪ জন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত খরচে পথবাতি মেরামত করান।

দুর্ঘটনায় জখম

তুফানগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের উপর যাত্রীবোঝাই টোটো উলটে গুরুতর জখম হলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি বেলতলা এলাকার ঘটনা। জখমদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে প্রত্যেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাড়িতে চুরি

শামুকতলা, ৭ অক্টোবর : ফাঁকা বাড়িতে চুরি। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শামুকতলা থানার ট্রাইবাল অফিস সংলগ্ন এলাকায়। পাকাবাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি থেকে বেশ কিছু সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা।

বন্ধ স্কুলে মিড-ডে মিল খেল পড়ুয়ারা

রান্নার সমস্যা মেটেনি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট ও পলাশবাড়ি, ৭ অক্টোবর : রবিবারের বন্যা পরিস্থিতির ভয়ানক স্মৃতি এখনও টাটকা। আতঙ্কে শালকুমারহাটের নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, সিধাবাড়ি সহ পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গারাজোত ও মরিচঝাঁপি গ্রামের বাসিন্দারা। অনেকের বাড়িতেও ডলোমাইটমিশ্রিত পলি ঢুকে পড়েছিল। মঙ্গলবার সেই কাদা সরিয়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে এই গ্রামগুলির প্রায় এক হাজার মানুষ এখনও ভালোভাবে রান্না করে খেতে পারছেন না। এদিকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলিতে চলছে পুজোর ছুটি। তাই অনেক দুঃস্থ পরিবারের শিশু, কিশোরদের খাওয়াদাওয়া নিয়েও দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। এজন্য মঙ্গলবার থেকে বিপর্যস্ত এলাকার ১২টি প্রাইমারি স্কুলে প্রশাসনের নির্দেশে চালু হল মিড-ডে মিল পরিষেবা।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'সোমবার ওই এলাকা দেখে এসেছি। অনেক বাড়িতে রান্নার পরিস্থিতি নেই। ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। তাই পড়ুয়াদের কথা ভেবে কিছু স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ানোর কথা বলা হয়। এভাবে কয়েকদিন মিড-ডে মিল পরিষেবা চলবে।'

নতুনপাড়ার রতন রায় এদিন বাড়ি থেকে কাদা সরাচ্ছিলেন। অথচ রবিবার সকালের পর মঙ্গলবার পর্যন্ত এলাকায় বৃষ্টি হয়নি। রতনের কথায়, 'বন্যা পরিস্থিতি আগেও হয়েছে। তবে এভাবে নদীর জলের সঙ্গে আগে কখনও কাদা বাড়িতে ঢোকেনি।' সফিয়ার রহমান নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'এই অবস্থায় ভালোভাবে রান্না করে কেউ খেতে পারছি না। রান্নাঘরেও কাদা ঢুকেছিল। সবাই ত্রাণ দিচ্ছেন। তাই এদিন সন্তানদের মিড-ডে মিল খেতে স্কুলে পাঠিয়ে দিই।'

এখনও বাড়ির কাদা সরাচ্ছেন এক বাসিন্দা। মঙ্গলবার নতুনপাড়ায়।

মিড-ডে মিল খাচ্ছে পড়ুয়ারা। বিপর্যস্ত এলাকার একটি স্কুলে মঙ্গলবার।

একই পরিস্থিতি পূর্ব কাঁঠালবাড়ির গারাজোত ও মরিচঝাঁপি এলাকায়। এই দুটি গ্রামে বেশ কিছু আদিবাসী পরিবার রয়েছে। গারাজোতের শিবু মুন্ডার কথায়, 'তিনদিন থেকে বাড়িতে রান্না বন্ধ। অনেকেই ত্রাণ দিয়েছেন। সেসব খাবারই খাচ্ছি। ঘরের কাদা এখনও পুরোপুরি সরেনি।' মরিচঝাঁপির রাকেশ ওরাওঁয়ের কথায়, 'জমিতে দিনমজুরি করে সংসার চলে। বন্যা পরিস্থিতিতে সব চাষের জমিতে পলি জমেছে। কাজ মিলছে না। এদিকে তিনদিন থেকে বাড়িতে সেভাবে রান্নাও হচ্ছে না। সবার দেওয়া ত্রাণ দিয়েই পেট ভরছে। তাই বাচ্চাকে এদিন স্কুলে পাঠাই। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও ক'দিন সময় লাগবে।'

জানা গিয়েছে, শালকুমার-১, শালকুমার-২ ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১২টি স্কুলে ছুটির মধ্যেও এদিন শিক্ষকদের আসতে হয়। কাদা যে শুধু মানুষের ঘরবাড়িতে ঢুকেছিল তা নয়। নেপালিবস্তির নতুনপাড়া নেপালি প্রাইমারি স্কুলের ঘরে কাদা জমেছিল। স্কুলে এসেই প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বর্মন স্থানীয়দের সহযোগিতায় কাদা সরানোর ব্যবস্থা করেন। তারপর মিড-ডে মিলের রান্না হয়। প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'স্কুলের ঘরগুলিতেও কাদা জমে যায়। এরকম ভয়ানক পরিস্থিতি আগে দেখিনি।'

এই স্কুল সহ এদিন চারটি স্কুল পরিদর্শন করেন ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। তাঁর কথায়, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এই ১২টি স্কুলে মিড-ডে চালু হল। এই এলাকার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া অবধি এই পরিষেবা চালু থাকবে।'

দুশ্চিন্তা

- জলের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকেছে কাদা
- সেই কাদা এখনও সরাতে পারেননি অনেক গৃহস্থ
- ঠিকমতো রান্না করতে পারেনি বহু পরিবার
- স্কুল বন্ধ থাকায় ছোটদের খাওয়া নিয়েও চিন্তা ছিল
- এই পরিস্থিতিতে স্কুলে মিড-ডে মিল চালু হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি

'সামান্য আঘাত' মন্তব্যে বিতর্কে মমতা

ভালো নেই, জানালেন খগেন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলায় জখম মালদা (উত্তর)-এর সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই হাসপাতালে থাকলেও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে তিনি দেখতে যাননি। তবে, সাংসদের ছেলে হাসপাতালে থাকলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী সাংসদের কাছেই জানতে চান, 'কেমন আছেন।' মাথা নাড়িয়ে সাংসদ উত্তর দেন, 'ভালো নেই।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান ব্লাড সুগারের চিকিৎসা কোথায় করাচ্ছেন।' খগেন জবাব দেন, 'দিল্লি এইমসে।' মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, 'মালদায় এত বড় হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছি, সেখানে কেন চিকিৎসা করাচ্ছেন না?' ওই প্রশ্নের জবাব দেননি সাংসদ। এরপরই শুভকামনা জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'খুব সামান্য আঘাত লেগেছে। কানের পাশে হালকা লেগেছে। আসলে উনি ডায়াবিটিসের রোগী। তাই চিকিৎসকরা অবজার্ভেশনে রেখেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ কোনও অসুস্থকে দেখতে এলে মনুষ্যত্বের খাতিরেও এসব কথা বলেন না। চিকিৎসকরা বলছেন আঘাত গুরুতর আর উনি বলছেন কিছু হয়নি।'

সোমবার নাগরাকাটায় বন্যায় বিপর্যস্ত এলাকা দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন খগেন এবং শংকর। পাথরের ঘায়ে চোখের নীচে চোট লাগে খগেনের। তাঁর চোখের নীচে হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ছয় সপ্তাহ তাঁকে কথা না বলে থাকতে হবে। নয়তো অস্ত্রোপচার করতে হবে।

দলের সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বামনডাঙ্গার যে এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলা হয়েছে সেই এলাকা দলের নাগরাকাটা-১ মণ্ডলের অধীনে। সেখানকার মণ্ডল সভাপতিকে মামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির যুগ্ম অবজার্ভার তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে শিলিগুড়িতে পাঠিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সব হিসেব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলায় জড়িত। সরাসরি বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথাকে সমর্থন করে এনআইএ কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। স্পিকার ডাকবেন আপনাদের।' শুভেন্দুর ধারণা, 'এই হামলার পেছনে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে। ২০২৬-এ এই ঘটনার বদলা নেওয়া হবে। আমাদের সরকার আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করা হবে।' এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, '২০২৬-এ মানুষ এর জবাব দেবে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিয়ে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করেছি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বদল আনব।'

> কানের পাশে হালকা লেগেছে। আসলে উনি ডায়াবিটিসের রোগী। তাই চিকিৎসকরা অবজার্ভেশনে রেখেছেন।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মুখ্যমন্ত্রী*

খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক। মঙ্গলবার।

নাবালক গ্যাং ধরতে নাস্তানাবুদ পুলিশ

মঙ্গলবার ফের গ্রেপ্তার এক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : বয়সেই তারা ছোট। তবে কাজের দিক থেকে জুড়ি মেলা ভার। যদিও মোটেই ভালো কাজ নয়। এলাকার কোনও মন্দির হোক বা গৃহস্থের বাড়ি পাকা পেশাদারদের মতো তারা চুরিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে একের পর এক চুরির অভিযোগে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল পুলিশ। আর সেইসব চুরির ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই উঠে আসে একটি নাবালক গ্যাংয়ের ওই ব্যাপারে জড়িত থাকার বিষয়টি। মঙ্গলবার সেই দলেরই এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে এদিন ধরা হয়। তারপর অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ির জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

এই নিয়ে পুজো মরশুমে তিন নাবালককে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়েছে। পুজোর আগেই এক নাবালিকাকে কোর্টের নির্দেশে হোমে রাখা হয়েছে। নবমীর দিন আরেক সদস্যকে নিউটাউন এলাকায় স্থানীয়রা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এনিয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'চুরির অভিযোগে একজনকে এদিন জলপাইগুড়ি জুভেনাইল কোর্টে পাঠানো হয়।' শহরে নানা সময় চুরির অভিযোগ পাওয়ার পরে তদন্তে নেমে নাবালক গ্যাংয়ের যুক্ত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছিল। তারপরেই তাদের গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল কোর্ট ও হোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এদের ধরা মোটেই সহজ ছিল না। পুলিশের হাতে ধরা না দেওয়ার জন্য দলের সদস্যদের চেষ্টা ছিল আশাতীত। বারবার জায়গা বদল করায় এদের নির্দিষ্ট ঠিকানার খোঁজ মিলছিল না।

ঘটনাক্রম

- সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে একের পর এক চুরির অভিযোগে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল পুলিশ
- চুরির ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই উঠে আসে একটি নাবালক গ্যাংয়ের ওই ব্যাপারে জড়িত থাকার বিষয়টি
- মঙ্গলবার সেই দলেরই এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ
- প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে এদিন ধরা হয়

কে, কখন, কোথায় থাকছে তার তথ্য জোগাড় করার পরে দিনরাত নজর রেখেছিল পুলিশ। একাধিক দলে ভাগ হয়ে পুলিশের তরফে নাবালক গ্যাংয়ের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। তবে সকলকে একসঙ্গে ধরতে গেলেই পালাচ্ছিল তারা। ফলে তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ধরা পুলিশের কাছে একরকম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যেই এক নাবালিকাকে পুজোর আগে ধরতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ।

অন্যদিকে, নবমীর দিনে একটি মলে চুরি করার সময় এক নাবালককে ধরে স্থানীয়রা আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। সম্প্রতি মন্দির সহ বিভিন্ন ভবন ও শপিং মলের এসি মেশিনের তামার তার সহ নানা কিছু চুরির অভিযোগ বাড়ছিল শহরে। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় চুরি করতে গিয়ে নাবালক গ্যাংয়ের সদস্যদের কয়েকজন ধরাও পড়ে তা সত্ত্বেও তাদের দৌরাত্ম্য কিছুতেই কমছিল না। এদিনের ঘটনার পর ওই গ্যাংয়ের মোট তিনজন ধরা পড়ার ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে। এদিকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে কিছু কিছু উদ্ধার করা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

তবে আদালতের নির্দেশে হোমে রাখার ব্যবস্থা করলে এবং কাউন্সেলিং করালে ওই সব নাবালক-নাবালিকাদের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা কমবে এমন ভাবনা থেকেই তাদের হোমে রাখা হয়। প্রশাসনের আশা থাকে, এরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারবে। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, হোমের মেয়াদ ফুরোতেই ফের চুরি করার দিকেই হেলছে নাবালক গ্যাং।

চাঁদের আলোয় মাঝেরডাবরি চা বাগানে পাতা তোলা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

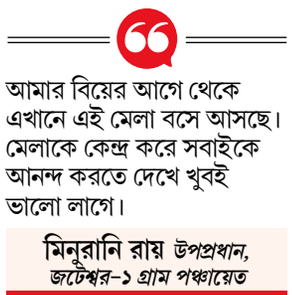

লক্ষ্মীপুজোর মেলায় মাতল উত্তর ধূলাগাঁও

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোর জন্য প্রতি বছর অপেক্ষা থাকেই। তবে তার পরের দিনটির জন্য জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধূলাগাঁওয়ের বাসিন্দারা আরও বেশি করে অপেক্ষা করে থাকেন। এই অপেক্ষার বিশেষত্ব বলতে, পাঁচ-দশটি নয়, একটি লক্ষ্মী প্রতিমাকে কেন্দ্র করে পুজোপ্রাঙ্গণে মেলা বসে। সেই মেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই, দূরদূরান্তের অনেকেও উপস্থিত হন।

৪২ বছর আগের কথা। সেই সময় উত্তর ধূলাগাঁও এলাকায় কোনও দুর্গাপুজো বা কোনও বড় পুজো হত না। সেই অভাব পূরণ করতে বাসিন্দাদের তিন কিলোমিটার দূরে ধূলাগাঁও বাজারে অথবা অন্য কোথাও যেতে হত।

> আমার বিয়ের আগে থেকে এখানে এই মেলা বসে আসছে। মেলাকে কেন্দ্র করে সবাইকে আনন্দ করতে দেখে খুবই ভালো লাগে।
>
> **মিনুরানি রায়** *উপপ্রধান, জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত*

অভাবটা দিনকে দিন প্রকট হচ্ছিল। বাসিন্দারা তাই কমিটি গড়ে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করেন। সেই পুজো করার পর পুজোপ্রাঙ্গণে একদিনের জন্য মেলা বসানো শুরু হয়। তারপর থেকে এই ধারা চলছে। প্রতিবারের মতো এবারও মঙ্গলবার এখানে মেলা বসল। গৃহস্থালির সামগ্রীর দোকান আর ছোটদের খেলনার দোকানে বেশ বিক্রিবাটা হল। ফাস্ট ফুড, জিলিপির দোকানে ভিড় উপচে পড়ল। বেলা ৪টা থেকে শুরু হওয়া মেলা রাত ১০টায় যখন ভাঙল তখন অনেকেরই বেশ মন খারাপ। তাঁরা আরও কিছুটা সময় সেখানে কাটাতে চাইছিলেন যে!

জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিনুরানি রায়ের স্মৃতিচারণা, 'আমার বিয়ের আগে থেকে এখানে এই মেলা বসে আসছে। মেলাকে কেন্দ্র করে সবাইকে আনন্দ করতে দেখে খুবই ভালো লাগে।' উত্তর ধূলাগাঁও লক্ষ্মীপুজো কমিটির সভাপতি গোবিন্দ দাস বললেন, '৪২ বছর থেকে মেলাটি পরিচালনা করে আসছি। আগামীদিনগুলিতেও এই মেলা পরিচালনা করতে চাই।'

জেলাজুড়ে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৭ অক্টোবর : সোমবার নাগরাকাটায় পরিদর্শনে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষকে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার আবার কুমারগ্রামের বিধায়কের ওপর বিত্তিবাড়িতে আক্রমণ করা হয় বলেও পদ্ম শিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে বিজেপি। এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের বাটা মোড় থেকে চৌপথি পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরেও একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিল শেষে সোনাপুর চৌপথি প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য অবরোধ করা হয়। ফলে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার মহাসড়কে প্রচুর গাড়ি আটকে যায়।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মেজবিলেও পথ অবরোধ করা হয়। সেখানে প্রায় ৪৫ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা সহ অন্য পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। অবরোধের জেরে নিত্যযাত্রীরা বিপাকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। পুলিশের আশ্বাসে বিজেপির নেতারা অবরোধ তুলে নেন। বিকেলের দিকে বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।

ফালাকাটাতে পথ অবরোধ করে বিজেপি। বিজেপির টাউন মণ্ডলের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা। কামাখ্যাগুড়ি চৌপথিতে বিজেপির শতাধিক নেতা-কর্মী মিলে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। ভাটিবাড়ি বাজারে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভা হয়। বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বিজেপির বিধায়কদের হেনস্তা করেছে।

হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলার সীমান্ত শহর জয়গাঁয় এদিন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির সদস্যরা। জয়গাঁর গোপীমোহন ময়দান সংলগ্ন রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

সোনাপুরে পথ অবরোধে আটকে গিয়েছে গাড়ি। ছবি : অভিজিৎ ঘোষ

খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক। মঙ্গলবার।

অনাথ শেলটার

প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ জেলা আলিপুরদুয়ার। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে যে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে, গত শনি ও রবিবারের ঘটনাতেই স্পষ্ট। জল নেমে গেলেও বিভিন্ন ব্লকের থেকে সেই বিপর্যয়ের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। এর আগে ১৯৯৩ ও ২০১৭ সালেও প্রকৃতির রোষে পড়েছেন এই জেলার বাসিন্দারা। ঘরে জল ঢুকলে সাধারণ মানুষ আশ্রয় খোঁজে সরকারি ত্রাণশিবির বা ফ্লাড শেলটারে। জেলায় এমন ৮টি ত্রাণশিবির রয়েছে। তার মধ্যে ৩টিই কালজানি ও নোনাই ঘেরা আলিপুরদুয়ার শহরে। কেমন দশা সেই ফ্লাড শেলটারগুলির? আদৌ কি সেগুলি ব্যবহারযোগ্য? খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আলিপুরদুয়ার শহর

এলাকার নাম : শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বগুড়িবাড়িতে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকার সরকারি প্রাথমিক স্কুলে এই ৩টি শেলটার রয়েছে।

স্থাপিত : আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছর আগে সেগুলি তৈরি করা হয়েছে।

পরিকাঠামো : প্রতিটি ফ্লাড শেলটার দোতলা। ২-৩টি করে বড় বড় ঘর আছে। দোতলায় শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানিয়েছেন, শৌচালয়ে জলের কোনও সমস্যা নেই। রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগও।

বর্তমান অবস্থা : কয়েক মাস আগে অবধিও শোচনীয় অবস্থায় ছিল ফ্লাড শেলটারগুলি। দেওয়ালে ফাটল, টিনের ছাউনিতে ফুটো ছিল, সীমানা প্রাচীরও ছিল না। তবে মাসখানেক আগে থেকে মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

শেষ ব্যবহার : গত ২০১৭ সালে শেষবার ব্যবহার করা হয়েছিল।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক

এলাকার নাম : পলাশবাড়ি

স্থাপিত : ১৯৮২ সাল

পরিকাঠামো : উপরতলায় দুটি ঘর আছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ পরিষেবাও নেই।

বর্তমান অবস্থা : এখন এই ফ্লাড শেলটারের বেহাল দশা। ঘরগুলি ভাঙাচোরা। দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা জন্মেছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। সীমানা প্রাচীর নেই। ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ নেই। শৌচাগারে জল নেই। রোজ রাতে মদ, নেশা ও তাস খেলার আসর বসে। আবর্জনায় ভয়ে গিয়েছে।

শেষ ব্যবহার : ২০১৭ সালের বন্যায় এই ফ্লাড শেলটারে প্রায় দেড়শো পরিবার রাত কাটিয়েছিল।

কুমারগ্রাম ব্লক

এলাকা : পাকড়িগুড়ি এবং বারবিশা

স্থাপিত : দুটোই বাম আমলে, ১৯৯০ সালে

পরিকাঠামো : দুটোই দোতলা ভবন। দোতলায় বড় ২টি ঘর আছে। পানীয় জল ও শৌচালয় নেই।

বর্তমান অবস্থা : ভল্কা-বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকড়িগুড়ি ফ্লাড শেলটারটির এখন ভগ্নদশা। দেওয়ালে শ্যাওলা। ছাদে আগাছা। ফাটল ধরেছে। সীমানা প্রাচীর নেই। ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। আর বারবিশার ফ্লাড শেলটারটি তো দীর্ঘ বছর ধরে বারবিশা পুলিশ আউটপোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শেষ ব্যবহার : পাকড়িগুড়ি ফ্লাড শেলটারটি বাম আমলের পর আর ব্যবহার করা হয়নি। অসম-বাংলা সীমানায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে বা অন্য কোনও কারণবশত সমস্যা হলে কেন্দ্রীয় আধাসেনা কিংবা রাজ্য পুলিশ অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করত।

কালচিনি ব্লক

এলাকা : পূর্ব সাতালি গ্রাম

স্থাপিত : ১৯৯৫ সালে

পরিকাঠামো : দোতলা ভবন। ভবনের নীচতলায় কোনও দেওয়াল নেই। দোতলার চারদিকে দেওয়াল রয়েছে। তবে লম্বা আকৃতির ঘরের মাঝে কোনও দেওয়াল নেই। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। ফ্লাড শেলটার সংলগ্ন এলাকায় একটি নলকূপ রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা : ১৯৯৩ সালে বন্যার পর তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে ভবনটি নির্মাণ করা হয়। সম্পূর্ণ ভবনটি এখন জরাজীর্ণ। দোতলার দেওয়ালের বাইরের দিকে আগাছা ও শ্যাওলা জন্মেছে। দরজা, জানলা ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালের অনেকটা অংশে ফাটল ধরেছে। সীমানা প্রাচীর নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

শেষ ব্যবহার : ভবনটি তৈরির পর কোনওদিন ব্যবহার করাও হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণও হয়নি।

ফালাকাটা ব্লক

এলাকা : ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ

স্থাপিত : ২০০৭ সালে

পরিকাঠামো : দোতলা ভবনটির উপরতলায় হলঘর আছে। শৌচাগার ও পানীয় জল নেই।

বর্তমান অবস্থা : জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে তৈরি করা হয় এই ভবন। একতলা ভাঙাচোরা। দোতলাটি ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয় কম্পিউটার ক্লাস হিসেবে ব্যবহার করছে।

শেষ ব্যবহার : এই শেলটার তৈরির পর বন্যায় দুর্গতদের কাজে লাগেনি। ভাঙাচোরা ঘরকে রং করে কম্পিউটার ক্লাস চলছে।

রায়ডাক নদীর কাটাবাড়িতে উঁচু পাড়বাঁধের দাবি দীর্ঘদিনের।

কুমারগ্রামে ভাঙন রুখতে পাড়বাঁধ দাবি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৭ অক্টোবর : কুমারগ্রাম ব্লকের একাধিক জায়গায় জমা জল নেমে যেতেই সোমবার সকালে নতুন করে রায়ডাক ও সংকোশ নদীর পাড়ের ভাঙন শুরু হয়েছে। বানভাসির পাশাপাশি নদীভাঙন ঠেকাতে ব্লকের ধনতলি টাপু দক্ষিণপাড়া, কাটাবাড়ি এবং বিত্তিবাড়ির বাসিন্দারা দ্রুত উঁচু পাড়বাঁধ নির্মাণের দাবিতে সরব হয়েছেন। এ ব্যাপারে সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট তিন জায়গায় পাড়বাঁধ নির্মাণের জন্য মাপজোখ এমনকি ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) গত বছরই জেলার মাধ্যমে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদনও মিলেছে। ফান্ড এলেই কাজ শুরু হবে।

ধনতলি টাপুর বাসিন্দা রবীন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'গ্রামে জল ঢোকা ঠেকাতে দক্ষিণপাড়ায় কম করেও ১ হাজার ৫০০ মিটার উঁচু পাড়বাঁধ জরুরি। গত বছর সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মীরা এসে মাপজোখ করে ৭৫০ মিটার বাঁধ তৈরির কথা বলেছিলেন। তখন জরুরিভিত্তিতে ৫০ মিটার উঁচু পাড়বাঁধের কাজও হয়েছে। ব্যাস ওই পর্যন্তই। তারপর বছর ঘুরে গেলেও আর কিছুই হয়নি। বাঁধের অভাবেই এবার আমাদের বানভাসি হতে হয়েছে।' একই অভিযোগ জীতেন্দ্র বর্মন, গুরুদাস মণ্ডল, হেমন্তী কুজুর, রত্নেশ্বর বর্মন, বুদ্ধেশ্বর বর্মনের মুখেও।

চ্যাংমারির বাসিন্দা সীতাংশু দাসের দাবি, কাটাবাড়িতে রায়ডাক নদীর ভাঙনে ইতিমধ্যেই তাঁদের ১২ বিঘা কৃষিজমি তলিয়ে গিয়েছে। বিগত তিন বছরে সেচ দপ্তর থেকে একাধিকবার মাপজোখের পরও বাঁধের কাজ শুরু হয়নি। মাঝে বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ এবং তারজালি ও বোল্ডার দিয়ে স্পারবাঁধ তৈরি করে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এসবে লাভ হয়নি কিছুই। স্পারবাঁধ, বাঁশের খাঁচা সবকিছুই জলের তোড়ে ভেঙে ভেসে গিয়েছে। এই ভাঙা অংশ দিয়েই গ্রামে জল ঢুকছে।

বিনেশ সূত্রধরের দাবি, তাঁর তিন বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল নেমে যাওয়ার পর বাড়ির উঠোনে পলি জমে আছে। একইভাবে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত কাটাবাড়ির সোম্বারি সুতার, সায়মালা সুতার, ভবেশ্বরী সুতার, তপনে সুতার, সুমতি সুতার, যোগিন সুতার, পূর্ণিমা বর্মন প্রমুখ। বিত্তিবাড়ির গোলাপি সরকার জানালেন, সংকোশ নদীর জল ঢুকে গ্রামের ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়েছে। গ্রামের পূর্বদিকে গত বছর ৫৫০ মিটার বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। আরও ৭৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলে বন্যা এবং ভাঙন থেকে রেহাই মিলবে। তাঁর সংযোজন, 'নেতাদের মুখে শুনতে পাচ্ছি এই কাজের জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়নি। যেজন্য আমাদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।'

কাজে গতি নেই

- ধনতলি টাপুতে গত বছর সেচ দপ্তর মাপজোখ করে ৭৫০ মিটার বাঁধ তৈরির কথা বলেছিল
- সেখানে ৫০ মিটার উঁচু বাঁধের কাজও হয়েছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই
- বিত্তিবাড়িতে আরও ৭৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন বলে দাবি স্থানীয়দের
- কাটাবাড়িতে গত তিন বছরে সেচ দপ্তর থেকে একাধিকবার মাপজোখের পরও বাঁধের কাজ শুরু হয়নি
- সেচ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ফান্ড এলেই কাজ শুরু হবে

গ্রাম ছাড়ার নিদান

সোনাপুর, ৭ অক্টোবর : এর আগে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকায় সালিশি সভায় চাপ দিয়ে ঘর ছাড়ার নিদান দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আবার প্রায় একই ঘটনা ঘটল। এবারের ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি। এবার অবশ্য সালিশি সভা বসেনি। এলাকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ একজোট হয়ে চড়াও হয়েছেন এক মহিলার বাড়িতে। তাঁর বিরুদ্ধে 'অভিযোগ' উঠেছে পরকীয়ার। সেই 'অভিযোগে' তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

গ্রামের সেইবধূর পরকীয়ার ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ছবিকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন গ্রামের মহিলারা। বধূকে বাড়ি ছাড়ার নিদান দেন গ্রামের বাসিন্দারা। অবশেষে মঙ্গলবার স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ছাড়েন ওই বধূ। এদিন দিনভর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোরগোল ছড়ায়। যদিও এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। বিষয়টি নিয়ে কিছু বলছেন না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও।

যে বধূর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে, সেই মহিলার পাঁচকোলগুড়ি গ্রামেই স্বামী ও পুত্র নিয়ে সংসার রয়েছে। এক সপ্তাহ আগে প্রেমিকের সঙ্গে ওই মহিলার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের অনেকের কাছেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এই ছবি আসে। এরপরই গ্রামে ক্ষোভ জমতে থাকে। এদিন গ্রামের মহিলারা একত্র হয়ে ওই বধূর বাড়ি গিয়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়তে বলেন। এরপরই ওই বধূ এবং তাঁর স্বামী বাড়ি ছাড়েন। এই নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর কাছে একটা লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছেন স্থানীয়রা।

এই বিষয়টি নিয়ে জানার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা রিনা দাস অধিকারীকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে গ্রামের কেউ কিছু বলতেও নারাজ। এদিন ওই গ্রামের এক মহিলা কেবল বলেন, 'ওই মহিলার আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা দেখে গ্রামের বাচ্চাদের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। সে জন্যেই ওই মহিলাকে গ্রাম ছাড়তে বলা হয়েছে।' ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বধূর বাড়ির লোকেরাও কিছু বলতে নারাজ।

তৃতীয় দিনে ঘুচল দুই টাপুর বন্দিদশা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৭ অক্টোবর : প্রায় ৩ দিন পর যোগাযোগ স্বাভাবিক হল জয়দেবপুর ও ধনতলি টাপুর। তবে স্থানীয়রা বলছেন, পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়েছে তা বলা যাবে না। মঙ্গলবার থেকে এলাকায় খেয়া পারাপার চালু হয়েছে। তাতেই স্থানীয়দের বন্দিদশা কেটেছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ধনতলি ও জয়দেবপুর টাপুর বাসিন্দারা। তাহলে আংশিক স্বাভাবিক বলা হচ্ছে কেন? কারণ স্থানীয়রা বলছেন, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে টিয়ামারিঘাট থেকে নৌকা চলাচল এখনও শুরু হয়নি।

গত শনিবার রাত থেকে অতিবৃষ্টিতে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে রায়ডাক নদী ফুলেফেঁপে উঠেছিল। তার ফলে গত রবিবার কুমারগ্রাম ব্লকের ধনতলি ও জয়দেবপুর টাপুতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ধনতলি ও জয়দেবপুর টাপু। ঘটনার জেরে টানা ২ দিন জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে এই এলাকার হাজার দুয়েক বাসিন্দাকে। তবে রবিবার দুপুর থেকে আর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। সোমবার রায়ডাক নদীর জল অনেকটাই কমে যায়। তার পরেও কিন্তু ওই দুই টাপুর সঙ্গে জেলার বাকি অংশের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়নি। কারণ, নৌকা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই নৌকা সারাই করা হয়। তারপর নদী পারাপার শুরু হয়েছে।

কিছুটা নিস্তার

- মঙ্গলবার থেকে এলাকায় খেয়া পারাপার চালু হয়েছে
- যদিও গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে টিয়ামারিঘাট থেকে নৌকা চলাচল এখনও শুরু হয়নি
- টানা ২ দিন জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে এই এলাকার হাজার দুয়েক বাসিন্দাকে

এই দুই টাপুর বাসিন্দাদের মূল ভূখণ্ডে আসার জন্য কোনও সেতু বা সাঁকো নেই। ভরসা নৌকা। রায়ডাকে জল বাড়তে পারাপার করা যায় না। নৌকার ক্ষতি হলেও পারাপার করা যায় না। ধনতলির বাসিন্দা দীনবন্ধু দাস জানিয়েছেন, রায়ডাকের জলে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ির আঘাতে জয়দেবপুর খেয়াঘাটের ২টি নৌকার ক্ষতি হয়েছিল। যে কারণে জল কমে গেলেও সোমবার নৌকা চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। তাতে ভোগান্তি অনেক বেড়েছে স্থানীয়দের। গ্রামের কয়েকজন অসুস্থ থাকায় কিছু ওষুধের প্রয়োজন ছিল। গোবিন্দ মহাপাত্র গাড়ির টিউবে চেপে রায়ডাক নদী পেরিয়ে সেই ওষুধ নিয়ে এসেছে এলাকার আশাকর্মীদের কাছ থেকে। জল কমে যাওয়ার পরও নৌকা চলাচল বন্ধ থাকায় নানা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। সমস্যা হচ্ছিল। মঙ্গলবার নৌকা চলাচল শুরু হওয়ায় অনেকটাই স্বস্তি মিলেছে।

মঙ্গলবার ৪-৫ দফা রায়ডাক পারাপার করে নৌকা। সেই সুযোগে গ্রামবাসীরা কুমারগ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যান। লংকা, পটল, ঝিঙে, বেগুন, আলু সহ নানা শাকসবজি বাজারজাত করতে পেরে অমিত দাস, রতন দাস, রতন ভৌমিকদের মতো ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দূর হয়েছে। ধনতলি ও জয়দেবপুর টাপুর গোয়ালা জগনারায়ণ বরা ও বিশ্বজিৎ দাস গত দু'দিন ধরে দুধ বিক্রি করতে পারছিলেন না। মঙ্গলবার নৌকায় চাপিয়ে কুমারগ্রামে দুধ পৌঁছে দিতে পেরে তাঁদের মুখে হাসি ফুটেছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সূর্য ডোবার পালা।। *কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।*

২ কিমি ভাঙা রাস্তায় ভোগান্তি জটেশ্বরে

জটেশ্বর, ৭ অক্টোবর : জটেশ্বর-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের সাহাপাড়া মোড় থেকে মুজনাই নদী পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তা ৫ বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তা সংস্কার না হওয়ার ফলে সাহাপাড়া, মাদ্রাসাপাড়া এলাকার প্রায় ৫ হাজার মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। পুজোর আগেও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ভাঙা রাস্তার ওপর দিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে তাঁদের।

রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ার ফলে ওই জায়গা দিয়ে কোনওভাবেই যাতায়াত করতে পারছেন না এলাকাবাসী। যার জেরে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাজা সাহা বলেন, 'সাহাপাড়া মোড় থেকে মুজনাই নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা বহুদিন আগে বেহাল হয়ে গিয়েছে। আমরা চাই সংস্কার করা হোক।'

জটেশ্বর-ফালাকাটা সড়ক থেকে সাহাপাড়ায় ঢোকার প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি ৫ বছর আগে জেলা পরিষদের তরফে পাকা করা হয়। পাকা করার কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তাটির পিচ উঠে যায়। রাস্তাটি এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সহ স্কুল পড়ুয়ারাও ব্যবহার করেন। রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ার জেরে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। বর্তমানে ওই রাস্তার জায়গায় জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। হালকা বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে যাচ্ছে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।

আরেক বাসিন্দা রূপন রায় বলেন, 'সাহাপাড়া ঢোকার মাত্র একটিই রাস্তা। সেই রাস্তা বহুদিন আগেই বেহাল হয়ে গিয়েছে। এলাকার ব্যবসায়ী, স্কুল পড়ুয়া সকলেই যাতায়াত সমস্যায় পড়ছেন। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখলে ভালো হয়।'

জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অর্ণব ঘোষ বলেন, 'কিছুদিন আগেও আমরা জেলা পরিষদ ও জেলা শাসককে এবিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।' জেলা পরিষদ সদস্যা তনুশ্রী রায় বলেন, 'প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি দেখা হবে।'

মেট্রো বিভ্রাট

ফের বিভ্রাট মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ার মাঝে মঙ্গলবার সকালে থমকে যায় পরিষেবা। এক ঘণ্টার পর স্বাভাবিক হয়। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেও পরিষেবায় সমস্যা হয়েছে।

খুদের নালিশ

ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় মায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কান্দি থানার পুলিশের কাছে নালিশ জানাল ৯ বছরের মেয়ে। শেষপর্যন্ত তার অভিমান ভাঙিয়ে বাড়ি ফেরায় পুলিশ।

নিয়োগ শুরু

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফর্ম ফিলআপ। ১৩৪২১টি শূন্যপদ রয়েছে। আগেই জারি হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কলকাতার কাশীপুর থানার হাতে গ্রেপ্তার ১৪ বিজেপি কর্মী। গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ দেখাল দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি।

বিদায়... *মঙ্গলবার কলকাতায় লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনের ছবিটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল।*

এনআইএ তদন্তের দাবি

৩৫৬'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই, বলছে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটার পর কুমারগ্রাম। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতর জখম হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তা করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওয়ের ওপর হামলা হল একই ধাঁচে। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা আরও একদফা সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'ভোটের আগে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে তৃণমূল।'

সোমবার নাগরাকাটার ঘটনার পর এদিন উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ও ত্রাণবণ্টন নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসে বিজেপি। সেই বৈঠক চলাকালীনই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর ফোন আসে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। নাগরাকাটায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হওয়া সাংসদ খগেন মুর্মুর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজনাথ। ইতিমধ্যেই কুমারগ্রামের দলীয় বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের ওপর হামলার খবর এসে পৌঁছোয় কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শমীক বলেন, 'বারবার এই ঘটনা চলতে পারে না। কেউ যদি মনে করে থাকেন কোনও সাংসদকে আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে বিজেপিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাবে, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন।' হামলার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অপরাধীদের কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা গতকাল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা যদি পাতালেও থাকে, কেন্দ্রের সরকার তাদের পাতাল থেকে টেনে এনে শাস্তি দেবে।'

সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর হতে দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ভেস্তে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির জন্য কমিশনের কাছে দরবার করেছিল বিজেপি। এবার ত্রাণবণ্টনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ৩৫৬ ধারা জারি করা দরকার বলেই মনে করছে বিজেপি।

> আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল।
>
> **রাহুল সিনহা**

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা দলের সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলার ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই।'

সাংসদ হামলার অভিযোগ পেয়ে এদিনই রাজ্যের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার। ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, রাজ্যের কাছে তা জানতে চেয়েছে জাতীয় এসসি-এসটি কমিশন। সোমবার রাতে নাগরাকাটার ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতে দলের কর্মীদের ক্ষোভ মেটেনি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের থেকে ক্ষোভের অভিমুখ ঘুরে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-র দিকে। বিজেপির সমাজমাধ্যমের একাধিক গ্রুপে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। দলের নীচুতলার কর্মীরা সরাসরি শীর্ষনেতৃত্বের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা কি শুধু ঘটনার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হবেন, রাজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কবে দেখব?' দলের একাংশের মতে, নীচুতলার এই ক্ষোভে মলম দিতেই এনআইএ তদন্ত বা রাষ্ট্রপতি শাসনের তোপ দেগে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে চাইছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় রামপুরহাটে বিজেপির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সব জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জাতীয় কমিশনের ৫ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে জ্ঞানেশ ছাড়াও আছেন কমিশনের অন্যতম ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচন আধিকারিকদের এই বৈঠক থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের শেষে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন।

সব ঠিকঠাক থাকলে দেওয়ালির পরই বাংলা সহ বাকি রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের ৩০ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা যায়নি। তবে খবর, অধিকাংশ জেলাই এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত। সেটা খতিয়ে দেখতে এসেছেন জ্ঞানেশ ভারতী।

এসআইআর-এর প্রস্তুতির শুরুতেই ম্যাপিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জেলায় এই দুই তালিকা মিলিয়ে ম্যাপিংয়ের কাজ চূড়ান্ত করা চলছে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও অন্যান্য নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়েই নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইবে কমিশন। এই বৈঠকের পর রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর-এর কাজ দেখতে যাওয়ার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে এখানেই কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে এই বৈঠকে দুই বিধানসভার ইআরও, এইআরওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ। থাকবেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক এবং সিইও। দ্বিতীয় বৈঠকটি হবে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরে। পরের দিন কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : শিক্ষাকর্মী নিয়োগে গতি আনতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ শুরু হবে পুজোর ছুটির পরই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অনলাইনে এই আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

মাসিক ভাতা থেকে শিক্ষাকর্মীরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাই তাঁদের শীঘ্র সুরাহার জন্য ব্যবস্থা নিতে চাইছে এসএসসি। যদিও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগের বিষয়ে আদালত কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও নির্ধারণ করে দেয়নি। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডলের ক্ষোভ, শিক্ষকদের জন্য সরকার এত তৎপরতা দেখাচ্ছে, এদিকে শিক্ষাকর্মীদের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, পুজোর ছুটি শেষে ৭ অক্টোবর অফিস খুললে শিক্ষাকর্মীদের সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলিতে পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেখানে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার বিস্তারিত সময়সূচিও উল্লেখ করা হবে। সম্প্রতি এসএসসি মারফত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নোটিফিকেশন ও 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই আশ্বাসের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন চাকরিহারারা। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে তাঁদের। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তা তখন স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়াও শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সমস্ত জট কাটিয়ে নির্বিঘ্নে পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়া এবারও সম্ভব হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা।

স্নেহের ছোঁয়া... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।*

শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ বঙ্গে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাস্তাঘাটে যতই বিজ্ঞাপন পড়ুক 'গোপনে মদ ছাড়ান', সুরারসিকদের তাতে থোড়াই কেয়ার। জীবনের দুঃখ বা আনন্দ মদের গ্লাসে ডোবানোতেই তাঁদের যত সুখ। আর যদি তাতে ব্যাঘাত ঘটে, তখন বলে বসেন, 'একটু মদ খাব না আমরা, খাবনা আমরা একটু মদ।'

সারা বছর এর প্রভাব অর্থনীতিতে বিশেষ দেখা না গেলেও পুজোয় ঠিক জানান দেয়। তার ফলাফল শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ রাজ্যের। পুজোর চারদিনে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে রাজ্য। আর তাতেই ভাঁড়ার ভরেছে রাজ্য আবগারি দপ্তরের। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ মদ

মদ বিক্রি দেড়শো কোটির

বিক্রি হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর। মদ বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। এখানে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবারই রেকর্ড অঙ্কের মদ বিক্রি হয়। এবছর দশমী ও গান্ধি জয়ন্তী একই দিনে থাকায় ড্রাই ডে পালিত হয়েছে। মদের দোকান বন্ধ ছিল। ফলে ষষ্ঠী থেকে নবমীর হিসেব অনুযায়ী এবারে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর বেশ কয়েক বছর ধরে মদ বিক্রিতে টেক্কা দিচ্ছে অন্য জেলাগুলিকে। পুজোতেও তা ছাপিয়ে গিয়েছে। ওই জেলার আবগারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি মদকে টেক্কা দিয়েছে দেশীয় মদ। আইএমএফএল বা এদেশে তৈরি বিলিতি মদ বিক্রি হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫১০ লিটার, এফএল বা বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬ লিটার, বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০৫ লিটার।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি, শংকরপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলি থাকায় সারা বছরই পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রির পরিমাণ বেশি থাকে। পুজোয় অনেকেই শহরের ভিড় এড়িয়ে সমুদ্র সৈকতে যান। ফলে রেকর্ড গড়েছে ওই জেলা। তবে এখনও উৎসবের মরশুম বাকি রয়েছে। ফলে সমস্ত জেলা মিলিয়ে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে আবগারি দপ্তর। গত বছর মদ থেকে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে এক লাফে ২০ শতাংশ মদের ব্যবসা বেড়েছিল।

ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত হন সাংসদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও। তিনিও রেহাই পাননি। আহত বিজেপি সাংসদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। সংবিধানের ৩৩৮এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে উত্তর না এলে কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

উপাচার্য নিয়ে এখনও সংশয় বঙ্গে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে দাঁড়ি টানল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি বুক বাঁধছে নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে, তার পাশাপাশি উপাচার্য মহলে চলছে জোর চর্চা। তাদের একাংশের মত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই খবরের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন যে সমস্যাগুলি দানা বেঁধেছে, তা আদৌ কতটা সমাধান হবে, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত মিললেও স্থায়ী উপাচার্যদের চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্পূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় উপাচার্য নিয়োগে এখনও সম্পূর্ণ জট কাটেনি বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে শিক্ষামহলের একাংশ। প্রায় দু'বছর স্থায়ী উপাচার্যহীন কাটিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে এবার স্থায়ী উপাচার্য পদে দায়িত্ব সামলানো কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের? তাঁর উত্তর, '৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থেকেছি। ফলে ক্যাম্পাস আমার দ্বিতীয় বাড়ি। স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় একাধিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ফলে যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনব। নিজস্বতাকে বজায় রেখে প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিচার করে ক্যাম্পাসকে সর্বসেরা করে তোলার অঙ্গীকার নিচ্ছি।' তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দেব বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশিকাই হাতে আসেনি, তাই উপাচার্য বদলের খবর নিয়ে হইচই করার এখনও কোনও মানে হয় না। গত ১৯ অগাস্ট উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ হওয়ার পরের দিনই আমার কাছে আশুতোষ ঘোষের নামে চিঠি আসে। এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্টারভিউয়ের পর নতুন উপাচার্য নিয়োগের দীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকে। তাহলে একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে আমার কাছে ২০ অগাস্ট আশুতোষের উদ্দেশে চিঠি এল কেন? রাজ্যপালকে তখনই অভিযোগ জানিয়েছিলাম।'

এছাড়াও বিশ্ববাংলা, সাধু রামচাঁদ, গৌড়বঙ্গ, কাজী নজরুল ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সবুজ সংকেত মিলেছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছে, তা নতুন উপাচার্যরা সমাধান করতে পারবে বলে ইতিমধ্যেই আশা দেখছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই লোকাল কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইসি মিটিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উপাচার্যকে সেদিকে নজর রাখার দাবি জানাব। এছাড়াও ছাত্র, কর্তৃপক্ষ ও সরকার পক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সমস্যা নিয়ে আমরা সেখানে কথা বলতে পারি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষের দাবি, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাদাগিরি যেন কড়া হাতে দমন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন, জেরক্স মেশিন নিয়মিতভাবে চালু করার পাশাপাশি ছাত্রদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হোক।'

দাম্পত্যকলহে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদে সন্তানকে অনেক সময় শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করেন বাবা-মা। এবার সন্তানের মানসিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রথম কোনও মামলায় সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তার হেপাজতের বিষয় নিয়ে গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অনেক সময় বাবা-মায়ের দাম্পত্য লড়াইয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদের সময় সন্তানের হেপাজত, তার নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়।

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২০২১ সালে মামলা করেছিলেন রাতুল রায়। পরে এই মামলায় আরও একটি সংগঠনও যুক্ত হয়। সেই মামলাতেই আদালত সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, 'চাইল্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' নামক নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। হাইকোর্টের

রেজিস্ট্রার জেনারেল রাজ্যের জেলা আদালতগুলিতে ও বিচারকদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠাবেন। হাইকোর্টের ওয়েবসাইটেও এই নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে।

আবেদনকারীদের দাবি ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি নির্দেশিকা অবলম্বন করে গাইডলাইন তৈরি করা হোক। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব হাইকোর্টের রুল মেকিং কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে ওই কমিটি খসড়া নির্দেশিকা পেশ করে। এই নির্দেশিকা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাতে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, মামলা চলাকালীন সন্তানদের দেখভালের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা, মামলার নিষ্পত্তির পর অভিভাবকদের ভূমিকা, সন্তান ও মা-বাবার মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, দীর্ঘ দূরত্ব ও স্বল্প দূরত্বে থাকা অভিভাবকদের ভূমিকা, আদালত নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা সহ আরও নানা বিষয়। রুল মেকিং কমিটির পর্যবেক্ষণ, 'বাবা-মায়ের লড়াইয়ে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরা। একজন শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বাবা-মা ও পরিবারের ভালোবাসা। দাম্পত্য কলহ থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে ও বেড়ে উঠতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা জরুরি।'

পরিবার, কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে পুরুষ নির্যাতন

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ঘটনা এক: সদ্য একবছর হল বিয়ে করেছেন। অথচ পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকতেন স্ত্রী। নিজের বাড়িতেই একপ্রকার তৃতীয় পক্ষ হয়ে উঠেছেন স্বামী। ঘটনা দুই: বীরভূমের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অসীম চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত)। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন অসীমের স্ত্রী। অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ। এরকম প্রচুর কাহিনী শুনিয়ে গেলেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। পুরুষদের অধিকার নিয়ে বহু বছর কাজ করছেন তিনি।

তাঁর মতে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পুরুষরা এই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। কখনও পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রবধূর দ্বারা, কখনও কর্মক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও আইনি গেরোয় আটকে পড়ছেন তাঁরা। ফলে শেষমেশ পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা।

অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, ৬৩৩ জন পুরুষ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান শুভাশিস দেব বলেন, 'আমাদের কাছে আসা অভিযোগগুলির মধ্যে বিয়ের পরে পুরুষদের হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা বেশি। কখনও স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক হেনস্তা করছে।'

নন্দিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'গত বছর আমাদের সংস্থার কাছে এই রাজ্য থেকে ১০৭২ জন পুরুষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এবছর মাত্র ৯ মাসেই সংখ্যাটা ৭০০-র কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৩০-৪৫ বছরের পুরুষরা অভিযোগ করছেন।'

পুরুষাধিকার নিয়ে হৃদয়া নামক সংস্থার কর্মী কৌশিক ভৌমিক বলেন, 'নারী বা শিশুদের জন্য কমিশন থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নেই। আমাদের বিচারব্যবস্থার এই ত্রুটি তো রয়েছেই। আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে অনেকে মুখ খোলেন না।' দম্পতির অশান্তির প্রভাব শুধুমাত্র তাঁদের পরিবৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি নাড়া দেয় শিশু মনকেও।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'শিশুমনে তৎক্ষণাৎ এর প্রভাব না পড়লেও পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিষয়টি পরিস্ফূট হয়। তখন ওই ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হলেও আদতে তাঁর দোষ থাকে না।' ৭০-৮০ বছর আগেও পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সোনার পাথরবাটি ছিল। সময় বদলের সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলেছে। মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মহিলারা স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাংসরিক চাহিদার বাইরেও বাহ্যিক লোভ-লালসা তৈরি হচ্ছে। সীমারেখা লঘু হচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩২

সফরের প্রতিযোগিতা

মৃত্যু, ক্ষতির খবর ক্রমশ আড়ালে। শিরোনামে ঝাঁকে ঝাঁকে নেতা, মন্ত্রীদের সফর। যাঁদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বিপর্যয়ের ২৪ ঘণ্টা পর। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা যেন। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ। পাশাপাশি বেলাগাম খিস্তিখেউড়। উত্তরবঙ্গ যেন দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। সেই পর্যটকরা প্রায় সবাই ভিভিআইপি। যাঁদের নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের ব্যস্ততায় পিছনে পড়ে গিয়েছে বিপর্যয় পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য।

প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে ধস ও সমতলের নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্লাবনের পর ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। বীভৎস ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোনও কোনও জায়গা এখনও হয় বিচ্ছিন্ন, নাহয় দুর্গম হয়ে আছে। জল নেমে যাওয়ায় ত্রাণশিবির প্রায় ফাঁকা। কিন্তু বাড়িঘর অনেক জায়গায় থাকার অনুপযুক্ত। কাদা, পলিতে ওই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে নিজেদের মতো মরিয়া প্রয়াস করে চলেছে সাধারণ মানুষ।

ধ্বংসের এই চিহ্ন এখন আরেক ধরনের পর্যটনের জন্ম দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। উৎসাহী, কৌতূহলী মানুষ, জীবিকার তাগিদে ভ্লগার, ইউটিউবার কিংবা সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা তো আছেনই। বিশেষ করে তৃণমূল নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকায় যাওয়ার জন্য। যত না স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন বা ত্রাণ দিচ্ছেন তাঁরা, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি তৈরি করছেন রিল বা ভিডিও। যা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জন্ম হচ্ছে বিনোদনের আরেক ধরনের। সাধারণ মানুষের দুর্গতি হয়ে উঠছে সেই বিনোদনের উপকরণ। অনেকটা যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি'র দশা। দুর্যোগের পরের সন্ধ্যায় সরকার মেতে থাকল কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে। বিরোধীরা তার সমালোচনা করল। কিন্তু কেউ উত্তরবঙ্গমুখী হল না। কিন্তু যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরসূচি ঘোষণা হল, অমনি বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্ব যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মমতার আগে উত্তরবঙ্গে উড়ে এলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে তিনি দলীয় সতীর্থদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন। তাঁর কাজ শেষ। পরদিন এলেন তাঁর দলের শুভেন্দু অধিকারী। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মালদা থেকে এসে আবার তৃণমূলের হাতে মার খেলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তার শিকার হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই হামলা নিয়ে কথার যুদ্ধ চলল শাসক ও বিরোধী শিবিরের। এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করে তাতে জড়িয়ে পড়লেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নৌকা ভ্রমণে দেখা গেল নেতা, মন্ত্রীদের। কোথাও লাইফজ্যাকেট পরে শমীকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, কোথাও রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। ছবি উঠল, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল। বিপর্যয়ের চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠল এইসব সফরনামা।

উত্তরবঙ্গের কতটা লাভ হল? মানুষের ভোগান্তি কতটা দূর হল? ক্ষতির পুনরুদ্ধার আদৌ হল কি? ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি হলে, তার মোকাবিলা করার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা হল কি? শাসক-বিরোধীর কোন্দল, কেন্দ্র-রাজ্যের তর্জায় সেসব প্রসঙ্গ আড়ালেই চলে গেল। মৃতদের পরিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫ লক্ষ টাকার চেক ও চাকরির আশ্বাস পেল। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানি ঠেকানোর কর্মসূচি অজানাই থাকল।

শুধু প্রতিশ্রুতি মিলল। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্য পাশে আছে। কেন্দ্র সবরকম সহায়তা করবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। যা প্রায় সব দুর্যোগের পর দেখে এসেছে উত্তরবঙ্গ। বিপর্যস্ত হওয়ার পর এই দুর্যোগ-পর্যটনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তা দিয়ে পুনর্নির্মাণ, পুনরুদ্ধার ও দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকাঠামো উন্নয়ন হতে পারে কিছুটা। কিন্তু ভোটের তাগিদের কাছে সফরের প্রতিযোগিতাটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

আলোচিত

কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল

জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ডজন ডজন গাড়ি। বুলগেরিয়ার এলেনাইটের এমনই এক ভয়াবহ বন্যার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। জলের বেগ এতটাই যে, গাড়িগুলি খেলনার মতো ভেসে চলেছে। কৃষ্ণসাগর উপকূলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ

১৮৬২

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাজকুমার।

সোজা-সাপটা

বাবার দুই চেহারা আবিষ্কারের লোভে উঁকি

পি সি সরকার

রিহার্সাল রুমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রতুলচন্দ্রের সচেতনতা ছিল দেখবার মতো। তিনি মনে করতেন, মঞ্চে পারফেকশন আনার জন্য রিহার্সালের কোনও বিকল্প নেই। আমাকে যেমন অনেকে প্রশ্ন করেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে কী করতে হবে, তেমনই ওঁকেও এই প্রশ্ন অনেকবারই শুনতে হয়েছে।

তিনি বলতেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা। অর্থাৎ সাধারণ ম্যাজিশিয়ানকেও তার ম্যাজিক দেখানোর জন্য একভাগ বিজ্ঞানের আর বাকিভাগ অভিনয়ের বা উপস্থাপনার সাহায্য নিয়ে করতে হয়। এই ব্যাপারটা ছোট-বড় মাঝারি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এর সঠিকভাবে ব্যবহার এবং প্রয়োগই তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানকে যে যত বেশি শিল্পসম্মতভাবে, শৈল্পিক রাংতা দিয়ে মুড়ে পরিবেশন করতে পারে, তার তত সুনাম। সে তত জনপ্রিয়। তার জাদু তত ভুবনমোহিনী। এবং এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করার জন্য দরকার প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস দেবে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস দেবে সাবলীলতা। আত্মবিশ্বাস আনে দর্শকের মুগ্ধতা, সেই মুগ্ধতার ওপরই তৈরি হয় জাদুময় পরিবেশ। তাছাড়া বড় মাপের ম্যাজিক মানেই তো একটা টিম গেম।

এই মানসিকতা থেকেই বাবার রিহার্সাল রুমের দরজা সবার জন্য খোলা ছিল না। বা আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত ওই বন্ধ দরজার ভেতরে। চুপচাপ এক কোণে বসে থাকারও অনুমতি মিলত না।

ওখানে ছেলেমানুষির স্থান নেই। সব কিছুই যেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের মতোই কড়া, কঠিন, গম্ভীর। প্রবেশ নিষেধ। শুধু কি ওই মানসিকতা? মোটেই না। আসলে বাবা ভয় পেতেন স্টেজের ঝলমলে জগৎ আমাদের মাথা বিগড়ে না দেয়। মঞ্চমায়ার জগতের রাস্তা নাকি ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

একবার ঢুকলে শুধু সেদিকে এগুতেই হবে। পিছন ফিরে আসা যায় না। লেখাপড়ার হবে জলাঞ্জলি। সেজন্য ওখানে ঢোকা তো দূরের কথা, উঁকি মারাও নিষেধ। কিন্তু আমি দেখতাম ওই বিহার্সাল। দেড়তলার ছোট ঘরের জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সবকিছু দেখতাম। পেট কেটে জোড়া লাগাবার খেলায় নিরীহ সহকারীর কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা জেনেছিলাম। ফাঁসিকাঠ থেকে কী করে অদৃশ্য হতে হয় তাও জেনেছিলাম। আরও জেনেছিলাম কোন

ম্যাজিকে কোন জায়গাটা বেশি করে নজর রাখতে হয় এবং ঢাকতে হয়।

তখন কেমন করে অভিনয় করতে হয়, কখন হাসাটা জরুরি, কখন নয়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তখন ম্যাজিক করা তো কল্পনাও করা যায় না। আমি যে একক কোনও অনুষ্ঠান করেছি, তাও নয়। কিন্তু মনে মনে আমি সবকিছুই করতাম। বিভিন্ন সহকারী হিসেবে হ্যাঁ। সেই দেখাটা রিহার্সাল দেখা বা ম্যাজিক দেখার লোভে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল আমার বাবার দুই চেহারা কেমনভাবে এক হয়ে যায় সেটা আবিষ্কার করতে।

বাড়ির বাবাই যে আমার স্টেজের বাবা সেটা তখন সবে বুঝতে শুরু করেছি। বাড়ির বাবাকেও ভালোবাসতে শুরু করেছি। তিনি আড়ালে কী করেন সেটা দেখতে গিয়েই আমার জাদুশিক্ষার শুরু। কাছাকাছি হতে না পেরে নিজেকে তাঁর পাশাপাশি রয়েছি বলে কল্পনা করতাম।

মাঝে মাঝে আমি যতীনবাবু হতাম, একেকবার হতাম মাধববাবু, কখনও-বা বীরেনবাবু, নন্দীবাবু বা পলান। শুধু তা-ই নয়, দুঃসাহসীর মতো নিজেকে বাবা ভেবে মাঝে মাঝে কল্পনাও করতাম যে ম্যাজিক দেখাচ্ছি। প্রচুর দর্শক ছিল আমার, মঞ্চ তো ছিল বিরাট।

সেই মঞ্চে পর্দা, আলো এবং বাজনা সবই ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনীই আমার হাউসফুল যেত। কত হাততালি, মজা হত সেই প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউই সেটা জানতেন না। পুরো জগৎটাই তো আমার মনের ভেতরে। ভয় পেতাম, কারণ আমি যে মনে মনে ম্যাজিক দেখাই সেটা জানতে পারলে বাবা প্রচণ্ড বকাবকি করবেন।

বিকেল হলেই বাবা গাড়ি নিয়ে বড়বাজার, অথবা চাঁদনি চক, নয়তো সরস্বতী প্রেস, তিমির প্রেস, কোথাও-না-কোথাও চলে যেতেন। ম্যাজিকের যন্ত্র তৈরি করতে, তাঁর কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্র তৈরিতে প্রয়োজনমাফিক কব্জা বা অন্য কিছু সংগ্রহ করা বা আলোচনা করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। বাবা বেরিয়ে গেলেই আমার রাজত্ব শুরু হত।

পা টিপে টিপে বাবার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকতাম। বাড়ির অন্য একটা তালার চাবি দিয়েও যে এ ঘরের তালা খোলা যায় তা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা চাপিয়ে লক করে দিতাম। বাইরে থেকে বোঝা যেত না যে ভেতরে কেউ আছে। ভেতরে যে কী তুলকালাম কাণ্ড চলছে তা কি কেউ জানে?

আমি ঘরে ঢুকতেই হাততালির ঝড় বয়ে যেত। ঢুকে বলতাম, 'আশা করি আমি বেশি দেরি করিনি, রাস্তা পরিষ্কার ছিল না তাই আসতে দেরি হল।'

আমার কাল্পনিক জগতের ম্যাজিক শুরু হত। মাঝেমধ্যে যখন দৃশ্যান্তর হত তখন দর্শকরা কেউ থাকতেন না। মনে মনে ভাবতাম, গুপ্তধনের খোঁজে জাদুগুহায় ঢুকেছি। চারদিকে সব মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। ওগুলো চোখ দিয়ে দেখতাম কিন্তু স্পর্শ করতাম না। ছুঁলেই বাবা বুঝে যাবেন কেউ ঘরে ঢুকে তাঁর জিনিসে হাত দিয়েছে। এভাবে পড়তাম বাবার লেখা বিভিন্ন 'নোট', প্ল্যানিং-এর অনেক কিছু।

কী কী উনি করতে চাইছেন এবং কোনটা সবার আগে করতে হবে। জাদুশিক্ষার্থী হিসেবে সে সব ছিল আমার আসল লেখাপড়ার জিনিস। তাছাড়া বাবার লাইব্রেরির বিভিন্ন ম্যাজিকের বই তো বটেই, টারবেল-এর কোর্স অফ ম্যাজিক পড়ে আত্মস্থ করলাম। কিন্তু মন ভরল না। ওতে শুধু কৌশল শেখানো আছে। উপস্থাপনার কথা শেখানো বিশেষ নেই।

এই সব কৌশল যে কেউই পয়সা খরচ করে ম্যাজিক বেচার দোকান থেকে কিনতে পারে। কিন্তু উপস্থাপনা, প্রদর্শন ভঙ্গি- সেটাই তো আসল। সেটা তো বই পড়ে শেখা যায় না। নইলে এই বই তো হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার উঁচু জাদুকর তো সৃষ্টি হয়নি। একই খেলা দেখিয়েও মানুষের মন জয় করতে পারে না। পড়লাম স্কার্নের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কার্ড ট্রিক্স, বাইসের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সিল্ক ম্যাজিক ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের মন জয় করতে পারে না।

১৯৫৮ সালের কথা। ক্লাস এইটে পড়ি। নিউ এম্পায়ারে ম্যাজিক দেখাবেন বলে বাবা তৈরি হচ্ছেন। সব ঠিকঠাক। মনে আছে অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে নন্দীবাবু, পলান এবং আরও দু'-চারজন সহকারী বাবাকে এসে চাপ দিলেন মাইনে বাড়াবার জন্য। একটু-আধটু বাড়ানো নয়, ওঁদের দাবি একেবারে দ্বিগুণ।

ওঁদের বক্তব্য, মাইনে যদি বাড়ানো না হয়, ওঁরা এখনই দল ছেড়ে দেবেন। বাবাকে জীবনে কোনওদিন হারতে দেখিনি। সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তোমাদের ছাড়াও চলবে। সেদিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়ে চাপ দিলে পি সি সরকার নিশ্চয়ই মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবেন। কী চমৎকার চক্রান্ত!

কিন্তু ওঁদের চমকে দিয়ে পি সি সরকার ওঁদের বাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভেবো না, তোমাদের ছাড়া আমার ম্যাজিক আটকাবে। একটু কষ্ট হবে প্রথম কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার শো তোমরা নষ্ট করতে পারবে না।'

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সে কথা অন্য আরেক দিন।

ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা।

জনমন জনমত

কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গবাসী বিশেষত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি।

এই পরিস্থিতিতে আমন ধান সহ শীতকালীন অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আগামীদিনে তাঁরা কী খাবেন সেটাই এখন তাঁদের দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শস্যবিমা যোজনার মাধ্যমে বা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক।

অন্যদিকে, বন্যার গ্রাসে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত যেসব শিক্ষার্থীর বইখাতা সহ পড়াশোনার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে

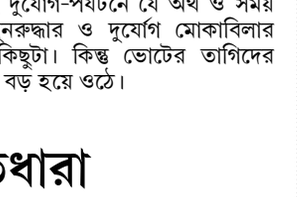

তাদেরও সরকারের সাহায্য ভীষণ দরকার, যাতে তারা অন্তত নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও 'ঘুমন্ত' জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্ভোগের দেশে মানবতার আলো

বৃষ্টি যখন নামল, তখন কে জানত তার গায়ে এমন ভয়ানক শোকের গন্ধ লেগে আছে? উত্তরবঙ্গের আকাশটা তখনও শান্ত, কেবল দূরের মেঘে নীলচে ছায়া। কেউ জানত না, সেই মেঘের বুকের ভেতর জমে থাকা জল এক রাতে ছিঁড়ে ফেলবে পাহাড়, নদী, মানুষের বুকের বাঁধ।

ডুয়ার্স থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার- সব যেন জলমগ্ন শোকগাঁথা। তোর্ষা, জল্পেশ, ঘিস, মাল, জলঢাকা- সব নদী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি গিলে নিচ্ছে, পথ নেই, সেতু ভেসে গিয়েছে, মাঠের ধান নষ্ট হয়েছে।

বৃদ্ধরা ছেঁড়া কম্বল মুড়ে বসে আছেন ত্রাণশিবিরে, চোখে একরাশ অবিশ্বাস। শিশুদের মুখে দুধ নেই, নারীরা পা ভিজিয়ে সারারাত কাটাচ্ছেন। নাগরাকাটা, বিন্নাগুড়ি, মেটেলি, বানারহাট - সব জায়গা থেকেই ভেসে আসছে একটাই শব্দ 'বাঁচাও'। এমন করুণ ছবিও এই মাটি আগে দেখেছে। কিন্তু এবার যেন আরও গভীর, আরও তীক্ষ্ণ।

তবু এর মাঝেও মানুষ জেগে রয়েছেন। হাঁটুজলে নেমে তরুণরা চাল-ডাল নিয়ে যাচ্ছেন অজানা গ্রামে। মেয়েরা রান্না করছেন ত্রাণের খিচুড়ি। কেউ ভাঙা স্কুলঘরে আশ্রয় দিয়েছেন আশিজন মানুষকে। কেউ নিজের একবেলা খাবার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যের মুখে তুলে দিতে।

এই যে মানবতার আলোকবিন্দুগুলো- এগুলোই তো উত্তরবঙ্গের প্রকৃত চেহারা।

এই বন্যা শুধু ঘর ভাসিয়ে নেয়নি, সে কেটে দিয়েছে অহংকারের বাঁধও। কে শহরের, কে গ্রামের, কে গরিব, কে ধনী- এইসব প্রশ্ন জলে মিশে গিয়েছে। এখন সবাই শুধু মানুষ। আর মানুষ মানেই একজোট হওয়া, হাত বাড়িয়ে দেওয়া, দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। যাঁদের ঘর ভেঙেছে তাঁদের ঘর আবার গড়ে তুলতে হবে, শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে- এই দায় আমাদের সবার। শুধু আমরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে না ভুলে যাই।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

৫৭ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ল

৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে আজ থেকে ঠিক ৫৭ বছর আগের একটি ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে গেল।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। ফলে অনেক লোকের প্রাণহানি হওয়ার পাশাপাশি গবাদি পশু ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। সেই সময়টাও ছিল লক্ষ্মীপুজোর আগে। এবারও সেই একই দিন এবং একই তারিখ। সেই সময় জলপাইগুড়ি শহরকে তিস্তার হড়পায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখনকার মানুষের আজও মনে রয়েছে তিস্তার সেই ভয়াল তাণ্ডবের কথা। আমি তখন অবশ্যই ছোট ছিলাম, বাবার কাছে শুনেছিলাম সেই কথা। আমাদের কামাখ্যাগুড়ির পূর্ব পাশের রায়ডাক নদীর জলে বারবিশা, চকচকা, তেলিপাড়া সহ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে গিয়েছিল, যা কি না পুরোনো মানুষজন ভোলেননি। সেই সময়ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল। এবারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে অনেক মানুষকে হারালাম। প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, সকলেই আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

দীপক বিশ্বাস
কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার

জলঢাকা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি জেলার চারেরবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। নদীর জল ঘরবাড়ি, খেত সব তছনছ করে দেয়।

বর্তমানে সেই অঞ্চলে কিছু কিছু ত্রাণের কাজ শুরু হলেও তা খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা খুবই গুরুতর আকার নিয়েছে। জলের জন্য হাহাকার করছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা নলকূপ বসানোর আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যত দ্রুত সম্ভব নলকূপ বসানো হলে উপকার হয়।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬০

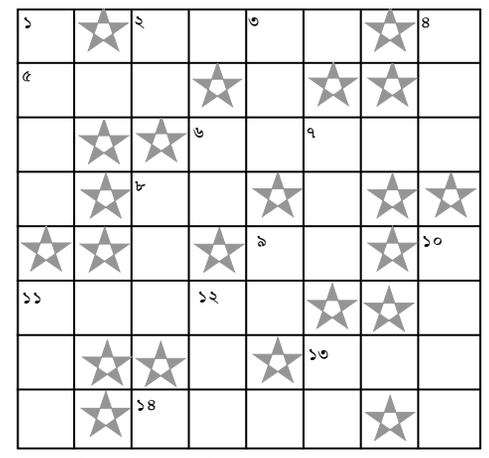

পাশাপাশি : ২। অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। বাণভট্ট এঁর সভাকবি ছিলেন, থানেশ্বরের রাজা ৮। রাক্ষস অথবা পাখি, ফুলও হতে পারে ৯। মোটা সুতো ১১। এবড়োখেবড়ো ১৩। ১২টির মধ্যে একটি রাশির নাম ১৪। কাগজে ছাপা কোনও স্থানের নকশা।

উপর-নীচ : ১। শরৎচন্দ্রের গল্পে শ্রীনাথের পেশা ২। কোকিলের ডাক ৩। আহ্লাদিত ৪। কোনও প্রাণীর চামড়া ৬। ন্যায্য বা যথাযথ ৭। কড়িকাঠের চেয়ে পাতলা কাঠ যার ওপর ছন্দ তৈরি হয় ৮। কাচের পাত্র ৯। যে গাছের ফল গানে থাকে ১০। লাল রংয়ের পদ্মফুল ১১। যে মেয়ে উপযুক্ত হলেও এখনও বিয়ে হয়নি ১২। তিরস্কার করা ১৩। শত্রু নয়।

সমাধান ■ ৪২৫৯

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। বেতস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নকল ৭। রায়ত ৯। ঝাড়াইবাছাই ১২। লাঞ্ছিত ১৩। রত্নাকর।

উপর-নীচ : ১। দশানন ২। চাগাড় ৩। বেকার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আল ৭। রাই ৮। তৎপর ৯। ঝামেলা ১০। ইজ্জত ১১। ছাপর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার প্রতিবেশী কেজরি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শিশমহল অবশেষে নতুন ঠিকানা পেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৯৫ নম্বর লোধি এস্টেটের একটি টাইপ-৭ বাংলোয় থাকবেন আপ সুপ্রিমো। কেজরির জন্য নতুন বাংলো বরাদ্দের বিষয়টি সোমবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়। নতুন ঠিকানায় উঠে এলে আপ সুপ্রিমোর প্রতিবেশী হবেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি থাকেন ৯৭ নম্বর বাংলোয়। সামান্য দূরে ৮১ নম্বর বাংলোয় থাকেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। টাইপ-৭ বাংলোয় চারটি বেডরুম, বড় লন, একটি গ্যারাজ, কর্মচারীদের জন্য তিনটি কোয়ার্টার, অফিসের জন্য জায়গাও থাকে। কেজরির প্রায় ৫ হাজার বর্গফুটের বাংলোয় দু'টি সাইড লন এবং অফিসও রয়েছে। সোমবার নতুন বাংলো দেখতেও গিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

হত নেপালের দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভীম বাহাদুর জোরার। আদতে নেপালের লালপুরের বাসিন্দা ভীম বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লি, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু ও গুজরাটের একাধিক জায়গায় খুন ও ডাকাতির বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। গত বছর মে-তে যোগেশচন্দ্র পাল নামে জংপুরা এলাকার এক চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় ভীম বাহাদুরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তের হদিস পেতে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আস্থাকুঞ্জ পার্ক এলাকায় তাকে ঘিরে ফেলে দিল্লি ও গুরুগ্রাম পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুলিশকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে ভীম বাহাদুর। জবাব দেয় পুলিশও। সংঘর্ষে প্রাণ যায় দুষ্কৃতীর।

বন্ধুকে শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ৭৩-এ পা রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বন্ধুকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হবে দিল্লিতে। সেই উপলক্ষ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে দুই শীর্ষনেতা ইউক্রেন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে যায় ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দিনভর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হালকা বাতাস বইবে। বুধবার আংশিক মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে প্রায় স্বাভাবিক সীমায়।

নিষিদ্ধ সিরাপ

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর : দু'বছরের নীচে শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না বলে সোমবার জানিয়ে দিল কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই নির্দেশ জারি করেছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির ওষুধ খেয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর। সব হাসপাতাল, ফার্মাসি ও ওষুধ বিক্রেতাকে সতর্ক করা হয়েছে যেন এসব সিরাপ বিক্রি না করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও জানান, কর্ণাটকে ওই নিষ্মানের সিরাপ সরবরাহ হয়নি। তবে সব নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে।

ফের হামলা

করাচি, ৭ অক্টোবর : বিদ্রোহী থেকে সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানের সরকারবিরোধী সশস্ত্র সংগঠনগুলির সফট টার্গেটে পরিণত হয়েছে জাফর এক্সপ্রেস। সম্প্রতি বালুচিস্তানে একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে ট্রেনটি। যাত্রী সহ গোটা জাফর এক্সপ্রেস অপহরণের ঘটনাও ঘটেছিল। মঙ্গলবার সেই ট্রেনে হামলা হয়েছে সিন্ধু প্রদেশে। এদিন শিকারপুর জেলার সুলতান কোটের কাছে সোমারওয়ায় পেশোয়ারগামী ট্রেনের লাইনে বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনটি ওই জায়গায় আসতেই ঘটে বিস্ফোরণ। ট্রেনের ৬টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ৭ জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পাক সেনা এবং পুলিশ।

বিজেপির ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

চিরাগ-পিকে জোট জল্পনা

আসনরফায় জট এনডিএ, মহাগঠবন্ধনেও

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনীতিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এক নতুন 'টুইস্ট' যুক্ত হল। এনডিএ-র শরিক চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ইঙ্গিত দিয়েছে— ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) 'জন সুরাজ'-এর সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! রাজনৈতিক মহল মনে করছে, চিরাগের এই অবস্থান ক্ষমতাসীন বিজেপি-জেডিইউ জোটের ওপর চাপ বাড়াতে এবং আসন সমঝোতায় নিজের দাবি আদায়ের এক সুস্পষ্ট কৌশল।

সূত্রের খবর, ২৪৩টি আসনের মধ্যে চিরাগ পাসোয়ান তাঁর দলের লোকসভা নির্বাচনের ১০০ শতাংশ স্ট্রাইক রেটকে ভিত্তি করে ৪০টি আসন দাবি করছেন। এদিকে বিজেপি এবং জেডিইউ উভয় শিবিরই সমসংখ্যক আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে বিজেপি-জেডিইউ। বাকি ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি এলজেপি (রামবিলাস), ৭টি হাম এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি আসন ছাড়া হতে পারে। এদিন চিরাগের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও

আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি

চিরাগ পাসোয়ান

বিনোদ তাওড়ে। এই পরিস্থিতিতে চিরাগ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন ঠিকই। তবে জোটসঙ্গীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি'—অর্থাৎ জোট ছেড়ে আসার বিকল্প সবসময়ই তাঁর হাতে খোলা। এলজেপি শিবির এই জল্পনা তৈরি করে বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে, তারা কেবল 'ফালতু' আসন নিতে রাজি নয়, তাদের 'গুণগত মানের' আসন চাই।

যদিও প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ' একাই লড়ার ঘোষণা করেছে, তবুও তাঁর একটি শক্তিশালী সামাজিক ভোটব্যাংক রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জন সুরাজের সঙ্গে হাত মেলালে চিরাগের দল বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে এবং এনডিএ থেকে বেরিয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বজায় থাকবে।

চিরাগ এই মুহূর্তে নিজেকে 'আব কি বার, যুবা বিহারি' স্লোগানের মাধ্যমে নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তবে শুধু এনডিএ-তেই নয়, আসন জট রয়েছে বিরোধী মহাগঠবন্ধনেও। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনকে ১৯টি আসন ছাড়তে চাইছে আরজেডি। ২০২০ সালেও তাদের একই সংখ্যক আসন ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেবার তারা ১২টি আসন জিতেছিল। এদিকে সংগীতশিল্পী মৈথিলি ঠাকুরকে বিজেপি আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিহারে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান ঘিরে মৈথিলি বলেন, 'আমি বিহারের সেবা করতে চাই।' মধুবনি এবং আলিগঞ্জ আসনের মধ্যে একটিতে মৈথিলিকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

মমতার বৈষম্যের অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্যদিকে কেন্দ্রের বক্তব্য, আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। এবার সেই অভিযোগের জবাব দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। না হলে উত্তরবঙ্গ বারবার বন্যার কবলে পড়বে। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও অর্থ দেয়নি, এমনকি গঙ্গা পরিশোধনের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বাংলার সঙ্গে বৈষম্য ছাড়া কিছু নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরেই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক এক্স পোস্টে জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর'।

মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভুটান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে নদীভাঙন, পলি জমা, বন্যা ও ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে। দু'দেশের যৌথ কাজ করছে জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস, জয়েন্ট টেকনিক্যাল টিম ও জয়েন্ট এক্সপার্টস টিম। এই সংস্থাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

সম্প্রতি ভুটানের পারো শহরে অনুষ্ঠিত ১১ তম জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস বৈঠকে আটটি নতুন নদীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, হাসিমারা ঝোরা, যোগীখোলা, রোকিয়া, ধবলঝোরা, গাবুর বসরা, গাবুর জোতি, পানা ও রায়ডাক। কেন্দ্রের দাবি, এই নদীগুলিতে ক্ষয় ও পলি জমার সমস্যা নিয়ে যৌথভাবে সমীক্ষা চালানো হবে।

বস্তার দশেরা উৎসবে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে।

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লি হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও কেন এখনও ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ কার্যকর হয়নি। সোমবার আদালত জানায়, দিল্লি সরকার এই বিষয়ে কোনও নীতিগত পদক্ষেপ করেনি, তাই মামলাটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বয়স ও যোগ্যতার শিথিলতার সুবিধা ট্রান্সজেন্ডারদের দিতে হবে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আদালত মনে করিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের 'নালসা রায়' (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এ ট্রান্সজেন্ডারদের সমাজ ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করে চাকরিতে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরও সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

বেঞ্চ বলেছে, 'সম-অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত ছিল সংরক্ষণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া।' আদালত আরও জানিয়েছে, 'যদি বয়স ও নম্বর শিথিলতার সুবিধা দেওয়া হয়, তবে আবেদন জমার সময়সীমা এক মাস বাড়াতে হবে।'

হত্যার নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রায়বরেলিতে হরিওম বাল্মীকিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের দেশে একটি সংবিধান আছে, যেখানে মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। একটি আইন আছে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা, তাঁদের অধিকার এবং অভিব্যক্তিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। রায়বরেলিতে যা হয়েছে সেটা এদেশের সংবিধানের প্রতি অপরাধ, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরাধ এবং এই দেশ ও সমাজের ওপর লেগে থাকা একটি কলঙ্ক।' খাড়গে ও রাহুলের সাফ কথা, 'দেশের দলিত, সংখ্যালঘু এবং গরিবদের ওপর অপরাধের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাঁরা বঞ্চিত, বহুজন, যাঁদের পর্যাপ্ত ভাগীদারি বা প্রতিনিধিত্ব নেই তাঁদের ওপরই হিংসা সবাধিক হচ্ছে।' ২০১৪ সালের পর থেকে গণপিটুনিতে মৃত্যু, বুলডোজার অন্যায় এবং ভিড়তন্ত্রের মতো ঘটনা বর্তমান সময়ের ভয়াবহ পরিচিতিতে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

গাভাই কাণ্ডের জেরে জলঘোলা বিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের উদ্দেশে আইনজীবী রাকেশ কিশোরের জুতো ছোড়ার চেষ্টার ঘটনা আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভোটমুখী বিহারের রাজনীতিতেও। এক সাক্ষাৎকারে কিশোর মঙ্গলবার বলেন, 'আমি গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তখন প্রধান বিচারপতি সেটিকে বিদ্রূপ করে বলেন, যাও, মূর্তির কাছে প্রার্থনা করো, ওর নিজের মাথা ওকেই ফিরিয়ে দিতে বলো। এই কথাতেই আমি অপমানিত ও আহত হই।' রাকেশ কিশোরের অভিযোগ, বিচারব্যবস্থা সনাতন ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। অভিযুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য, 'প্রধান বিচারপতি এমন এক সাংবিধানিক পদে বসে আছেন, যেখানে তাঁর 'মাই লর্ড' শব্দের মর্যাদা বোঝা উচিত। আপনি মরিশাসে গিয়ে বলেছেন, দেশ বুলডোজার দিয়ে চলবে না। তাহলে আমি প্রশ্ন করি, যোগীজির বুলডোজার অভিযান, যা সরকারি জমি দখলমুক্ত করছে, তা কি ভুল? আমি আহত এবং এই আঘাত আমার মধ্যে থেকেই যাবে।'

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, তাঁর ওপর আক্রমণ বা অবমাননাকর মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল দলিত ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আঘাত হিসেবেই দেখছে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধান বিচারপতির সঙ্গে যা ঘটেছে তার তুলনা করতে গেলে তা গান্ধি হত্যার সঙ্গে করতে হয়। যে আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে অপমান করেছেন, তিনি আরএসএসপন্থী। এদেশে যেভাবে দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিহার নির্বাচনে পড়তে পারে। সেটা আঁচ করেই প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি আসরে নেমেছেন। বিজেপিও প্রধান বিচারপতির সমর্থনে কথা বলছে।'

'মুসলিম মহিলার প্রসব করাব না'

জৌনপুর, ৭ অক্টোবর : আসন্নপ্রসবা এক মহিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিতর্কে জড়াল উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা হাসপাতাল। জৌনপুরের বাসিন্দা শামা পরভিনের অভিযোগ, হপ্তাখানেক আগে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোলেও কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁর ধর্মের কারণে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নাকি বলেন, 'আমি কোনও মুসলিম মহিলার প্রসব করাতে পারব না।'

অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপার (সিএমএস) মহেন্দ্র গুপ্ত জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অভিযোগ সত্য নয়।' ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দুই সাংবাদিক—মায়াঙ্ক শ্রীবাস্তব এবং মোহাম্মদ উসমানের বিরুদ্ধে 'জোর করে প্রসবকক্ষে ঢুকে ভিডিও তোলার' অভিযোগ করা হয়েছে।

বিতর্ক যোগীরাজ্যে

ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সপা বিধায়ক রাগিণী সোনকরের বক্তব্য, 'প্রসবযন্ত্রণায় কাতর মহিলার মিথ্যে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার সত্যিটা ঢাকতে চাইছে।' কংগ্রেস নেতা বিকাশ উপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করেছেন।

রেলযাত্রীদের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রেলযাত্রীদের সফরের সুবিধার্থে নতুন পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। এবার থেকে যাত্রীরা কোনওরকম ফি ছাড়াই অনলাইনে নিজেদের কনফার্মড টিকিট পরিবর্তন করতে পারবেন। জানুয়ারি থেকে এই পরিবর্তন চালু হবে। বর্তমানে টিকিট বাতিল করে নতুন টিকিট কাটতে গেলে ক্যান্সেলেশন চার্জ দিতে হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, এই ব্যবস্থা যাত্রীস্বার্থের পরিপন্থী। তবে নতুন ব্যবস্থায় টিকিট বুক করলেও সেটা কনফার্মড হবে কি না, তার গ্যারান্টি থাকবে না। পাশাপাশি যদি নতুন টিকিটের দাম বেশি পড়ে, তাহলে অতিরিক্ত পয়সা গুনতে হবে যাত্রীকে।

'ভাইচারা'র শহরে রক্তের দাগ

কটক ৭ অক্টোবর : সহস্রাব্দের ঐতিহ্য ভাঙল গুজবে। কাঠগড়ায় নতুন বিজেপি সরকার।

যে কটক শহর যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিমের 'ভাইচারা' আর নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতির জন্য পরিচিত ছিল, গত সপ্তাহে সেখানেই লাগল রক্তক্ষরণের দাগ। বিসর্জন উপলক্ষ্যে বিবাদ কীভাবে গুজব আর ভিএইচপি-র বাইকর‍্যালির ইন্ধনে ভয়াবহ দাঙ্গায় গড়িয়ে গেল, তা দেখে হতবাক রাজ্যবাসী। প্রশ্ন একটাই, ২৪ বছরের শান্তির পর ওড়িশায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের পরই কি পরিকল্পিতভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে অশান্তি? নবীন পট্টনায়কের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪-এর ১২ জুন মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হয় ওড়িশায়। এরপরেই শুরু হয়েছে নানা সাম্প্রদায়িক সংঘাত, খ্রিস্টানদের ওপর হামলা এবং গো-রক্ষকদের বাড়বাড়ন্তের মতো ঘটনা যা ওড়িশায় আগে দেখা যায়নি।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। দার্ঘা বাজারে বিসর্জনে উচ্চস্বরের গান, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান নিয়ে মুসলিমদের একাংশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘাত, যা দ্রুত পাথর ছোড়ার ঘটনায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হলেও সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ায়, দু'জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

গুজবেরই সুযোগ নেয় ভিএইচপি। রবিবার বিনা অনুমতিতে এক বাইকর‍্যালি বের করে তারা। পুলিশ দার্ঘা বাজারের দিকে মিছিল এগোতে বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উন্মত্ত ভিএইচপি কর্মীরা ভাঙচুর চালায়, দোকানে (বিশেষত মাংসের দোকানে) আগুন দেয় এবং একটি মলে ঢুকে তাণ্ডব করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার কার্ফিউ জারি করে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়েক এবং কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। কটকের মেয়র সুভাষ সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'হিন্দু ও মুসলিম এখানে ভাই-ভাইয়ের মতো বসবাস করছে। বন্ধন নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।' কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই 'ভাইচারা'য় যে ফাটল ধরল, তা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত।

স্বজনদের বোমা মারে পাকিস্তান

রাষ্ট্রসংঘে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে ফের কড়া ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) বিতর্কসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ বলেন, 'পাকিস্তান এমন একটা দেশ, যে নিজের জনগণকেই বোমা মারে এবং পদ্ধতিগত গণহত্যা চালায়।'

পর্বতনেনি হরিশ

নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, 'যে দেশ নিজের জনগণকে বোমা মেরে গণহত্যা চালায়, তারা এখন মিথ্যা প্রচারে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।' হরিশ বলেন, 'প্রতিবছরই পাকিস্তানের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা শুনতে হয় আমাদের — বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে, যে ভূখণ্ডের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম ও অহেতুক। আমাদের নেতৃত্ব নারী সুরক্ষা, শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আজও কলঙ্কহীন।'

হরিশ স্মরণ করান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে নিজের নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল এবং চার লক্ষ মহিলার ওপর সংগঠিত ধর্ষণের মাধ্যমে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্রের ভণ্ডামি বুঝে গিয়েছে।' একইসঙ্গে হরিশ জানিয়ে দেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।'

এসআইআরে হস্তক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিহারে ভোট-উত্তাপের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কারণ, ওই কাজটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হলে তা কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল হবে।

আগামী দিনে বিহারের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম সহ সারা দেশে এসআইআর করা হবে বলে আগেই জানিয়েছে কমিশন। বিরোধীদের পরিকল্পনা কী, তা সবচেয়ে আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলেছে, 'আপনারা কেন চাইছেন যে আমরা সমস্ত কাজকর্ম নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিই? এসআইআর করাটা একেবারেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি তাতে মাথা ঘামাই, তাহলে বিষয়টি নাক গলানোর শামিল হবে।'

শক্তির সুড়ঙ্গ খুলে সম্মানিত তিন বিজ্ঞানী

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ২০২৫

জন ক্লার্ক মিশেল এইচ ডেভোরে জন মার্টিনিস

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর : পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিন বিজ্ঞানীকে। তিনজনেরই বর্তমান কর্মক্ষেত্র আমেরিকা। মঙ্গলবার সম্মানিত বিজ্ঞানীদের নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। তারা জানিয়েছে, ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের জন ক্লার্ক, ফ্রান্সের মিশেল এইচ ডেভোরে এবং আমেরিকার জন এম মার্টিনিসকে।

ঠিক কী কারণে পুরস্কার পেলেন তাঁরা? সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, বিদ্যুতের সার্কিটে কোয়ান্টাম কণাদের রহস্যময় আচরণ, অর্থাৎ 'টানেলিং' ও শক্তির ভাগ হওয়া বা কোয়ান্টাইজেশন প্রমাণ করেছেন এবারের পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম প্রযুক্তির দরজা খুলে দিয়েছে— যেমন কোয়ান্টাম কম্পিউটার, গোপন তথ্যরক্ষা (ক্রিপ্টোগ্রাফি) এবং অদ্ভুতভাবে নিখুঁত সেন্সর তৈরি করা যাবে এতে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁদের আবিষ্কার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।'

সুইডিশ কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ক্লার্ক, মিশেল এবং মার্টিনিস সমানভাবে ভাগ করে নেবেন ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনারের (প্রায় ১১ লক্ষ ডলার) পুরস্কার।

'হিস্যা' চাই

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : জাতীয় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলে 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়ে চলবে বিএনপি। ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি এবং সীমান্তে উত্তেজনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সেই অবস্থান বজায় রাখা হবে। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত দু-দশকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা খালেদা জিয়া-পুত্র। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে তারেকের বক্তব্যের মূলগত তফাত নেই বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তারেক বলেন, 'বিএনপির মূলনীতি একটাই। সবার আগে বাংলাদেশ।' শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার পানির হিস্যা (অংশ) চাই। আমি দেখতে চাইনা না যে, আরেকে ফেলানি (সীমান্তের কাঁটা তারে) ঝুলে আছে।' অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব না।'

পদ যাবে

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে (আইসিটি) অভিযোগ দাখিল হলেই হারাতে হবে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা। আইসিটিতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়লে তিনি আর জাতীয় সংসদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন না। ভবিষ্যতেও এই পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন অভিযুক্ত।

দিনে ঘরনি, রাতে সাপিনি

লখনউ, ৭ অক্টোবর : দিনের বেলা দিব্যি ঘরের কাজ করছেন। কিন্তু রাত হলেই নাকি রূপ বদলে যাচ্ছে তাঁর। তিনি তখন ফণাধর নাগিন। এক ছোবলেই ছবি করে দিতে চাইছেন ঘুমিয়ে থাকা নিজেরই স্বামীকে! বিশ্বাস না হলেও ঘটনাটি নিয়ে এখন বলিউড ছবি 'নাগিনা'র মতো গল্পই যেন সত্যি হয়ে যেতে বসেছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অজ গাঁ লোধসায়।

সমাধান দিবসে যখন বিদ্যুৎ, জল, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি চেনা সমস্যা নিয়ে দরবার করছেন গ্রামবাসীরা, তখন সেখানকার আর এক বাসিন্দা মেরাজ অদ্ভুত সমস্যার সামনে ফেলে দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

মেরাজের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী নাসিমুন নাকি 'নাগিন'! দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধরে থাকলেও রাত হলেই তিনি সাপের রূপ নেন এবং তাঁকে কামড়ানোর চেষ্টা করেন! মেরাজ বলেন, 'আমি মাঝেমাঝে ঠিক সময়ে জেগে উঠি, নাহলে মৃত্যু নিশ্চিত।' তাঁর অভিযোগ, 'ও মাঝেমাঝে হুমকি দেয় যে রাতে আমাকে কামড়ে দেবে। আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলতে চায় বলেই এসব করছে।'

খবরটি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ লিখেছেন, 'নাগমণিকে পেলে কোথায়?' কেউ লিখেছেন, 'তুমি নিজেও বরং সাপ হয়ে যাও। সাপ-সাপিনির সংসার জমে যাবে!' একজন এমন মন্তব্যও করেছেন, '(স্ত্রী) যেন ভয়ো ভাগ্যবান হে! বউ হিসেবে পেয়েছে শ্রীদেবীকে!'

তবে মেরাজের কাণ্ডকারখানা নিয়ে নেটাগরিকরা মশকরা করলেও বিষয়টি হালকাভাবে নেননি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। তিনি মেরাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর মানসিক হয়রানির মামলা দায়ের করে খোঁজখবর শুরু করেছে সীতাপুরের পুলিশ।

ভারতের বাজারে বাংলার দেবী

শুভ্রজিত মিত্র পরিচালিত দেবী চৌধুরানী এবার সারা ভারতের বাজার দখল করতে আসছে। পুজোর মুখে বাংলার এই ছবির বক্স অফিস বেশ ভালো। এখনও রমরমিয়ে চলছে এই ছবি। এর মধ্যেই এডিটেড মোশন পিকচার, মানে এই ছবির প্রোডাকশন হাউস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১০ অক্টোবর থেকে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে দেবী চৌধুরানী। কীভাবে টিকিট কাটা যাবে, সে কথা তারা তাদের পোস্টেই উল্লেখ করেছে।

এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য যাতে এই ছবি বুঝতে পারে, সেই কারণে ছবিটা সেখানকার ভাষায় ডাব করে দেখানো উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে প্রোডাকশন হাউস এখনও মুখ খোলেনি।

প্রসঙ্গত, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া এই সিনেমা দেখে আরও একবার আপনার গায়ে কাঁটা দেবে। আবারও মনে করাবে, নারীশক্তি যদি চায় তাহলে পৃথিবীর যে কোনও অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এবং শ্রাবন্তী ছাড়া বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন কিঞ্জল নন্দ। প্রফুল্লর শ্বশুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। চিরকালের মতো দাপুটে চরিত্রে তিনি অসাধারণ। প্রফুল্লর সতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দর্শনা বণিক, রঙ্গরাজ চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তী এবং নিশি চরিত্রে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা।

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে রাজনীতির মঞ্চে?

তাঁর কণ্ঠের জাদুতে কেঁপে গিয়েছিল ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়ারের মঞ্চ। তিনি লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলি ঠাকুর। এখনও তাঁর গান শুনে লোকে পাগলপারা হয়ে ওঠে। এবার কি তাঁকে অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে?

মৈথিলির জন্মস্থান বিহার। কিন্তু লালুপ্রসাদের সময়ে বিহার ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাঁর পরিবার। সম্প্রতি বিহার ঘুরতে এসেছিলেন মৈথিলি। তাঁর পৈতৃক গ্রামেও গিয়েছিলেন। আর তার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আর বিহার বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

জল্পনা এমনই, বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মৈথিলি। বিজেপির আসনেই লড়বেন। কোথা থেকে? মৈথিলি জল্পনা উসকে দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের গ্রামের প্রতিই তাঁর টান সবচেয়ে বেশি। সম্ভব হলে সেখান থেকেই দাঁড়াবেন।

তাহলে তাঁর রাজনীতিতে আসাটা কি নিশ্চিত? এখনও বলেননি মৈথিলি। 'দেখা যাক, ভগবানে ভরসা আছে। যা হবে, ভালোর জন্যেই হবে,' এমন উত্তরে আপাতত পাশ কাটিয়েছেন মৈথিলি ঠাকুর।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে ফিকি'র একটি আলোচনা সভায় বলিউড অভিনেতা অক্ষয়কুমার। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। - এএফপি

জোর বাজি জিতে নিলেন অনীক দত্ত

রঘু ডাকাত বনাম রক্তবীজ ২ নিয়ে বাজার এখনো বেশ গরম। দেবী চৌধুরানী এইসব বিতর্কে না গিয়ে নিজেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে ফেলতে চাইছে। তবে দেব এবং শিবু-নন্দিতার মুখোমুখি টক্করের মধ্যে এই পুজোয় যেন অনীক দত্তের বাজার অনেকটাই ফিকে। এমনিতেই তিনি খুব একটা কথাবার্তার ধার ধারেন না। মানুষটি বেশ চুপচাপ। তারপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ ভালো জায়গায় নেই অনীক। তাঁর ছবি বড় একটা স্ক্রিন পায় না। সরকারি হল তো পায়ই না।

তাই যত কাণ্ড কলকাতাতেই ছবিটা নিয়ে দর্শক মহলে বিরাট তোলপাড় পড়েনি, বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার আবীর চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রচার করেননি। কারণ

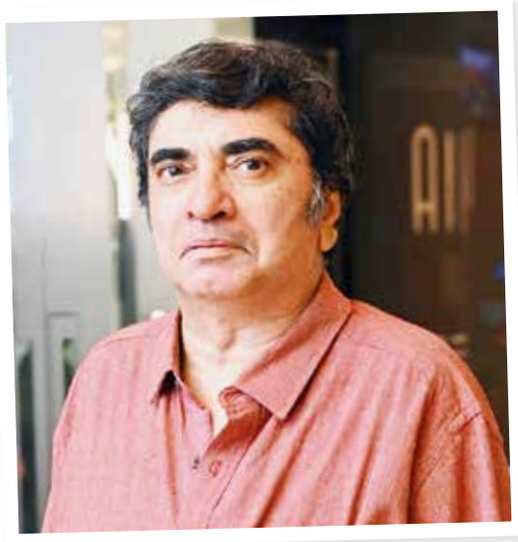

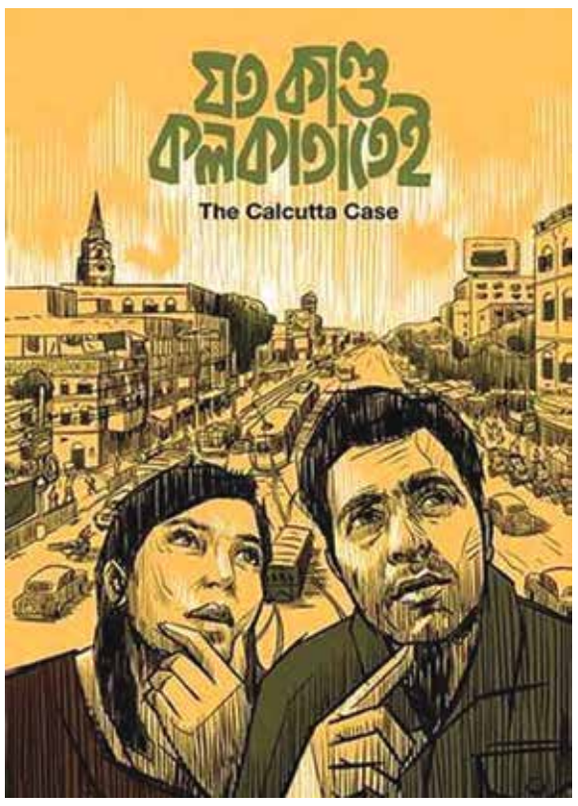

পুজোর ছবির প্রচারের জন্যে তিনি রক্তবীজ টিমের কাছে বাঁধা। তাই নিয়েই অনীক আর আবীরের মধ্যে ভালোই টক্কর লেগেছিল। যদিও আবীরের যুক্তি ছিল যে, অনীকের ছবি আসার কথা ছিল মে মাস নাগাদ। সে সময় প্রচার করতে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই ছবি পিছোতে পিছোতে পুজোয় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে তিনি নিরুপায়।

তবে এতসব সমস্যা সত্ত্বেও পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় একটা খুব দামি তথ্য তুলে ধরলেন। বক্স অফিসের রিপোর্ট উল্লেখ করে সৃজিত দেখিয়েছেন, বিনিয়োগের নিরিখে পয়সা উশুল হওয়ার ক্ষেত্রে পুজোর বাকি তিনটি বড় ছবিকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থানে আছে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ছবি মেগাহিট। অবশ্য বেছেশুনে ছবি দেখেন যাঁরা, সেই সব দর্শকের বিচারেও অনীক দত্তের ছবিই এবার পুজোয় সেরা।

৬০ কোটির প্রতারণার জন্য শিল্পাকে জিজ্ঞাসাবাদ

মুম্বাই পুলিশের ইকোনোমিক অফেন্সেস উইং, এক ব্যবসায়ীকে ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার জন্য অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা এই জেরা চলেছে। জেরায় কি পাওয়া গেল, তা জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা সহ পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে এই দম্পতির জন্য এই উইং লুক আউট নোটিস জারি করেছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দীপক কোঠারি নমে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অন্য ব্যক্তি মারফত শেট্টি দম্পতি ৭৫ কোটি ঋণ নেন, তাঁদের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট কোম্পানির নামে। সুদের হার ১২ শতাংশ। পরে তাঁরা কোঠারীকে বলেন এটা ঋণ নয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে তিনি তাঁর টাকা বিনিয়োগ করেছেন, প্রতি মাসে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কোঠারী অবশ্য সেই টাকাও পাননি। এদিকে শেট্টিদের আইনজীবী কোঠারীর অভিযোগকে অসত্য বলে দাবি করে বলেছেন, তাঁরা 'সত্যি'টা উইংয়ের সামনে পেশ করবেন।

নতুন ইনিংস শুরু গোবিন্দার

৯০-এর দশকে তাঁর ও করিশমার জুটি ঝড় তুলেছিল বি টাউনে। তাঁর কমিক টাইমিং ও ডান্স স্টাইল বিশেষ করে ফেসিয়াল ডান্স মুভমেন্ট মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। সেই গোবিন্দা দীর্ঘকাল পর্দায় বাইরে আছেন। মাঝে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় মশগুল হয়েছিল মিডিয়ায়। এবার তিনি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবার পর্দায় তাঁকে দেখা যাবে। তেমনই নিজের ইন্সটাগ্রাম পেজে তিনি জানিয়ে লিখেছেন, নতুন ইনিংসের জন্য পুরো তৈরি। তবে ঠিক কোন প্রোজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে, সে কথা তিনি বলেননি। তবে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কনসেপ্টের একটি শো, নাম লানে দেন—ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস। আশির দশকে গোবিন্দা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। মূলত নাচের জন্যই তাঁর নাম হয়। পরবর্তীতে কমেডি নির্ভর ছবিতে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছোন। রাজনীতিতেও তিনি পা দিয়েছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের এমপি ছিলেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে শিবসেনায় যোগ দেন।

হলিউড অভিনেতার সঙ্গে অনন্যা পান্ডে

অনন্যা পান্ডে এখন প্যারিস ফ্যাশন উইক ২০২৫-এর গালা বিজনেস অফ প্যাশন ৫০০ ক্লাস-এর জন্য সে দেশে। এখানে চ্যানেল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের ডেবিউ হবে, এই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন অনন্যা। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও নেটে ঘুরছে। তারই একটি ছবি অনন্যা ও দ্য মেটিরিয়ালিস্ট ছবির নায়ক পেড্রো পাসকালের। দুজন একসঙ্গে ছবি তুলেছেন এবং কথা বলেছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। অনন্যা পরেছিলেন কালো ভি নেক টপ, কালো স্কার্ট, পেড্রো পরেছিলেন কালো টি শার্ট ও প্যান্ট। এই শো হচ্ছে সাংগ্রি-লা-হোটেলে। চলতি বছর তিনিই এই শো-তে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় নায়িকা। এর আগে শো-তে অংশ নেন প্রিয়াংকা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, সোনম কাপুর।

একনজরে সেরা

ইন্টারভিউয়ার অক্ষয়

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি নাগপুরের লোক, কমলালেবু কীভাবে খান—রস করে? তাঁর উত্তর, খোলা ছাড়িয়ে নুন দিয়ে। অক্ষয়ের কথায়, আমি নিশ্চয় খেয়ে দেখব। ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রীকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আম কীভাবে খান? সেদিন অক্ষয় ট্রোলড হয়েছিলেন। এবারও আক্কি বলেছেন, আমি শোধরাব না। এমন প্রশ্ন ওঁদের করবই।

কাকা সানি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ তাঁদের সন্তানের জন্য প্রস্তুত। ভিকির ভাই সানিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আমরা শ্বাস বন্ধ করে সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন ওই বাচ্চাকে আমাদের পরিবারে ওয়েলকাম করব। কেমন কাকা হবেন? তাঁর উত্তর, আমি ওকে নষ্ট করে ছাড়ব—এমন মজার কাকাই হতে চাই।

ঘোড়ার সংগম

সলমন খানের সঙ্গে রাঘব জ্যুয়েল কাজ করেছেন 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' ছবিতে। সেই সূত্রে তিনদিন তিনি কাটিয়েছেন সলমনের পানভেলের ফার্মহাউসে। তাঁর কথায়, রাত তিনটে পর্যন্ত পার্টি করেছি। তারপর সলমন বলেন, চলো ঘোড়ার সঙ্গম দেখা যাক। দেখলাম আমরা। ওইরকম মজা আমি কখনও পাইনি। ফার্মহাউসে জিম, আস্তাবল, সুইমিং পুল সব আছে।

আবার সৌরভ

পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ নামে একটি সিরিজ বানিয়েছেন। এর বিষয়, ওই সময়কালে কলকাতায় বীরেন দত্ত নামে এক নারীলোলুপ সাইকো কিলার ছিল। সে বেলারানি নামে এক মহিলাকে কালীঘাটে খুন করে তার শরীরের টুকরো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনারই আবার তদন্ত শুরু হয়, নেতৃত্বে রুদ্রনীল ঘোষ। বীরেন-এর ভূমিকায় সৌরভ দাস।

অন্তঃসত্ত্বা ভারতী

টিভির লাফটার কুইন ভারতী সিংহ সমাজমাধ্যমে স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, তাতে ভারতীর স্ফিতোদর স্পষ্ট। তাঁরা ক্যাপশন করেছেন, আমরা আবার অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম সন্তান লক্ষ্যর বয়স তিন। ওঁদের কথায় দ্বিতীয় সন্তানের এটাই আদর্শ সময়। মেয়ের শখ এবার হয়তো পূরণ হবে।

ছোট্ট তারা

ফালাকাটা শহরের ধূপগুড়ি মোড়ের বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান দে পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো ছবি আঁকতে পারে। এছাড়াও নাচ এবং যোগাসনে সে পারদর্শী।

দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গিয়েছে গত সপ্তাহে। ইতিমধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়সীমাও পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জংশন রেল হাসপাতালের পুকুরে এখনও পড়ে রয়েছে কাঠামো। সেই পুকুরটি বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে। এব্যাপারে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত বলেন, 'বিবেকানন্দ-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যেসব দুর্গাপুজো হয়েছে, সেগুলির প্রতিমা এই পুকুরেই বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কেন এখনও কাঠামোগুলো তুলে নেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে খোঁজ নেব।' এদিকে, এভাবে পুকুরে কাঠামো পড়ে থাকা নিয়ে সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন শিলাদিত্য আচার্য বলেন, 'অবিলম্বে কাঠামোগুলো তুলে নেওয়া উচিত। এতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।' ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য
মজুত রক্ত
মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	৬
ও পজিটিভ	-	১২
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

উদাসীন কর্তৃপক্ষ

গর্তে ভরা এমজি রোড

জয়গাঁ, ৭ অক্টোবর : জয়গাঁ শহরের এমজি রোডের পরিস্থিতি বেহাল। জয়গাঁ থেকে ভুটানগেট অবধি যাওয়ার এই রাস্তা ছোট-বড় গর্তে ভরা। কিছু কিছু গর্ত তো পুকুরের আকার নিয়েছে! প্রতিদিন ভুটানগামী সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে। সেই রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে স্বভাবতই ক্ষোভ জন্মেছে বাসিন্দাদের মনে। আগে তোর্ষা ডিভিশন নামের এক সংস্থা ওই সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। সেই সংস্থা বন্ধ হওয়ার পরে দীর্ঘ কয়েক বছর কোনও সংস্থাকে এই সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে পূর্ত দপ্তর এই রাস্তাটি সংস্কারের দায়িত্ব পেয়েছে। মাস তিনেক আগে রাস্তা সারাই করার জন্য পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে এই রাস্তা খোঁড়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু ওই খোঁড়াখুঁড়িই সার। তারপর রাস্তার কাজ একচুলও এগোয়নি। প্রতিদিন রাস্তার অবস্থা আর খারাপ হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর রাস্তা সংস্কারের দায়িত্ব পেলেও, এই রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখনও জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এই এমজি রোডটি পূর্ত দপ্তর অধিগ্রহণ করেছে। আপাতত রাস্তায় অস্থায়ীভাবে সারাইয়ের কাজ চলছে। খুব দ্রুত স্থায়ীভাবে রাস্তা সারাই করা হবে।' রাস্তার এই দশার কারণ জানতে চেয়ে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার পার্থ হালদারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

জেলার সীমান্ত শহর জয়গাঁ হয়ে ভুটানগামী এমজি রোডের সংস্কার শুরু হয়েছে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে। তিন মাস আগে পূর্ত দপ্তর এই রাস্তা সারাইয়ের দায়িত্ব নিলেও এখনও পর্যন্ত কাজ খুব একটা এগোয়নি। এদিকে, মাঝেমধ্যেই বৃষ্টির ফলে রাস্তার অবস্থা প্রতিনিয়ত আরও খারাপ হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে স্থানীয়দের মনে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। রাস্তার এই জীর্ণ দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্রশেখর শা। তিনি বলেন, 'এই রাস্তার পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। মাঝে খোঁড়াখুঁড়ি করে রাস্তার অবশিষ্ট পিচের চাদর তুলে দেওয়া হল। তারপর থেকে আর কোনও সংস্কার করা হল না। এখন তো মাঝেমধ্যে রাস্তার গর্তে গাড়ির চাকা ফেঁসে যায়।'

> এই রাস্তার পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। মাঝে খোঁড়াখুঁড়ি করে রাস্তার অবশিষ্ট পিচের চাদর তুলে দেওয়া হল। তারপর থেকে আর কোনও সংস্কার করা হল না। এখন তো মাঝেমধ্যে রাস্তার গর্তে গাড়ির চাকা ফেঁসে যায়।
>
> **চন্দ্রশেখর শা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

সংস্কারের অভাবে এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। হেঁটে এই রাস্তা পারাপার এখন স্থানীয়দের কাছে দুঃস্বপ্নের শামিল।

রোদ থেকে কম্বল

৭ দিনে হাওয়া বদল

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : মাত্র কয়েকদিন আগেও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদে হাঁটতে গেলেই মাথা ঝিমঝিম করত। শহরের রাস্তাজুড়ে চোখে পড়ছিল গরমে হাঁসফাঁস হওয়ার দৃশ্য। সেইসঙ্গে ঠান্ডা পানীয় বিক্রেতাদের দোকানে উপচে পড়া ভিড় ছিল। গত মঙ্গলবার, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন আলিপুরদুয়ারে তাপমাত্রা ছুঁয়েছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীরা ঘাম ঝরিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। চড়া রোদে ঘামতে ঘামতে অঞ্জলির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। নবমীর সন্ধ্যার পর থেকে গত রবিবার বর্ষণের জেরে ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমেছে গত সপ্তাহখানেকে। সোমবার ও মঙ্গলবার ঝকঝকে আকাশ থাকলেও তাই রোদের তেজ আর গায়ে লাগছে না।

হঠাৎ হেমন্ত

শহরের আবহাওয়া এখন আরামদায়ক। দুপুরে আর সেই গুমোট ভাব নেই, রাতে ফ্যান ছাড়াই আরাম করে ঘুমানো যাচ্ছে। অনেক বাড়িতেই বেরিয়ে এসেছে পাতলা কম্বল। রাতের দিকে যাঁরা বাইক চালাচ্ছেন, তাঁদের কেউ কেউ পরছেন উইন্ডচিটার।

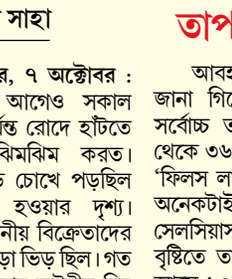

শামুকতলা রোডের বাসিন্দা তৃষা ঘোষ বলেন, 'পুজোর সময় ভীষণ গরমে কষ্ট হচ্ছিল। বাড়ি ফেরার পর মনে হত স্নান না করলে শরীর জ্বলছে। কিন্তু এখন রাতে ফ্যান ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়া যায়, এমনকি হালকা কম্বলও লাগছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে গেল আবহাওয়া।' ভাটিবাড়ি এলাকার এক ব্যবসায়ী প্রিয়ম সাহা শহরে এসেছিলেন মালপত্র কিনতে। বিকেলে ফেরার পথে ফুলহাতা শার্টের উপর পাতলা একটি উইন্ডচিটার পরে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'যাওয়ার পথে ঠান্ডা লাগে। তাই জ্বর যাতে না আসে সেজন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নিচ্ছি।' এখন চায়ের দোকানগুলিতে ভিড় বেড়েছে আরও বেশি। যেন হঠাৎ করেই শরৎ শেষে হেমন্ত এসে পড়েছে আগাম।

তাপমাত্রার পতন

আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৪ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও 'ফিলস লাইস' বা অনুভূতি হচ্ছিল অনেকটাই বেশি। প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু নবমীর পর বৃষ্টিতে তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমে আসে ২৩ থেকে ২৬ ডিগ্রিতে। গত দুই রাতে শহরের বাতাসে এমন ঠান্ডাভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা সাধারণত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বা নভেম্বরের শুরুতে দেখা যায়।

সঙ্গে সমস্যা

হঠাৎ এভাবে তাপমাত্রা পতনের কারণে একদিকে যেমন আরাম হচ্ছে, তেমনই সমস্যাও বাড়ছে। বিশেষ করে বাড়ছে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ও ভাইরাল সংক্রমণ। আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রণদীপ রায় বলেন, 'দিনের বেলা এখনও কিছুটা গরম অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু রাতের দিকে হঠাৎ ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রার এই দ্রুত ওঠানামায় অনেক শিশু সর্দিকাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। গরম জামা পরানো, ঠান্ডা জল থেকে দূরে থাকা এবং রাতে জানলা বন্ধ রাখা জরুরি।'

শীতের আমেজ

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার পারদ আরও কিছুটা নামবে। সকাল-সন্ধ্যায় ঠান্ডা হাওয়া বইবে। কিন্তু দুপুরে আবার সূর্য দেখা দেবে স্বাভাবিক উষ্ণতা সহ। টানা বৃষ্টি থেমে আকাশ এখন পরিষ্কার। মেঘে-রোদে লুকোচুরি খেলা দেখে অনেকেরই মন বলছে, এবার বুঝি সত্যিই শীতের ডাক পড়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তর বলছে, এখনই শীত পড়ছে না। তার জন্য আরও মাসদুয়েক অপেক্ষা করতেই হবে। শীত না পড়ুক, শীতের আমেজেই আপাতত খুশি আলিপুরদুয়ার। 'কালীপুজোয় রাত জেগে ঠাকুর দেখতে হলে, জ্যাকেট পরতে হবে।' হাসতে হাসতে বলছিলেন শহরের বাসিন্দা পল্লব ভৌমিক। গরমে জেরবার থেকে কম্বলের আশ্রয়ে- এক সপ্তাহে আবহাওয়ার এমন নাটকীয় পরিবর্তনে আপাতত শহরবাসী খুশি।

পুজোয় মদ বিক্রিতে রেকর্ড

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে মদ বিক্রিতে অন্য সব বছরের রেকর্ড পার করল আলিপুরদুয়ার জেলা। পুজোর সাতদিনে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ১৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রিকে সাফল্য হিসেবেই দেখছে আবগারি দপ্তর। বিশেষ করে পুজোর দু'দিন আগে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে অরুণাচলপ্রদেশের বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করে আবগারি দপ্তর। এছাড়া সম্প্রতি একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে ভুটানের মদ উদ্ধার করা হয়েছিল। ফলে ভুটান, অরুণাচলপ্রদেশ ও মেঘালয়ের অবৈধ মদ বিক্রি সম্ভব হয়নি। যার ফলে সরকারিভাবে বিপুল মদ বিক্রি হয়েছে। এতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার আবগারি দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াংকে ফোন করে বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পঞ্চমী থেকে রেকর্ড পরিমাণ মদ বিক্রি শুরু হয়। তবে পুজোর দিনগুলিতে বিক্রির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায় বলে জানা গিয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সাতদিনে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। বিক্রয়মূল্যের নিরিখে আলিপুরদুয়ার জেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় ২ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। গত বছর পুজো দিনগুলিতে প্রায় তিন কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। এছাড়া ইংরেজি বর্ষবরণ উৎসব ও হোলিতে একদিনে সেই রেকর্ড পার করে। এবার দুর্গাপুজোয় মদ বিক্রিতে সর্বোচ্চ রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। তবে মহালয়ার দিন থেকে কার্নিভালের দিন পর্যন্ত ধরলে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও বাড়বে। অবৈধ ও চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করাতে পারার ফলে বিপুল মদ বিক্রি সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে আবগারি দপ্তর। বিশেষ করে ভুটান, অরুণাচলপ্রদেশ ও মেঘালয় থেকে আসা মদের দাম কম। তাই আলিপুরদুয়ারে সেই মদের চাহিদা রয়েছে। একশ্রেণির চক্রের মাধ্যমে তা চুপিসারে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় আনার চেষ্টা করা হয়। তবে পুজোর কয়েক মাস আগে থেকে ভুটান ও অসম সীমান্ত এলাকায় আবগারির নজরদারির ফলে একের পর এক অভিযানে সাফল্য মেলে। তার ফলে সেইসব মদ বাজারে মজুত হতে পারেনি। এছাড়া চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকায় চোলাইয়ের বিরুদ্ধেও অভিযান চলে। ফলে সেসব পুজোর মধ্যে খোলা বাজারে তেমন বিক্রি হতে পারেনি। এছাড়া শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় পুজোতে অনেক হোটেলে বারের ব্যবস্থা ছিল। একাংশের হোটেলে নিরাপদ পরিবেশে মদ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় মদ বিক্রি আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আবগারিতে লাভ

- পুজোর মরশুমে মদ বিক্রিতে অন্য সব বছরের রেকর্ড পার করল আলিপুরদুয়ার
- গত বছর পুজোর দিনগুলিতে প্রায় তিন কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল
- এবছর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর, সাতদিনে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে
- অবৈধ ও চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারার ফলে বিপুল মদ বিক্রি সম্ভব হয়েছে
- বিভিন্ন জায়গায় পুজোতে অনেক হোটেলে বারের ব্যবস্থা ছিল

তোর্ষা থেকে ধরা পড়ল বিশাল আড়

জয়গাঁ, ৭ অক্টোবর : তোর্ষা নদীর জল একটু কমতেই উঠে এল বিশালাকার বাঘা আড় মাছ। জয়গাঁ তলাবস্তি থেকে উদ্ধার হওয়া ওই মাছটির ওজন ৩০ থেকে ৪০ কেজি বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মাছটি দেখতে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা।

গত শনিবার রাতের ভারি বৃষ্টির পর থেকে তোর্ষা নদীর পাড়ে এখন সকাল থেকেই দেখা যায় স্থানীয়দের আনাগোনা। দূরদূরান্ত থেকে জেলেরাও এই এলাকায় মাছের খোঁজে আসেন। এদিন সকালে তলাবস্তির সামনে তোর্ষা নদী থেকেই মাছটি মেলে। রফিকুল মিয়াঁ নামে এক জেলে সেই বিশালাকার মাছটিকে পিঠে তুলে নেন। জানা গিয়েছে, তিনি এই মাছটি বিক্রি না করে নিজের এলাকা অর্থাৎ জয়গাঁ-তোর্ষাপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে কেটে বিলি করে দিয়েছেন।

তোর্ষা নদীতে জল বাড়লেই মেলে ছোট থেকে বড় নানা আকারের মাছ। সেগুলি ধরতে জেলেরা ভিড় জমান। রফিকুল মিয়াঁ বলেন, 'তলাবস্তিতে এত বড় মাছ আগে পাওয়া যায়নি। আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম, তাঁর ছোটবেলাতে এমন সাইজের মাছ দেখেছিলেন। তোর্ষাতে জল বৃদ্ধি পাওয়ার পর এই প্রথম এত বড় আকারের মাছ দেখলাম সবাই।'

বিশাল আড় মাছটি বিলি করা হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

পুরসভার উদ্যোগে শহরে বিনোদনের নতুন ঠিকানা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : অবশেষে শহরের দুই প্রান্তে একসঙ্গে ২টি আধুনিক মানের পার্ক তৈরির স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই যেখানে বাচ্চাদের খেলার মাঠ কিংবা বয়স্কদের অবসর সময় কাটানোর মতো সঠিক জায়গার অভাব অনুভব করছিলেন সাধারণ মানুষ, সেখানে আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৪ লক্ষ টাকা এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে দুটি অত্যাধুনিক পার্ক। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়াও শেষ। পুজোর পরেই শুরু হবে কাজ।

এ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে এবিষয়ে সবুজ সংকেত মিলেছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এমডি-র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ছাড়পত্র হাতে পেলেই আমরা ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করব। আশা করছি পুজোর পরেই কাজ শুরু হবে।' এই প্রকল্পের বড় অংশ বরাদ্দ হয়েছে পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডে বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্য এতদিন আলাদা করে কোনও জায়গা ছিল না। এই পার্ক তৈরি হলে ছোটরা নির্দিষ্ট মাঠে নিরাপদে খেলতে পারবে।' পার্কটিতে থাকছে দোলনা, স্লাইড, ব্যালেন্সিং গেমস সহ বিভিন্ন আধুনিক খেলার সরঞ্জাম। স্থানীয়দের আশা, নতুন এই উদ্যোগে শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও স্বস্তি পাবেন। স্থানীয় বাসিন্দা পূজা ঘোষ বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা এতদিন রাস্তায় খেলত। সবসময় দুর্ঘটনার ভয় লেগে থাকত। এখন যদি ওরা নির্দিষ্ট জায়গা পায়, তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।'

অন্যদিকে, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাধীন ভারত ক্লাবের পাশে মাঠে তৈরি হবে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিকমানের পার্ক। এখানে শুধু শিশুদের খেলার মাঠ নয়, থাকবে বয়স্কদের জন্য আলাদা হাঁটার জায়গা। পাশাপাশি এলাকায় সৌন্দর্য বাড়াতে আলোকসজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। ১১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পার্থ সরকার বললেন, 'স্বাধীন ভারত ক্লাবের পাশের মাঠে যে আধুনিক পার্ক তৈরি হচ্ছে, সেখানে শুধু বাচ্চাদের খেলার জায়গা থাকবে না, বয়স্কদের জন্যও আলাদা হাঁটার ব্যবস্থা করা হবে। আলোকসজ্জা এবং সবুজায়নের ফলে গোটা পরিবেশটাই নতুন রূপ পাবে। আমাদের ওয়ার্ডবাসীরা অনেকদিন ধরে এমন একটি পরিকাঠামোর অপেক্ষায় ছিলেন। আশা করি, এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে এটি পুরো এলাকার শোভা ও গর্ব দুটোই বাড়াবে।' এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন, যাঁরা বিকেলের দিকে হাঁটার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পান না। নতুন এই পার্ক হলে তাঁদের জন্যও বেশ সুবিধা হবে বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ দত্ত।

দুটি প্রকল্প ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। শহরের অনেকেই মনে করছেন, এই উদ্যোগ আলিপুরদুয়ারকে নতুন করে সাজিয়ে তুলবে। চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু উন্নয়ন নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে আরামদায়ক করা। ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য ওয়ার্ডেও একই ধরনের পার্ক ও কমিউনিটি স্পেস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।'

আধুনিক পার্ক

- ১৭ নম্বর এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হবে দুটি অত্যাধুনিক পার্ক
- ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পার্কটিতে থাকছে দোলনা, স্লাইড, ব্যালেন্সিং গেমস সহ বিভিন্ন আধুনিক খেলার সরঞ্জাম
- ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পার্কে বাচ্চাদের খেলার জায়গার পাশাপাশি বয়স্কদের জন্যও আলাদা হাঁটার ব্যবস্থা থাকছে
- বাচ্চাদের জন্যে আলাদা খেলার জায়গা হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ

> স্বাধীন ভারত ক্লাবের পাশের মাঠে যে আধুনিক পার্ক তৈরি হচ্ছে, সেখানে শুধু বাচ্চাদের খেলার জায়গা থাকবে না, বয়স্কদের জন্যও আলাদা হাঁটার ব্যবস্থা করা হবে। আলোকসজ্জা এবং সবুজায়নের ফলে গোটা পরিবেশটাই নতুন রূপ পাবে।
>
> **পার্থ সরকার**
> *কাউন্সিলার, ১১ নম্বর ওয়ার্ড*

SILIGURI TEA TRAINING INSTITUTE
ADMISSION OPEN
POST GRADUATE DIPLOMA IN TEA MANAGEMENT
Duration: 6 Months Course Fee : Rs. 50,000/- (Payable in 5 installments)
CERTIFICATE COURSE IN TEA MANAGEMENT
Duration: 4 Months Course Fee : Rs. 40,000/- (Payable in 4 installments)
SHIVMANDIR, SILIGURI 8372059506 / 9800050770

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

প্রথম পাতার পর

'প্রস্তর খসিয়াছে ভূমে প্রস্তরের পরে/ চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে/ লুপ্ত স্মৃতি; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে/ ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!'- প্রিয়জনদের স্মৃতি ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে এভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন কামিনী রায়। তবে চোখের জল মুছতে মুছতে নিশা বলেন, দোতলায় বাবা-মায়ের শোয়ার ঘরটিই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সাজিয়ে রাখব আমরা। তক্তপোশটি সেখানেই থাকবে।'

মিরিক লেকের একশো মিটারের মধ্যেই রাই হাউস। বাড়ির পাশে এবং পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি রয়েছে। তবে বড় কোনও ঢাল বা বাঁকে বাড়িটি তৈরি হয়নি। বাড়ির সদস্যরা তো বটেই, রাই হাউসে ধস নেমে কারও মৃত্যু হতে পারে সেকথা প্রতিবেশীরাও কল্পনা করতে পারেননি। ঘটনার দু'দিন পরেও কারওই ধন্দ কাটছে না। প্রয়াত বিজেন্দ্রর প্রতিবেশী এটি রাইয়ের কথা, 'সকালে সব দেখে আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। পাথর নেই, শুধুই মাটি ধুয়ে সব শেষ করে দিল।'

রাই দম্পতির দুই মেয়ে, নিশা এবং সতমা। ছেলে লোকেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। নিশার বিয়ে হয়েছে মিরিকেই, আর সতমার নেপালে। দশেরা উপলক্ষ্যে দুই বোন সপ্তাহখানেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যান্য সময় সন্ধ্যার মধ্যেই কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে মিরিক। দুর্ঘটনার দিন সবাই মিলে আনন্দ করে রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমোতে গিয়েছিলেন। রাতের আনন্দ পরের দিন সকালে বিষাদে পরিণত হয়। পাশের ঘরে ঘুমোলেও নিশা এবং তাঁর স্বামী ধস নেমে বাবা, মা, বোনের চাপা পড়ার বিষয়টি বুঝতেই পারেননি। সেই আক্ষেপ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। নিশার কথায়, 'এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কথাও ভালোমতো শোনা যাচ্ছিল না। রাতে একবার হালকা আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা যে ধসের তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর পাশের ঘরে মোবাইল চার্জার আনতে গিয়ে সর্বনাশের দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠি।' 'আগে টের পেলে হয়তো কিছু করা যেত'- বারবার সেকথাই আওড়াচ্ছিলেন নিশা। তাঁর স্বামী রিনচেন লামার গলাতেও আক্ষেপের সুর, 'পাশের ঘরে এতবড় ঘটনা কেন টের পেলাম না তা কোনও অঙ্কেই মেলাতে পারছি না। এই অপরাধবোধ সারাজীবনেও মিটবে না।'

স্মৃতিসুধায় ভরা বিদায়ের পত্রে কবিগুরু লিখেছিলেন, 'নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোক রেখা'। এই আলোক রেখা আসলে অন্ধকার থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি করে নিজেদের ডেকে আনা বিপর্যয়ে কান্নার রোল উঠেছে মিরিকজুড়ে। এদিন পড়ন্ত বেলায় সেই কালো কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নিশার চোখে। রাই হাউস ছাড়ার সময় বললেন, 'ধসের কারণে আমার মতো কেউ যেন আর মাতৃহারা না হন তারজন্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি নিয়ে সবাইকে সচেতন করব।' মঙ্গলবার প্রায় পর্যটকশূন্য ছিল মিরিক। দোকানিদের আয় কার্যত কিছুই হয়নি। তবে এদিন নিশার শপথই ছিল মিরিকের পরম পাওয়া।

অবসরেও তুমিই স্বপ্নে

কুকুর কি স্বপ্ন দেখে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্ভবত আপনিই তাদের স্বপ্নের নায়ক! মানুষের মতোই কুকুরদেরও ঘুমের কিছু পর্যায় আছে। আর তখনই তারা স্বপ্ন দেখে। এ সময় তাদের চোখ নড়ে, পা কাঁপে, আর মুখ থেকে ছোট ছোট শব্দ বের হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুকুররা দিনেরবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঘুমের মধ্যে আবার মনে করে। তাই যখন আপনি খেলেন বা তাদের কিছু শেখান, তখন ঘুমের মধ্যেও তাদের মস্তিষ্কে সেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসে। একজন হার্ভার্ড গবেষক বলেন, 'যেহেতু স্বপ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই কুকুররাও সম্ভবত তাদের চেনা-পরিচিত দৃশ্যগুলোই দেখে। যেমন, বল তাড়া করা, আপনার কণ্ঠস্বর শোনা, বা আপনার সঙ্গে খেলা করা। তাই পরের বার যখন আপনার প্রিয় পোষা প্রাণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পা নাড়বে, বুঝবেন, তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে চলছে আপনার সঙ্গে খেলার মজার কোনও মুহূর্তের স্মৃতি।

সিলদের নতুন প্ল্যাটফর্ম

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাতে সেখানকার বন্যপ্রাণ, বিশেষ করে সিলদের জীবন বিপন্ন। কিন্তু নরওয়ের বিজ্ঞানীরা এর এক অভিনব সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা সিলদের জন্য ভাসমান বরফের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রাকৃতিক বরফের মতো কাজ করে, যা সিলদের বিশ্রাম ও প্রজননের জন্য নিরাপদ জায়গা করে দেয়। এগুলি টেকসই, বিষাক্ত নয় এমন বস্তু দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর জলে ভেসে থাকতে পারে। প্ল্যাটফর্মের ওপর খাঁজ কাটা আছে। এতে সিলদের সংখ্যা এবং পরিবেশের অবস্থা বোঝার জন্য স্মার্ট সেন্সরও লাগানো আছে। এটি সিল শিশুদের বেড়ে ওঠা ও সাঁতার শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান। এটি শুধু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল নয়, বরং পরিবর্তিত পৃথিবীতে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রতীক।

ঘুমের পরে প্রেম

মর্দা কোয়ালারা প্রথমে জোরে ডেকে ওঠে, যাতে মাদি কোয়ালারা তাদের খুঁজে পায়। যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে তারা তাড়া করে না, বরং বিশ্রাম নেয়। কারণ, শক্তি সঞ্চয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আবার চেষ্টা করে। মাদি কোয়ালারা নিজেদের পছন্দমতো মর্দা কোয়ালাকে বেছে নিতে পারে। যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তারা তাকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা গাছের পাতলা ডাল বেয়ে ওপরে উঠে যায়, যেখানে মর্দা কোয়ালা যেতে পারে না। এমনকি বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর কিছু মর্দা কোয়ালাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন! কোয়ালারা ইউক্যালিপটাস পাতা খায়, যা থেকে খুব কম শক্তি পাওয়া যায়। তাই দিনে তারা প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। তাই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া তাদের কাছে কোনও ড্রামা নয়, বরং একটা কৌশল। এভাবে তারা পরের সুযোগের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখে।

পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ষতি

ঘর পরিষ্কারের জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের ফুসফুসের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা কি আমরা জানি? ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের একটি ২০ বছরের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত রাসায়নিক পরিষ্কারক ব্যবহার করেন, তাঁদের ফুসফুসের ক্ষতি ২০ বছর ধরে দিনে এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার ক্ষতির সমান। এটি বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারণ তাঁরাই সাধারণত এই কাজগুলো বেশি করেন। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো শ্বাসনালিতে জ্বালা সৃষ্টি করে, যা শ্বাসযন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানির মতো রোগ বাড়তে পারে। গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, নিরাপদ বিকল্প যেমন- জল ও মাইক্রো ফাইবার কাপড় ব্যবহার করার জন্য। এতে আমরা নিজেদের ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে পারব।

তারকাদের ড্যামেজ কন্ট্রোল

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগের বিকেলে 'তাঁরা' ব্যস্ত ছিলেন কলকাতার কার্নিভালে। রেড রোডের মঞ্চে কোমর দুলিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে পা মিলিয়েছেন। অথচ মনে পড়েনি উত্তরবঙ্গের কথা!

এই সেলেবরাই সিনেমার প্রচারে গঙ্গার এপারে এসে উত্তরের সমর্থন চান, পাশে থাকতে শত আবেদন করেন। উত্তরের মানুষও তাঁদের ভালোবাসা উজাড় করে দেন। কিন্তু এমন দুর্যোগের পর প্রিয় সেলেবদের পাশে পাননি উত্তরের এই দুর্গতরা। নেট মাধ্যমে যা নিয়ে বিস্তর কটাক্ষ, ট্রোলের শিকার হয়েছেন রুপোলি পর্দার তারকারা। অবশেষে, চাপে পড়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে দেব-বুম্বারা। মঙ্গলবার প্রসেনজিৎ থেকে দেব-'উত্তরবঙ্গের পাশে' থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। একজোট টলিউড। ত্রাণের সেই টাকা উত্তরের বিপদগ্রস্ত মানুষগুলির জন্য পাঠানোর কথা জানিয়েছেন তাঁরা। তবুও পিছু ছাড়েনি কটাক্ষ। এদিনও সমাজমাধ্যমে ধেয়ে এসেছে একের পর এক তীক্ষ্ণ বাক্য।

৪ অক্টোবর রাতের অবিরাম বৃষ্টি-ধসের ক্ষতির রূপ প্রকট হয়েছিল ৫ অক্টোবর সকাল থেকে। রবিবার বেলা গড়াতেই দিকে দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। একের পর এক মৃত্যুর খবর পৌঁছেছে কলকাতাতেও। সেগুলি কি কানে যায়নি 'উত্তরের পাশের মানুষ' বলে বারবার দাবি করা টলিউডের সেলেবদের? মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকায় সেলেবদের তুলোধোনা করতে ছাড়েনি বাঙালি। অথচ, দেব থেকে প্রসেনজিৎ, যিশু সহ খ্যাতনামারা নিজেদের 'স্বার্থের' বেলা বেছে নিতেন উত্তরের শহরগুলিকেই। সিনেমার প্রচারে বারবার এসেছেন মালদা থেকে কোচবিহারে। শিলিগুড়িতে তো হামেশাই আনাগোনা এই বঙ্গ সেলেবদের। বাংলা সিনেমার পাশে থাকার ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তরের মানুষ তাঁদের আনকন্ডিশনালি সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁদের টানে দলবেঁধে সিনেমা হল ভরিয়েছেন। পুজোয় রঘু ডাকাত থেকে দেবী চৌধুরানিতে মন ভরিয়েছে উত্তরও। কিন্তু এত বড় বিপর্যয়ের পরও সেই সেলেবদের ঘুম ভাঙেনি। ছুটে আসেননি তাঁদের 'প্রিয় উত্তরে'।

উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে ত্রাণ পাঠালেন অভিনেতা ও সাংসদ দেব।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বুম্বা- উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। সেই পোস্টে তাঁর সংযোজন, আমরা উত্তরবঙ্গের তীব্র কান্না অনুভব করতে পারি। এই সময়ে আমরা হাতে হাত ধরে আপনাদের যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। কারণ, উত্তরবঙ্গের মানুষদের ছাড়া আমাদের সিনেমা, আমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। বুম্বার সেই পোস্টেও অবশ্য হাসির রিঅ্যাক্ট পড়েছে কয়েক হাজার। কেউ লিখেছেন, কার্নিভালে নেচে কটাক্ষ খেয়ে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা। দেবের উদ্যোগে এদিন থেকে ডুয়ার্সের বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ বিলি চলে। সেই ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, উত্তরবঙ্গের এই কঠিন সময়ে আমি পাশে আছি। প্রার্থনা করি, সবাই সুস্থ থাকুক ও কঠিন সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাক।

টলিউডের শিল্পী ও কলাকুশলীরা ২০ লক্ষ টাকার ফান্ড কালেক্ট করে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণে তুলে দেবেন বলে খবর।

ফের আক্রান্ত মনোজ

প্রথম পাতার পর

এদিন বিত্তিবাড়িতে ফের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ত্রাণসামগ্রী বিতরণে বাধা দেন। অতর্কিতে আক্রমণ হেনে দলের মহিলা কর্মী সহ অনেককে জখম করা হয়েছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও ছাড়েনি। তাঁদেরও আঘাত করা হয়েছে। তৃণমূলের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণ এবং বাধার মুখে পড়ে ত্রাণ বিতরণ করতে পারিনি। গোটা বিষয়টি দলের ওপরমহলকে জানিয়েছি।'

তাঁদের দিকে তোলা অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম উত্তর অঞ্চল সভাপতি তনুময় দাস মানতে চাননি। তনুময়ের কথায়, 'গ্রামবাসীরাই ত্রাণ বিতরণে বাধা দিয়েছেন। দুই-তিনদিন আগে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বাসিন্দারা জলকাদায় রীতিমতো বিপাকে পড়েছিলেন। তখন বিজেপি নেতা বা বিধায়ক, কেউই এখানে আসেননি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গতদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন ভোটের রাজনীতির স্বার্থে বিধায়ক সামান্য কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। যা দেখে গ্রামবাসীরা খেপে যান।' তৃণমূলের কুমারগ্রাম উত্তর অঞ্চল চেয়ারম্যান কাঞ্চন সরকারের দাবি, 'জল নেমে গিয়েছে। বিধায়ক এখন শুকনোর মধ্যে রাজনীতি করতে এসেছেন। এটা গ্রামবাসীরা মেনে নিতে পারেননি। তাই বাধা দিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন।'

মঙ্গলবার মনোজ দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ত্রাণ বিতরণে জন্য বিত্তিবাড়িতে আসেন। গ্রামে ঢোকার মুখে দু'-একজন গ্রামবাসী তথা তৃণমূল সমর্থক তাঁদের বাধা দেন। ত্রাণ নেবেন না বলে ফিরে যেতে বলেন। সেই বাধা অগ্রাহ্য করেই বিধায়ক সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরা গ্রামে ঢোকেন। ত্রাণ বিতরণ নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে চোটপাট শুরু করেন বলে অভিযোগ। ত্রাণ বিতরণ করা যাবে না এমন হুমকি দিয়ে বিধায়ককে ফিরে যেতে বলেন। তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক গ্রামবাসীরাও গো ব্যাক স্লোগান তুলে বিধায়কের দিকে তেড়ে যান। উভয় তরফেই পরস্পরকে হুমকি দেওয়া চলতে থাকে। যা একসময় ধস্তাধস্তি, চড়-থাপ্পড়-লাথি-ঘুসির চেহারা নেয়। বাধ্য হয়ে ত্রাণ বিতরণ না করেই বিধায়ক গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন। অন্যদিকে, মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির ঘটনায় সোমবার রাতেই তৃণমূলের তরফে মনোজের বিরুদ্ধে কুমারগ্রাম থাকায় এক বৃদ্ধ ঘাসফুল কর্মীকে মারধরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিধায়ক পাল্টা ঘাসফুল শিবিরের তিনজনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

এদিনের সংঘর্ষে উভয় দলের একাধিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের আক্রমণে যেমন সিআইএসএফ জওয়ানরা জখম হয়েছেন, তেমনই জওয়ানদের লাঠির ঘায়ে কয়েকজন তৃণমূল সমর্থকও আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে কুমারগ্রাম থানার আইসি সহ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ততক্ষণে অবশ্য বিধায়ক গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আহতের চিকিৎসা করিয়ে বারবিশার উদ্দেশে বেরিয়ে যান। গোটা ঘটনায় উভয় দলের নেতা-কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পালটা অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, 'বন্যাদুর্গতদের সামনে রেখে অযথাই রাজনীতি করা হচ্ছে। এমন অশান্তি মারপিট কখনোই কাম্য নয়। গ্রামে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে যাঁদের ইচ্ছে, তাঁরা ত্রাণ নেবেন। যাঁদের ইচ্ছে নেই, তাঁরা নেবেন না। রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা থাকবেই।' তাই বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে মারপিট কেন বলে তাঁর প্রশ্ন।

ধসে চাপা, মৃত ১৮

নিউজ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার হিমাচলপ্রদেশে এক ভয়াবহ ভূমিধসে কমপক্ষে ১৮ জন বাসযাত্রী প্রাণ হারান। এদিন সন্ধ্যায় বিলাসপুর জেলার ভারথির কাছে বাল্লু সেতুর কাছে হঠাৎ পাহাড় থেকে পাথর ও মাটি রাস্তার ওপর ভেঙে পড়তে থাকে। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে মারোটান-কালাউল রুটের একটি যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস যাচ্ছিল। আচমকা পাহাড় থেকে নেমে আসা পাথর ও মাটিতে বাসটি চাপা পড়ে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আর্থমুভার নিয়ে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। রক্তাক্ত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

তারকেশ্বরের পুত্র

প্রথম পাতার পর

এতদিন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার 'ডান হাত' হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাহুল। সেই রাহুলই এদিন মনোজের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করলেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়করা নানা ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত।' ফালাকাটার দলগাঁও চা বাগানের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহারের ছেলে রাহুল। সিটু নেতার ছেলে রাহুল এসএফআই করতেন। ২০১৪ সালে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। এরপর বিজেপির যুব মোর্চার মাদারিহাট ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি হন। এরপর একাধিকবার বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক হন। পরবর্তীতে মণ্ডল সভাপতি হন। মণ্ডল সভাপতি থাকাকালীন বিজেপির প্রার্থী হন তিনি।

উপনির্বাচনে প্রয়াত তারকেশ্বরকে জড়িয়ে রাহুল সম্পর্কে কুৎসা করতে ছাড়েননি স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। তবে মঙ্গলবার সেই রাহুলকেই বরণ করে নিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামীরা। রাহুল বিজেপির জেলা স্তরের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাদারিহাটের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি। ভোটে হারার পর ওই পদ থেকেও বিজেপি রাহুলকে সরিয়ে দেয়। ১৯৯৮ সালে দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে গত বছরই প্রথমবার মাদারিহাট দখল করতে পেরেছে তৃণমূল। তাই যে কোনও মূল্যে মাদারিহাট ধরে রাখতে মরিয়া শাসকদল। রাহুলকে দলে টেনে সেই কাজে কতখানি ফায়দা হয়, সেটাই দেখার। রাহুলের এই দলবদল নিয়ে নাকি দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল। এদিন দলবদলের পর তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশের বক্তব্য, '৩ মাস ধরে রাহুল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।'

একসময় রাহুল ছিলেন মনোজের অন্যতম প্রধান ঘনিষ্ঠ। এমনকি রাহুলকে টিকিট দেওয়ার পর বিজেপির তৎকালীন জেলা সভাপতি মনোজের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে দলেই। রাহুল পরাজিত হওয়ার পর জেলা সভাপতির পদ হারাতে হয় মনোজকে। রাহুল এদিন মনোজের নাম না করেই বলেছেন, 'তিনি এর আগে মাদারিহাটের বিধায়ক ছিলেন। বীরপাড়া নেপালি হাইস্কুলের সীমানাপ্রাচীর তৈরি করা ছাড়া আর কোনও কাজ তিনি করেননি। সাংসদ হওয়ার পর মাদারিহাটের উন্নয়নে তিনি কোনও কাজ করেননি।'

বিজেপির মাদারিহাটের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরেশ শা'র মন্তব্য, 'রাহুলের দলবদলে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না।' আর রাহুলের এতকিছু অভিযোগের জবাবে সংসাদ কী বলছেন? মনোজের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'মানুষ দুর্নীতি করতেই তৃণমূলে যোগ দিয়ে থাকে।'

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

প্রথম পাতার পর

বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে সেটার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে। দ্রুত রিপোর্ট না দিলে আমরা পদক্ষেপ করব।' দিনের শেষে অবশ্য প্রশ্ন থেকেই গেল, মিরিক আশ্বস্ত হল কি?

বিরোধী দলনেতা মিরিকে আহত এবং নিহতদের পরিজনের সঙ্গে কথা বলেন। ফেরার পথে মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চৈতন্যপুরে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আটটি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী দেন। আর্থিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

পাহাড়ের দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা মঙ্গলবার আরও বেড়েছে। বিজনবাড়ির বাসিন্দা সমীর ছেত্রীর (৪০) দেহ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার হয়েছে। যদিও তিনি দুর্যোগের বলি বলে মানতে নারাজ প্রশাসন। দার্জিলিংয়ের সদর মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার বক্তব্য, 'বিজনবাড়ির ওই লোকটি মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি এদিন সকালে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা ছাড়াও মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দুধিয়ায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। রিজিজু মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন।

মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে মিরিকে যান। কিছুক্ষণ বাদে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বাগডোগরায় নেমে সোজা মিরিক পৌঁছান।

সাহায্য নয়, রিলের ভিড়

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : একদিকে কৌতূহল অন্যদিকে ক্যামেরা। দুইয়ের গেরোয় যেন দুর্ভোগ আরও কয়েক মাত্রা ওপরে। চারদিকে জল আর জল, সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের অসহায় মুখ কিংবা হাহাকার। তবে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীতীরের বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ অনবরত কয়েকটা হাত দেখতে পাচ্ছেন বটে। তবে তাতে ধরা মোবাইল। পাল্লা দিয়ে চলছে ছবি তোলা আর রিল, বানানোর হিড়িক। অন্যদিকে, কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন বন্যাদুর্গত এলাকা দেখতে। অভিযোগ, এমন বিপর্যয়ের মুহূর্তেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নয় বরং ছবি তুলতে তাঁদের এলাকায় ছুটে আসছেন। এদিকে, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ এই দুঃসময়ে রিল না বানিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেন।

গত রবিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া, চারেরবাড়ি, রথেরহাট, জলদানের বাড়ি, ভাঙ্গারহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ছবিটাই যেন বদলে গিয়েছে। তার মধ্যে জল কমার পরে গ্রামবাসীরা যখন নিজেদের ভিটেমাটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তখনই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রিল বানাতে আসা কিংবা বন্যা দেখতে আসা উৎসাহী জনতার ভিড়। এমনকি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকেও ওই কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মঙ্গলবার তারারবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় দেখা যায় বাঁশের ব্যারিকেড করে এলাকা আটকে দিয়েছে প্রশাসন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মোবাইল হাতে রিল বানাতে আসা তরুণ-তরুণীরা নানা প্রশ্ন করে বা ছবি, ভিডিও তুলে বিরক্ত করছেন। এ নিয়ে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়ার তারারবাড়ির বাসিন্দা হরিপদ রায় বললেন, 'বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়েছি। আমরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রবিবার বাড়ি ফিরে দেখি একমাত্র থাকার ঘর নেই। আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেসব দেখতেই প্রচুর মানুষ আসছেন। নানা প্রশ্ন করছেন মোবাইল হাতে। তবে কেউ কেউ অবশ্য খাবার ও জল দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

ধূপগুড়ির ডাউকিমারি থেকে আমগুড়িতে রিল বানাতে এসেছিলেন এক তরুণ দিলীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'বন্যা নিয়ে আমার পরিবার ও এলাকার মানুষের কৌতূহল রয়েছে।'

ফের হলুদ সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : শিয়রে কী ফের দুর্যোগ, উত্তরের আকাশে নতুন করে মেঘ জমতে শুরু করায় এই প্রশ্ন উঠছে। বুধবার যে বিক্ষিপ্তভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। যে কারণে বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের ক্ষেত্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই তিনটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে। দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানান আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। মঙ্গলবার দার্জিলিং পাহাড় সহ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। ধস নামায় পাঙ্খাবাড়ি রাস্তায় সাময়িক যান চলাচল বন্ধ থাকে এদিন। রোদ ওঠায় পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ধস নামার আশঙ্কাও বাড়ছে। যে কারণে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

শুধু দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক বিলি করে আর চাকরির আশ্বাস দিয়ে যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কারণে এবার তাঁর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হতে চলল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধও বটে। যেমন মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নিজেই পাহাড়ে দুর্যোগের পরদিন কলকাতায় কার্নিভালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

তাঁর কথায়, 'কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, আমরা কেন ২৪ ঘণ্টা পরে এলাম? মনে রাখতে হবে, কার্নিভাল বাংলার গর্ব। এতগুলো ক্লাব আশা করে বসে থাকে। ইউনিসেফ থেকে শুরু করে প্রচুর বিদেশি পর্যটক কলকাতায় এসেছিলেন। হট করে এই কর্মসূচি বন্ধ করা কি সম্ভব?' তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাফাই দেন, 'আর আমি সেদিন এসেই বা কী করতাম? প্রশাসন আমাকে দেখবে না দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করবে? আমি এলে তো প্রশাসন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেত।'

দেরিতে আসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই মুখ্যসচিব সহ অন্য আমলাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছি। জেলা প্রশাসনকে সবরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি গর্বিত যে, জেলাস্তরে সমস্ত দপ্তর সঠিক সময়ে ময়দানে নেমেছে। তা না হলে আরও প্রাণ ঝড়তে পারত।'

দুর্যোগের পাশাপাশি খগেন ও শংকর ঘোষের ওপর হামলা চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল ও সরকারের ওপর। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিন্দা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। রিপোর্ট দিতে দেরি করলে কড়া পদক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। খগেন আক্রান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি চলে আসেন শিলিগুড়িতে। বিজেপি ইতিমধ্যে এনআইএ তদন্ত দাবি করেছে।

হামলায় পুলিশের ভূমিকা জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে পৃথকভাবে রিপোর্ট চেয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি বালুরঘাটে বলেন, 'কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন? পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরাই ব্যবস্থা নেব। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁদের নাম সকলেই জানেন। ওঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।'

বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলা ও বিপর্যয়ের পরদিন কার্নিভাল সরকারের চরম সংবেদনহীনতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। যা উত্তরবঙ্গের জনমানসে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় ভুল বলে চিহ্নিত হল বুঝে দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের ওপরে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে তিনি কার্যত সাংবাদিক বৈঠকে সাফাই দেন, 'দুর্যোগের পর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেখানে কোনও ভিআইপিরই ৭০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এতে রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কেউ কেউ এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন।' বুধবারই তিনি কলকাতায় ফিরবেন। মনে করা হচ্ছে, পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনুকূলে নেই এবং 'ইমোশনাল মিসক্যালকুলেশন' সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকারক- এই উপলব্ধি থেকে প্রশাসনিক কর্মসূচির বদলে 'ফুল স্কেল ড্যামেজ কন্ট্রোল' শুরু করেছেন মমতা। যদিও জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই তিনি ফের উত্তরবঙ্গে আসবেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট এবং কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অবশ্য কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচিত রাজ্য সরকারে কাছে প্রধানমন্ত্রীর খবর নেওয়া উচিত ছিল। তিনি সেটা না করে পার্টির লোকের কথামতো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। প্রথমে তো প্রধানমন্ত্রী সেতু ভেঙে মৃত্যু বলে পোস্ট করেছিলেন। এই সংকটের সময় এভাবে রাজনীতি করা উচিত নয়।' তাঁর অভিযোগ, গত বাজেটে এরাজ্যে বন্যা সহ অন্য বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও আর্থিক বরাদ্দ দেয়নি কেন্দ্র।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ইতিমধ্যে এই দুর্যোগকে রাজ্য বিপর্যয় ঘোষণার দাবি করেছেন। কিন্তু মমতার বক্তব্য, 'মহাকুম্ভে বহু মানুষ মারা গেলেও বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়নি। মণিপুর, অসম, উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা গেলেও সেগুলিকে কেন্দ্র জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেনি।'

(তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ, রাহুল মজুমদার ও সুবীর মহন্ত)

সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

প্রথম পাতার পর

পাশে রাখা ছোট্ট ঘটে লাল রংয়া পাহাড়ি ফুলটা তখনও সতেজ। হয়তো বা আকাশ ফুঁড়ে আসা জলে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু সেই ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় হাহাকার আর কান্নায়।

বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে কমিউনিটি হল। সেটাই এখন অস্থায়ী আস্তানা গৃহকর্তা রজিন ছেত্রী, স্ত্রী মুন্না আর মেয়ে সুবর্ণার। মেরেকেটে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের কমিউনিটি হলটায় এখন গাদাগাদি করে থাকছে ২৪টি পরিবার। সবমিলিয়ে ৬৪ জন। মেঝেতে ঢালা বিছানায় শুয়ে-বসে সকলে। অধিকাংশেরই মুখে রা নেই। নেতাদের পা পড়লে মাঝেমাঝে গমগম করে উঠছে ঠিকই। কিন্তু বাকি সময় একেবারে পিন পড়ার নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙল সুবর্ণার কান্নায়।

'নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন। ছবি তুলছেন। চলে যাচ্ছেন। আমরা কী পাচ্ছি বলুন তো! সব তো হারিয়েছি। প্রিয়জনদের লাশ চাপা পড়ে থাকতে দেখেছি চোখের সামনে। সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়!', গলা ভারী হয়ে আসে তরুণীর। চোখের জল কোনওমতে সামলে বলেই চলেন, 'কিচ্ছু বাঁচাতে পারিনি। টাকাপয়সা, নথিপত্র, জামাকাপড়- কিচ্ছু না। এই একটা জামা পরে ছিলাম। এটাই এখন সম্বল। প্রকৃতি আমাদের সব কেড়ে নিল।'

প্রকৃতির কাছে সুবর্ণাদের মতোই অসহায় রামপ্রসাদ ছেত্রীর মতো প্রতিবেশীরা। ওই তল্লাটে আর কারও প্রাণহানি না হলেও কারও ঘর পুরোটা ধুয়েমুছে সাফ, কারও আবার ঘরে হাঁটুভর্তি কাদা। ভেঙেছে কাঠের দেওয়াল। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে টিনের বেড়া। রামপ্রসাদ নিজেই এলাকায় নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল।

সুবর্ণার মাসি অনীতা প্রধান, মেসোমশাই অনুজ প্রধান ও তাঁদের মেয়ে স্নেহা বেড়াতে এসেছিল দশেরায়। অনীতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শালবাড়িতে। আনন্দ-অনুষ্ঠানে একত্রিত হবে বলে হাজির হয়েছিল সুবর্ণার পিসতুতো বোন বছর সাতের আরুশী ছেত্রীও। আরুশীও শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফাঁপড়ির বাসিন্দা। সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটি ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল পরিবারের সকলে। রাত আড়াইটে নাগাদ বিশাল আকারের একটি পাথর পাহাড়ের গা গড়িয়ে নেমে সোজা ধাক্কা মারে সুবর্ণাদের পাকা ঘরে। সেই ঘরেই ঘুমোচ্ছিল অনীতা, অনুজ, স্নেহা আর আরুশী। চাপা পড়ে প্রত্যেকে। লাশ সরাতে কালঘাম ছুটেছিল সকলের।

ঘরটার ঠিক নীচেই মাথা তুলছে একটি বহুতল। পাথরটি গিয়ে ধাক্কা খায় সেই নির্মীয়মাণ বহুতলে। ফলে আর এগোতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন রামপ্রসাদ। বলে ওঠেন, 'ভাগ্যিস, পাথরটা আটকে গিয়েছিল। নইলে আরও যে কত প্রাণ যেত!'

চলতে চলতে বেড়াল যেমন এসে রাস্তা কাটে, ঠিক তেমনভাবেই কথার তাল কাটল সাদা রংয়ের একটি হুলো। ডানহাতে একটু ওপরদিকে থাকা বন্ধ বাড়ির বারান্দায় কিছু একটা খুঁজছিল সে। সব ঠিক থাকলে হয়তো এই সময়ই সেটিকে পাত পেড়ে খাওয়াতেন গৃহকর্তা। অবোলা কি আর বোঝে, গৃহকর্তাই যে এখন গৃহছাড়া! সুবর্ণাদেরই আরেক আত্মীয় রিধিমা ছেত্রী। ক্লাস নাইনে পড়া রিধিমাদের বাড়ি একটু দূরে। বরাতজোরে তাদের ঘরবাড়ির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পড়শি একজনের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিল কিশোরী। চোখেমুখে তারও আতঙ্ক স্পষ্ট। চোখের সামনে সেও যে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল।

দুর্যোগের মেঘ কাটিয়ে রোদ উঠেছে পাহাড়ে। পাইন গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। সেই রোদে টান ধরছে কাদামাটিতে। কিন্তু কিছুতেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে না রজিন, সুবর্ণা কিংবা রামপ্রসাদদের। এখন তাঁরা শুধুই চাইছেন, একটা নতুন ঘর। যে ঘরে আবার স্বপ্ন বুনবেন তাঁরা। একটা যন্ত্রণামাখা ভোরের কথা ভুলে।

রোহিতদের নিয়ে ‘প্রশ্ন’ তুললেন বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই সিরিজে দুইজনেই আছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ‘ফেয়ারওয়েল সিরিজ’ হতে চলেছে বলে মনে করছেন। এরমধ্যে রোকোর নির্বাচন নিয়ে অন্যরকম প্রশ্ন তুলে দিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। প্রাক্তনের যুক্তি, দুইজনেই দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের যুক্তি, টেস্ট ও টি২০ ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়ে শুধু ওডিআই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাটরা।

লাল বলে ‘ছুটি’, শ্রেয়সকে বিঁধলেন

ফলে সেভাবে ম্যাচও পাবে না। আইপিএলের পর বাকি দল যখন দেশের হয়ে খেলতে ব্যস্ত, তখন লম্বা ছুটিতে দুই তারকা। ফলে বিরাট, রোহিতরা কতটা ম্যাচ ফিট, দুইজনের ফিটনেস কী জায়গায় আছে, পরিষ্কার ধারণা পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে কীসের ভিত্তিতে, কীভাবেই বা দুইজনকে দলে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে দোষ দেওয়া যাবে না।

এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন, ‘রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়। জানি না, নির্বাচকরা কীভাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগী রোহিত শর্মা।

লাল বলের ফরম্যাট থেকে শ্রেয়স আইয়ারের সাময়িক ছুটি নেওয়া না-পসন্দ বেঙ্গসরকারের। বলেছেন, ‘আমার কাছে

> রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

বিষয়টি হজম হয়নি। লাল বলে আনফিট, সাদা বলে ফিট! এই পার্থক্যটা আমার বোধগম্য নয়। যে সাদা বলের জন্য ফিট, তার পক্ষে লাল বলে খেলাও সম্ভব।’ স্বাস্থ্যজনিত কারণে লাল বলের ফরম্যাট থেকে মাস ছয়েকের ছুটি চেয়েছিলেন শ্রেয়স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও এই ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ককে।

গম্ভীর-মন্ত্রেই সফল বরুণ

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : উৎসাহ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই উৎসাহ পেয়ে নিজেকে বদলে ফেলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

বদলে গিয়েছে তাঁর ক্রিকেট দর্শন। বদলে গিয়েছে ফিটনেস নিয়ে তাঁর মানসিকতাও। রহস্য স্পিনার বরুণ এখন স্বপ্ন দেখেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই খেলার। যদিও বাস্তবে এমন স্বপ্নপূরণ যে সম্ভব নয়, সেটাও জানেন তিনি।

আজ সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে বসেছিল চাঁদের হাট। এক বহুজাতিক সংস্থার তরফে ভারতীয় ক্রিকেটে পারফরমেন্স ও অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হল বহু ক্রিকেটারকে। ছিলেন রোহিত শর্মাও। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই বরুণ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শনের কথা। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীরকে তাঁর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বরুণ বলেছেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমার সাফল্যের মূলে কোচ গম্ভীর। ওঁনার থেকে পাওয়া পরামর্শ আমার ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে।’

বছর কয়েক আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। সেই সময় থেকেই বরুণের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা। সেবার কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। আর তারপরও কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়ে যান গম্ভীর। বরুণও হয়ে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত সদস্য। রহস্য স্পিনার বরুণের কথায়, ‘গতিভাই সবসময় আমার পরামর্শ দেওয়ার পাশে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। আগে নিজেকে শুধু টি২০ ক্রিকেটের বোলার বলেই মনে হত। এখন আমার ভাবনা বদলেছে। একদিনের ক্রিকেটেও আমি নিয়মিত হয়েছি। কোচ গম্ভীরের পরামর্শ মেনে এখন নেটে ব্যাটিংয়েও সময় দিচ্ছি।’

ওডিআই, টি২০ অজি দল ঘোষণা

রোকো-র চ্যালেঞ্জে ফিরছেন স্টার্ক

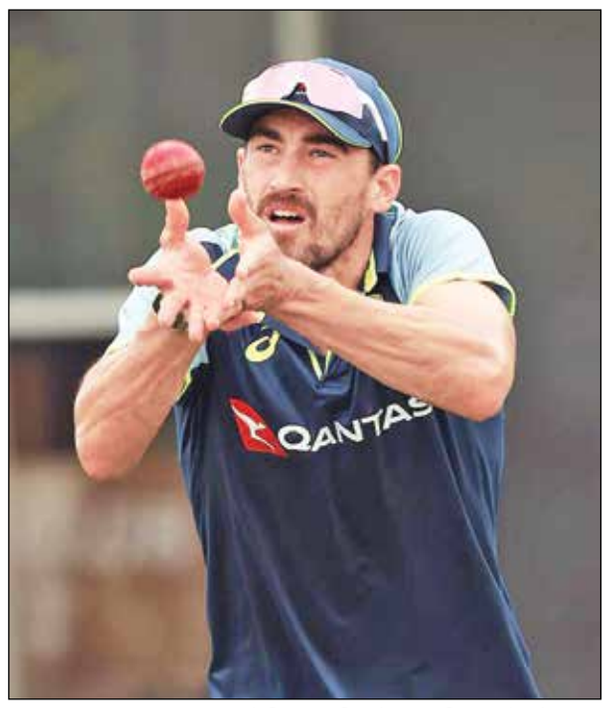

প্রায় এক বছর পর অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই দলে মিচেল স্টার্ক।

সিডনি, ৭ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য প্রত্যাশামাফিক শক্তিশালী টিম বেছে নিল ক্যাঙারু ব্রিগেড। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরীক্ষা নিতে পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মিচেল স্টার্কের। অতীতে স্টার্কের বাঁহাতি পেস বোলিং চাপে ফেলেছে। বিরাটদের সম্ভাব্য শেষ অজি সফরেও থাকছে যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

স্টার্ক শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন। আছেন জোশ হ্যাজেলউড। হ্যাজেলউড-স্টার্ক বনাম বিরাট-রোহিত, সিরিজের পারদ আরও চড়িয়ে দিল।

স্টার্ক ছাড়াও ১৯ অক্টোবর শুরু ওডিআই সিরিজের ১৫ জনের দলে ফিরেছেন মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট। কুইন্সল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার রেনশ প্রায় তিন বছর পর ওডিআই দলে ডাক পেলেন। অ্যালেক্স ক্যারি দলে থাকলেও ১৯ অক্টোবর পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ থাকায়। তবে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) ও সিডনি (২৫ অক্টোবর) শেষ দুই ম্যাচে খেলবেন ক্যারি।

কাফ মাসলের চোট কাটিয়ে ২৯ অক্টোবর শুরু প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন জোশ ইনগ্লিস। প্রথম সন্তানের জন্মের ‘ছুটি’-তে থাকা নাথান এলিসও ফিরছেন। তবে ভারতীয় দলের অন্যতম ‘গাঁট’ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কবজির চোটের জন্য আসন্ন সিরিজে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের (চোট রয়েছে) অনুপস্থিতিতে টি২০-র পাশাপাশি ওডিআই দ্বৈরথেও অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। সামলাবেন ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনিংয়ের দায়িত্বও।

ওডিআই দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।

টি২০ দল
(প্রথম দুই ম্যাচ)

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ম্যাথু কুহনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোয়িনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

অস্ট্রেলিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ওডিআই সিরিজ এবং প্রথম দুটি টি২০ ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। প্রস্তুতির নিরিখে আসন্ন ভারত সিরিজ তাই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি পরবর্তী অ্যাসেজের কথাও মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে শেফিল্ড শিল্ডের প্রস্তুতিও।’

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের দৈন্যদশায় ‘হতাশ’ সানি

‘নেট বোলার মনে হচ্ছিল ওদের’

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ এখনও হজম হচ্ছে না সুনীল গাভাসকারের। ১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ লিটল মাস্টারের। বাকিটা ইতিহাস। হেলমেট ছাড়া ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিংদের সামলানো ভারতীয় ক্রিকেটে মিথ।

প্রিয় প্রতিপক্ষের আজকের দৈন্যদশা তাই বেশি করে যন্ত্রণা দিচ্ছে ভারতীয় কিংবদন্তিকে। গাভাসকারকে সবচেয়ে অবাক করছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি পেস ব্রিগেডের বর্তমান হাল। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক মালগাড়ির সঙ্গে তুলনা করছেন ক্যারিবিয়ান পেসারদের। দাবি, নেটবোলারদের চেয়েও খারাপ অবস্থা।

প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে জেতে ভারত। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজার সেঞ্চুরির সুবাদে রানের পাহাড় (৪৪৮/৫) তৈরি করে। বিক্ষিপ্ত কিছু বল বাদ দিলে একেবারে নির্বিষ বোলিং। মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টসদের দেশের বর্তমান পেস আক্রমণের যে চেহারা, মানতে পারছেন না সানি।

গাভাসকার লিখেছেন, ‘আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ? মানছি গরম ছিল। বাউন্সার দিতে বাড়তি পরিশ্রম লাগে। কিন্তু তারপরও পেসাররা তাঁদের অন্যতম অস্ত্রকে ব্যবহার করবে না? ফ্রন্টফুট থেকে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে খেলানোর চেষ্টা করবে না?’

ব্যাটিংও তথৈবচ। গাভাসকারের কথায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং একদা সামলেছেন থ্রি ডব্লিউ (ফ্র্যাঙ্ক

> আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ?
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ওরেল, এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট), রোহন কানহাই, সিমোর নার্স, ক্লাইভ লয়েড, গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেনসরা। বর্তমান দলের একজনকেও দেখে মনে হয়নি, পূর্বসূরিতে হাজার মাইলের মধ্যে কেউ রয়েছেন। সানির আরও খোঁচা, অতুলনীয় গারফিল্ড সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ‘প্রিন্স অফ ত্রিনিদাদ’ ব্রায়ান লারাকে বাদ দিচ্ছি। কারণ ওরা শতাব্দীতে একবারই জন্মায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বর্তমান হাল নিয়ে গতকাল সাফাই দিতে দেখা গিয়েছে অধিনায়ক রোস্টন চেজকে। এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, পরিকাঠামোর অভাব, আর্থিক সমস্যার কারণে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। উঠতি তারকাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিতে যা যা দরকার, তা আদৌ মিলছে না।

ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে প্রভাব ফেলতে পারেননি জাস্টিন গ্রিভসরা।

এশিয়া কাপ জিতে নতুন হেয়ারস্টাইল করতে আলিম হাকিমের কাছে সূর্যকুমার যাদব।

দিল্লি ক্রিকেটে নয়া কেলেঙ্কারি

দলে ঢোকাতে ব্যাটার রাতারাতি উইকেটকিপার!

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : কেরিয়ারে কখনও উইকেটকিপিং করেননি।

বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে বরাবর খেলেছেন। সেই ব্যাটারকেই দলে ঢোকাতে রাতারাতি উইকেটকিপার বানিয়ে দেওয়া হল! দেওয়া হল দ্বিতীয় উইকেটকিপারের দায়িত্বও! ওপরমহলের চাপ। নির্বাচক কমিটি বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তার পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে নিতে। অভিযুক্ত ক্রিকেটার ব্যাটার হলেও দলে ঢোকাতে তাকে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এমনই কাণ্ড ঘটেছে দিল্লি ক্রিকেটে। ভিনু মানকড় ট্রফির জন্য ২৩ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করা হয়। এরপরই নির্বাচন-দুর্নীতির বিষয়টি সবার সামনে চলে আসে। পত্রপাঠ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলি। বাদ দেওয়া হয় বিতর্কিত খেলোয়াড়কে। বদলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নির্বাচনি বৈঠকে প্রভাব খাটাতে অবৈধভাবে তিনজন ডিরেক্টরের উপস্থিতির খবরও সামনে এসেছে। স্বয়ং ডিডিসিএ-র সদস্য সুরেশকুমার শর্মা লিখিতভাবে বিষয়টি সভাপতি রোহন জেটলিকে জানান। তিনজনকে নির্বাচনি বৈঠক থেকে চলে যেতে বলা হলেও তাঁরা রাজি হননি। বৈঠকে থেকে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পৃথ্বীর ১৮১

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : পুরোনো দলকে প্রথমবার সামনে পেয়ে জ্বলে উঠল পৃথ্বী শ-র ব্যাট। মহারাষ্ট্রের হয়ে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ফিরলেন বড় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। মুম্বইয়ের হয়েই ক্রিকেট উত্থান পৃথ্বীর। যদিও টানা ব্যর্থতা, বিতর্কে জড়িয়ে সম্ভাবনা দেখিয়েও খেই হারান। বাদ পড়েন মুম্বই রনজি ট্রফির দল থেকেও। নতুন শুরুর জন্য বেছে নেন মহারাষ্ট্রকে।

জড়ালেন ঝামেলাতেও

এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি পৃথ্বী। এমসিএ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের প্রথম দিনেই পৃথ্বী ১৮১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। ২১৯ বলের ইনিংসে ২৩টি চার ও ৩টি ছক্কা হাঁকান। শার্দূল ঠাকুরদের বোলিংয়ের সামনে প্রথম উইকেটে অর্শিন কুলকার্নিকে নিয়ে ৩০৫ রান যোগ করেন। কুলকার্নিও ১৮৬ রানের ইনিংস খেলেন। মুশির খানের বলে আউট হয়ে ফেরার সময় ঝামেলায়ও জড়ান প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে। পৃথ্বীকে লক্ষ্য করে কটুক্তি ছুড়ে দেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা। যার পালটা দিতে মুশিরের দিকে তেড়ে যান পৃথ্বী।

আইপিএলের শুরু থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখ মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেই তিনিই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমে পরে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোগো লাগানো হাতকাটা ট্যাঙ্ক টপ। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। যা দেখে কারও প্রশ্ন, ‘এটা কি শেষের ইঙ্গিত?’

গম্ভীরের বাড়িতে আজ নৈশভোজে শুভমানরা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আহমেদাবাদ টেস্ট এখন অতীত। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে দিন তিনেকের ছুটি কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন দিল্লিতে।

শুক্রবার থেকে রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট শুরু। তার আগে শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা আজই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। জনাকয়েক ভারতীয় ক্রিকেটার আজ বিকেলের দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে হালকা অনুশীলনও করেন।

বুধবার থেকে রোস্টন চেজদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হতে চলেছে। আর আগামীকাল রাতেই কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে পুরো দলকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ। জানা গিয়েছে, আসন্ন দীর্ঘ মরশুমের আগে পুরো দলকে আরও তাজা ও ফুরফুরে করে তোলার জন্য কোচ গম্ভীর শুভমানদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দিল্লি টেস্টের প্রস্তুতি শুরু

ভারতীয় ক্রিকেটে বহুদিনের রীতি হল, যে শহরে খেলা হবে, দলে সেখানকার কোনও সদস্য থাকলে সতীর্থদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো। কোচ গম্ভীর সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ শুধু তাঁর দলের ক্রিকেটারদেরই বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এমন নয়। বরং সীতাংশু কোটাক থেকে শুরু করে তাঁর সব সাপোর্ট স্টাফদেরও আমন্ত্রণ করেছেন গম্ভীর। উদ্দেশ্য, মন খুলে আড্ডা দেওয়া। যদি পরস্পরের প্রতি কারও কোনও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে সেটাও মিটিয়ে নেওয়া। টিম বন্ডিংয়ের নয়া দিশা দেখানো। কোচ গম্ভীরের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা শুভমানদের কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখন টানা ক্রিকেট। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ইতিমধ্যেই চলছে। সিরিজ শেষে টিম ইন্ডিয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সিরিজ খেলতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফেরার পরই ঘরের মাঠে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। সেই সিরিজের পর ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা।

এদিকে, শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, রাজধানীর মাঠে এমন পিচ তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে আড়াই দিনে খেলা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সাধারণত, দিল্লিতে কালো মাটির পিচ হয়। যেখানে টেস্টের তিন নম্বর দিন থেকে বল ঘুরলেও শুরুর দুইদিন ব্যাটারদের জন্য সহায়ক পিচ হয়। এবারও তেমনই পিচ হচ্ছে বলে খবর।

‘জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : তোমাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেব আমরা। মাঠে দলকে সফল করার দায়িত্ব তোমাদের।

জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে। কারণ, জিম তোমাদের ফিটনেস বাড়াবে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্কিল বাড়বে নেটে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করেই। রনজি ট্রফিতে যা খুব প্রয়োজন।

যে কোনও সময় সবরকমের পরামর্শের জন্য আমি তো রয়েইছি। সঙ্গে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরাও রয়েছেন। সবার থেকে পরামর্শ নিয়ে সামনে তাকাও। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেল। মনে রাখবে, ক্রিকেট মাঠে সফল হওয়ার অন্যতম মন্ত্র হল সঠিক মানসিকতাও।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছয় বছর পর গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেটের মসনদে ফিরেছেন মহারাজ। আর ফেরার পরই বাংলা ক্রিকেটে সুদিন ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ডুবে থাকা সিনিয়ার বাংলা দলকে উৎসাহ দিতে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির হয়েছিলেন মহারাজ। ছিলেন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন ও তাঁর সহকারীদের সঙ্গে দল নিয়ে

বাংলা দলকে পেপটক সৌরভের

> সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

যেমন আলোচনা করেছেন। তেমনই হাতে কলমে বাংলার ব্যাটার, বোলারদেরও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলা দলের এক সাপোর্ট স্টাফ বলছিলেন, ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবদন্তি। বাংলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। তিনি আজ সকালে অনুশীলনে হাজির হয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। যা আমাদের আসন্ন মরশুমে কাজে লাগবে।’

সিএবি সভাপতির পরামর্শ বাংলা ক্রিকেটকে রনজিতে কতটা এগিয়ে দেবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ মাঠে হাজির হয়ে পুরো দলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নিয়ে হাতেকলমে কাজ করেছেন মহারাজ। অভিষেক পোড়েল সহ অনেকেরই সমস্যার কথা শুনেছেন। ব্যাটিং, বোলিং নিয়ে দিয়েছেন পরামর্শও। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।’ আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন মরশুমের রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে সম্ভবত আগামীকাল বাংলার দল ঘোষণা হওয়ার কথা। অধিনায়ক হিসেবে অনুষ্টুপ মজুমদার ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের নাম ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত কে বাংলার অধিনায়ক হবেন, হয়তো আগামীকালই জানা যাবে। তবে সূত্রের খবর, অনুষ্টুপের সম্ভাবনা বেশি।

বাংলার ক্রিকেটারদের শেখাতে ব্যাট হাতে তুলে নিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে কামিন্স-জেমিরা

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার কারণে ফুটবলারদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মোহনবাগানের সমর্থকরা। মঙ্গলবার।

সমর্থকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দফায় দফায় বিক্ষোভ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার উত্তাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন।

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে বাগান সমর্থকদের মনে ক্ষোভের রেশ জমেছিল। মঙ্গলবার তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাগান সমর্থকরা। আগাম বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে বাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অনুশীলনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ফলে স্টেডিয়ামে না ঢুকে গেটের সামনে অনুশীলনে যোগ দিতে আসা বাগান ফুটবলারদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের লক্ষ্য করে কটূক্তিও করেন তাঁরা।

কিন্তু এখানেই বিষয়টা শেষ হয়নি। অনুশীলনের শেষে তিন অজি তারকা দিমি, কামিন্স ও ম্যাকলারেনের গাড়িকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। সেসময় গাড়ি থেকে তিন ফুটবলারই নেমে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। তাঁরা সরাসরি কামিন্সদের কাছে ইরানে না যাওয়ার কারণ জানতে চান। জবাবে কামিন্সরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার জন্যই যেতে চাননি তাঁরা। তখন সমর্থকরা ভারতীয় ফুটবলারদের না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে কামিন্সরা জানিয়ে দেন, এই বিষয়টা ম্যানেজমেন্ট জানে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বিক্ষুব্ধ বাগান সমর্থকদের দাবি, কেন মোহনবাগান ইরান গেল না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি আগামী মরশুম থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে বাড়তি গুরুত্ব ও সব প্রতিযোগিতায় সবুজ-মেরুনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, আবার কয়েকজন সমর্থক এসে শিল্ডের আগে দিমিদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। তাঁরা আবার ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন।

মাঠের বাইরে যাই হোক না কেন, অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস মোহনবাগান ফুটবলাররা। বিশেষ করে দিমি ও কামিন্স। ফর্ম ফিরে পেতে মঙ্গলবার বাড়তি অনুশীলনে মগ্ন থাকতে দেখা গেল তাদের। তবে মাঠের বাইরের চাপ সামলে দিমিরা আইএফএ শিল্ডে কীভাবে নিজেদের সেরাটা দেন, সেটাই এখন দেখার।

ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়ায় এতদিন বাগান ফুটবলাররা সমর্থকদের ভালোবাসাটা দেখেছেন। এবার মুদ্রার উলটো পিঠটাও দেখলেন দিমিরা।

পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সুপার কাপের মহড়া। একইসঙ্গে মর্যাদারক্ষা। এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আইএফএ শিল্ডে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

লাল-হলুদ বাহিনী শেষবার শিল্ড খেলেছিল ২০১৮ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বুধবার ১২৫তম আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি। যুব দল নিয়ে কলকাতায় এসেছে আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি। তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই।

শক্তির বিচারে শ্রীনিধির সঙ্গে অস্কার ব্রুজোঁর দলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবুও প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। আসলে ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে হার থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আরও বেশি সতর্ক তারা। যদিও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার মহম্মদ রশিদ বলছেন, 'ডায়মন্ড হারবারের কাছে হার অতীত। ওই ম্যাচটা থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখন আমাদের সব ফোকাস আইএফএ শিল্ডে। আমরা আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি সমর্থকদের হতাশ করব না।' ব্রুজোঁর সহকারী বিনোর মন্তব্য, 'শিল্ডের সফলতম দল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আমাদের কাধে।' অস্কারও সেই সুরেই গলা মেলালেন। স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ডকে আমরা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। সুপার কাপের আগে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার প্রয়োজন ছিল। এখানে সেটাও হবে।'

আইএফএ শিল্ডে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম শ্রীনিধি ডেকান এফসি

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

পাঁচ বিদেশি ও সিনিয়ারদের পাশাপাশি কলকাতা লিগে খেলা বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারকেও শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। শ্রীনিধির বিরুদ্ধে দল নিয়ে হয়তো খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটবেন না ব্রুজোঁ। ঝুঁকি না নিয়ে চার বিদেশি রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে শুরু থেকে তিন বিদেশি খেলিয়ে ভারতীয় স্ট্রাইকারের ওপর আস্থা রাখবেন, না কি মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোর সঙ্গে শুরু থেকেই হামিদ আহদাদকে খেলাবেন সেটাই দেখার। ষষ্ঠ বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি এখনও কলকাতায় পা না রাখলেও শিল্ডে তাঁকে খেলানোর ব্যাপারে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১৪ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই চলে আসবেন লাল-হলুদের জাপানি স্ট্রাইকার।

এদিকে, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে শিল্ডে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বাদে বাকি পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। শিল্ডে অংশগ্রহণকারী বাংলার আরেক ক্লাব ইউনাইটেড স্পোর্টসের কোচ লালকমল ভৌমিক সেখানে বলেছেন, 'জানি আমরা কঠিন গ্রুপে রয়েছি। তবে ফুটবলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কলকাতা লিগের খেতাব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। শিল্ডে সেটাই আমাদের আরও উজ্জীবিত করছে।'

আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কেভিন সিবলে (বাঁয়ে) ও সৌভিক চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

অভিষেককে টেস্ট দলেও দেখছেন লারা

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : ২৪টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন দেশের হয়ে। যদিও চব্বিশ ম্যাচের কেরিয়ারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক শর্মা। টি২০ ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর জায়গাও তাঁর দখলে। আইসিসি-র সেপ্টেম্বর মাসের 'সেরা ক্রিকেটার'-এর দৌড়েও রয়েছেন (বাকি দুইজন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট)। ব্রায়ান লারার বিশ্বাস, শুধু সাদা বল নয়, আগামী দিনে ভারতীয় টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবেন অভিষেক।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর, ব্যাটিং কোচ থাকাকালীন 'ছাত্র' হিসেবে পেয়েছেন অভিষেককে। সাফল্যে লারার অবদান, পরামর্শের কথাও বলতে শোনা যায় তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বহুজাতিক সংস্থার ক্রিকেট পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি লারাও উচ্ছ্বসিত তাঁর 'ছাত্র'-কে নিয়ে। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, 'সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সুবাদে ওকে ভালোভাবে জানি। দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতীয় দলে একঝাঁক প্রতিভা রয়েছে। অভিষেক যার মধ্যে স্পেশাল। ওর কেরিয়ারে যুবরাজের প্রভাব অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, শুধু টি২০, ওডিআই নয়, টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবে অভিষেক।'

হায়দরাবাদ এফসি হচ্ছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জিন্দাল গোষ্ঠী বিনিয়োগকারী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, জায়গা বদল করতে পারে হায়দরাবাদ এফসি। প্রত্যাশামতোই, তারা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়ে দিল, আগামী আইএসএল বা দেশের সর্বোচ্চ লিগ দিল্লি থেকে খেলবে তাদের দল। এবার থেকে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি হিসাবে দেখা যাবে এই ক্লাবকে। সূত্রের খবর, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম নয়, এই নতুন ক্লাব খেলতে চায় আম্বেদকর স্টেডিয়াম থেকে। সেখানে তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আই লিগ সম্ভবত ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ডিসেম্বরে সম্ভবত শুরু হতে চলেছে আই লিগ। সেক্ষেত্রে তা আইএসএলের আগে হবে নাকি পরে তা এখনও পরিষ্কার নয়। আই লিগের জন্য আলাদা করে দরপত্র চাওয়া হবে। যা আইএসএলের দরপত্রের বিষয়টি মিটে গেলেই হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির জরুরি সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। এছাড়া দরপত্র পরিচালনকারী কোম্পানি কেপিএমজি তাদের প্রেজেন্টেশন পেশ করে। আগামী ১২ অক্টোবরের বিশেষ সাধারণ সভায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেওয়া নতুন সংবিধান গ্রহণ করবে এআইএফএফ। সেই নিয়েও এদিন ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

৩০ বছর পর মুখোমুখি আনন্দ-কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ৭ অক্টোবর : ১৯৯৫ সালেই শেষবার চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং গ্যারি কাসপারভ। ৩০ বছর পর ফের সম্মুখ সমরে নামছেন দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের আনন্দ এবং কিংবদন্তি রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার কাসপারভ মুখোমুখি হবেন 'ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস' টুর্নামেন্টে। সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে বুধবার থেকে সেই লড়াই শুরু হচ্ছে। ১২ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে মোট পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ১,৪৪,০০০ ডলার। বিজয়ী পাবেন ৭০,০০০ ডলার। প্রতিদিন চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি র‍্যাপিড এবং দুটি ব্লিৎজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় দিনে ৩ পয়েন্ট অর্জন করবে। এই স্কোরিং সিস্টেম শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে উত্তেজনাপূর্ণ রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোয়াকে শাস্তি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : স্মোক গানের ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার ডলার (প্রায় ৮.৮ লক্ষ টাকা) জরিমানা হল এফসি গোয়ার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের বাছাই পর্বে ওমানের আল সিবের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এই ঘটনা ঘটে। যার জেরে গোয়াকে এই জরিমানা করল এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটি।

এই কমিটির হাতেই এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ভাগ্য। ইতিমধ্যেই তুর্কমেনিস্তানের আহল এফসি জানিয়ে দিয়েছে, তারা হোম ও অ্যাওয়ে দুই ম্যাচ ইরানে গিয়ে খেলতে চায়। ফলে ইরানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোহনবাগানের দাবি সম্ভবত কোনওভাবেই ধোপে টিকবে না। তাছাড়া এর আগে মুম্বই সিটি এফসি ইরানে এএফসি-র ম্যাচ খেলে এসেছে, সেটাও নিশ্চিতভাবেই দেখানো হবে। এখন দেখার গোয়ার পরে মোহনবাগানের শাস্তির ব্যাপারে এএফসি কতটা কঠোর হয়।

সাহায্য চেয়ে করলেন ফেসবুক পোস্ট

বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ চান মেয়ে

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জীবনে আমরা কমবেশি সকলেই কারোর না কারোর ফ্যান। কিন্তু কেউই হয়তো ইছাপুরের শিবশংকর পাত্রর মতো ফ্যান নই। পেশায় চা বিক্রেতা এই মানুষটির জীবন জুড়ে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি। বছর ছাপান্নর শিবশংকর প্রতিবছর মেসির জন্মদিনে তাঁর যত বয়স হয়, এলাকার মানুষের সঙ্গে তত পাউন্ডের কেক কাটেন।

লিওনেল মেসির এক জন্মদিনে তাঁর মূর্তিকে কেক খাওয়াচ্ছেন শিবশংকর পাত্র।

যেমন চলতি বছরের ২৪ জুন ৩৮ পাউন্ডের কেক কেটেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিবছর ওইদিনে নিজেকে নানানরকম সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত রাখেন।

শিবশংকরের কথায়, '২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি। খুব ইচ্ছে ছিল ২০২২ সালে কাতারে গিয়ে বিশ্বকাপ দেখার। কিন্তু আর্থিক কারণে সেই স্বপ্নপূরণ না হওয়ায় বাড়িতে মেসির উচ্চতার সমান একটি মূর্তি বসিয়েছি।' তাঁর এই প্রেমের কথা পৌঁছে গিয়েছে আর্জেন্টিনাতেও। তারপরও আজ অবধি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়নি শিবশংকরের, যা নিয়ে আক্ষেপ আছে তাঁর।

এই আক্ষেপ মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর মেয়ে নেহা। ডিসেম্বরে মেসি কলকাতায় আসছেন। সেই সময় বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ করাতে চান তিনি। সম্পত্তি ফেসবুকে এজন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা সেটা জানতে চেয়ে পোস্ট করেন। নেহার কথায়, 'বাবার জীবনে ফুটবল আর মেসি ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, এমনকি আমার ছেলের নামও লিও। বাবার জন্য এইটুকু করা আমার কর্তব্য।'

> ২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি।
>
> **শিবশংকর পাত্র**

কিন্তু নেহা চাইলেও আদৌ তাঁর কিংবা তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মেসিকে কলকাতায় নিয়ে আসার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই বিষয়টি তাঁর হাতে নেই। তবে তিনি চেষ্টা করবেন, আপাতত টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

ব্যর্থ বৈভব, এগিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত

ম্যাকে, ৭ অক্টোবর : একদিনে ১৭ উইকেট। ভারত-অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ গত ম্যাচে শতরান করা বৈভব সূর্যবংশীও।

দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় অজি ব্রিগেড। অ্যালেক্স লি ইয়ংয়ের ৬৬ রানে ভর করে কোনওমতে ১০০ রান পার করে তারা। ১৩৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল।

ভারতীয় ব্যাটাররাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেননি। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ৪ রান। অপর ওপেনার বিহান মলহোত্র করেন ১১। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও ১৪ বলে ২০ রান করে ফিরতে হয় বৈভবকে। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ১৪৪। ৯ রান এগিয়ে ভারত।

জোড়া জয় সব্যসাচীর

শীতলকুচি, ৭ অক্টোবর : এসডিএস ফুটবল প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার গ্রুপ সি-র ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ ৩-১ গোলে মাল্লিরহাট ইয়ং এমপাওয়ারমেন্ট ক্লাবকে হারিয়েছে। সব্যসাচীর শাকিল হোসেন, মাধব দাস ও তসলীম আরিফ গোল করেন। মাল্লিরহাটের একমাত্র গোল রেজাউল মিঞাঁর। দ্বিতীয় ম্যাচে খোড়ারপাড় নর্থবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে জয় পেয়েছে গোলেনাওহাটি জিপির বিরুদ্ধে। খোড়ারপাড়ের সালাম মিঞাঁ ও জয়রাজ বর্মন গোল করেন। শেষ ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সঙ্ঘ ৪-০ গোলে হারায় খোড়ারপাড় নর্থ বেঙ্গল ক্লাবকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সব্যসাচীর তসলিম আরিফ। তাদের বাকি গোল তানসেন মিঞাঁ ও শাকিল হোসেনের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা স্বরূপ বাউরি - কে 10.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80H 48982 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এখন প্রায় সব জায়গাতেই কোটিপতি তৈরি করছে, আর মানুষ এখন মেগা পুরস্কার জেতার ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন উন্নত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরই এখন দুশ্চিন্তা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিঙ্গাপুর পৌঁছে এদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেন খালিদ। গার্ডেন সিটিকে বেছে নেওয়ার কারণই ছিল, আবহাওয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনেকটাই মিল থাকা। তবু দিনদুয়েক ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে সড়োগড়ো করতে গতকাল বিকেলেই সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। আপাতত গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারানোই প্রথম এবং একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। এই ম্যাচ জিততে পারলে তবেই গোয়ার ফতোরদায় হোম ম্যাচের গুরুত্ব থাকবে। আর যদি সিঙ্গাপুর এই ম্যাচ জিতে যায় তাহলে তারা পৌঁছে যাবে ৭ পয়েন্টে। যা তাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিফা ক্রমতালিকার বিচারে গ্রুপের বাকিদের মতো সিঙ্গাপুরও (১৫৮) ভারতের থেকে পিছিয়ে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে ভারতের বিশ্রী পারফরমেন্সই এখন তাদের খাদের কিনারে এসে দাঁড় করিয়েছে।

সিঙ্গাপুর জাতীয় দল মূলত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম সেরা দল। চারবার আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলটাকে নিয়ে তাই চিন্তায় থাকতেই হচ্ছে জাতীয় দলের হেড কোচকে। শুধু তাই নয়, এই সিঙ্গাপুর এর আগে একবারই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলে। সেবার গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিলেও একটা জয় ছিল তাদের। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ছবি : মুরতুজ আলম

খেতাব বুধিয়া স্পোর্টসের

সামসী, ৭ অক্টোবর : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া কল্কিমোড় যুব কমিটির একদিনের কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-১ গেমে হারিয়েছে মহারাজপুরকে। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফি সহ ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ৯ হাজার টাকা পুরস্কার। পুরস্কার তুলে দেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, প্রধান ছবি সরকার প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন কোয়ালিটি

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ অক্টোবর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির নিউ প্লেয়ার ইউনিটকে। চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল ময়দানে কোয়ালিটির গোল করেন হেমরাজ ভুজেল ও ফাইনালের সেরা পঙ্কজ থাপা। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন হেমরাজ। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফির সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে এবং রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

খেতাব নিয়ে নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। ছবি : শতাব্দী সাহা